প্রথম বর্ষ

দ্বাদশ সংখ্যা

الله نزل احسن الحديث

القرآن الحكيم ٣٩:٢٣

ترجمان الحديث

بنگال و آسام میں تحریک اہل حدیث کا واحد ترجمان

তর্জুমানুল হাদিছ

আহলে হাদিছ আন্দোলনের মুখ পত্র

সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী

নিখিল বঙ্গ ও আসাম জমঈয়তে আহলে হাদিছ প্রধান কার্য্যালয়

পাবনা, পাক বাঙ্গালা

প্রতি সংখ্যা ॥০ আনা

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷০

Contents

তর্জুমানুল হাদিছ

যুলহিজ্জাহ—১৩৬৯ হিঃ।

আশ্বিন-১৩৫৭ বাং।

বিষয়—সূচী

বিষয় :—	লেখক :—	পৃষ্ঠা :—
১। ছুরত্ আল্‌ফাতিহার তফ্‌ছির ...	... ...	... ৫০৯
২। সাগর-সঙ্গমে	—মোঃ রুস্তম আলী খাঁ এম, এ।	... ৫১৯
৩। আমাদের সাহিত্য ...	আবুল কাছেম কেশরী	... ৫২১
৪। হিন্দে ইছ্‌লামের ইতিহাস ...	... ...	... ৫২৬
৫। রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান ...	আল্‌-মোহাম্মদী	... ৫৩৩
৬। বিতর্ক ও বিচার ...	তারাবীহর নমায ও জামাআৎ	... ৫৩৮
৭। সাময়িক প্রসঙ্গ ...	... ...	... ৫৪৭

www.ahlehadeethbd.org

তর্জুমানুল হাদিছ

(মাসিক)

আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলনের মুখপত্র।

প্রথম বর্ষ | যুলহিজ্জাহ—১৩৬৯ হিঃ। আশ্বিন—১৩৫৭ বাং। | দ্বাদশ সংখ্যা

تفسيرالقرآن العظيم –

কোর্‌আন-মজিদের ভাষ্য

ছুরত আল্‌ ফাতিহার তফ্‌ছির

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(৮)

'রব্ব' শব্দের সংক্ষিপ্ত আভিধানিক আলোচনা পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছে। এক্ষণে কোর্‌আনে কোন্ কোন্ অর্থে উহার প্রয়োগ হইয়াছে, তাহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক।

কোরআনে অন্ততঃ দশ প্রকার অর্থে 'রব্ব' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আমরা নিম্নে প্রত্যেকটীর স্বতন্ত্রভাবে সন্ধান দিব।

প্রথম, স্বত্বাধিকারী অর্থে,

ছুরত-আল্‌করাইশে বলা হইয়াছে,— অতএব তাহাদের এই 'ঘরের রব্বে'র ইবাদত করা কর্ত্তব্য, যিনি ক্ষুধার সময়ে তাহাদিগকে খাদ্য দিয়াছেন এবং ভয়ে নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছেন (৩য় ও ৪র্থ আয়ৎ)।

فليعبدوا رب هذاالبيت الذى اطعمهم من جوع وامنهم من خوف –

ছুরত-আছ্‌ছাফ্‌ফাতে বলা হইয়াছে,— তিনি সেই আল্লাহ, যিনি আকশসমূহের এবং পৃথিবীর এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী সমুদয়বস্তুর রব্ব এবং যিনি উদয়াচল সমূহেরও অধিকারী— রব্ব, (৫ আয়ৎ)।

رب السموات والارض وما بينهما و رب المشارق –

ছুরত-আছ্‌ছাফ্‌ফাতে পুনশ্চ কথিত হইয়াছে,— আপনার রব্ব সকল

سبحان ربك رب العزة

গৌরবের অধিকারী— عما يصفون — রব্ব, উহারা তাঁহাকে যে সকল গুণে বিশেষিত করিয়া থাকে, তৎসমুদয় হইতে তিনি পবিত্র, (১৮০ আয়ৎ)।

ছুরত আল্‌মুমেনুনে বলা হইয়াছে,— হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন, সপ্ত আকাশ এবং মহিমান্বিত আরশের অধিপতি— রব্ব কে? (৮৬ আয়ৎ)। قل من رب السموات السبع و رب العرش العظيم ?

ছুরত-আন্‌নজ্‌মে বলা হইয়াছে,— এবং বস্তুতঃ তিনিই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক 'আশ্‌শে'রা (Serius) এর স্বত্বাধিকারী— রব্ব, (৫০ আয়ৎ)। وانه هو رب الشعرى

দ্বিতীয়, প্রভু অর্থে,

ছুরত-আল্‌আন্‌আমে আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন, আপনি বলুন: আমি কি আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন প্রভু— রব্ব অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইব? অথচ তিনিই সকল বস্তুর রব্ব— প্রভু! (১৬৫ আয়ৎ)। قل اغير الله ابغى ربا ? وهو رب كل شئ !

ছুরত-আল্‌মুয্‌যাম্‌মিলে আল্লাহ স্বীয় রছুল (দঃ) কে উপদেশ দিয়াছেন— আল্লাহ উদয়াচল ও অস্তাচলের রব্ব, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, অতএব আপনি কেবল তাঁহাকেই সকল বিষয়ের প্রতিভু গ্রহণ করুন, (৯ম আয়ৎ)। رب المشرق والمغرب لااله الا هو فاتخذه وكيلا —

তৃতীয়, প্রতিপালক—রক্ষক—আশ্রয়দাতা ও সন্তাপহারী অর্থে,

ছুরত-ইউনুছে আল্লাহ রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন, আপনি বলুন: আকাশ ও পৃথিবীর সুবিস্তীর্ণ জীবনোৎস হইতে তোমাদিগকে কে— খাদ্যসম্ভার যোগাইয়া থাকে? তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি— কাহার অধিকারে রহিয়াছে? কে অচেতন হইতে চেতনকে উদ্ভূত করেন? কে সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণকারী? তাহারা সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিবে— আল্লাহ! আপনি বলুন, তবে তোমরা কেন সাবধান হওনা? অবশ্য একমাত্র— আল্লাহই তোমাদের সত্য প্রতিপালক—রব্ব? এবং সত্যকে অমান্য করা মিথ্যাকে মান্য করার নামান্তর মাত্র! এরূপ ক্ষেত্রে তোমরা কোন্‌দিকে মুখ ঘুরাইয়া চলিয়াছ? (৩১ ও ৩২ আয়ৎ)। قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى و من يدبر الامر؟ فسيقولون الله فقل افلا تتقون ? فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون ?

ছুরত আল্‌মুমেনুনে বলা হইয়াছে,— হে রছুল (দঃ) আপনি বলুন, সপ্ত আকাশ এবং মহিমান্বিত আরশের অধিপতি— রব্ব কে? (৮৬ আয়ৎ)। قل من رب السموات السبع و رب العرش العظيم ?

ছুরত-আন্‌নজ্‌মে বলা হইয়াছে,— এবং বস্তুতঃ তিনিই উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক 'আশ্‌শে'রা (Serius) এর স্বত্বাধিকারী— রব্ব, (৫০ আয়ৎ)। وانه هو رب الشعرى

দ্বিতীয়, প্রভু অর্থে,

ছুরত-আল্‌আন্‌আমে আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন, আপনি বলুন: আমি কি আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া অপর কোন প্রভু— রব্ব অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইব? অথচ তিনিই সকল বস্তুর রব্ব— প্রভু! (১৬৫ আয়ৎ)। قل اغير الله ابغى ربا ? وهو رب كل شئ !

ছুরত-আল্‌মুয্‌যাম্‌মিলে আল্লাহ স্বীয় রছুল (দঃ) কে উপদেশ দিয়াছেন— আল্লাহ উদয়াচল ও অস্তাচলের রব্ব, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই, অতএব আপনি কেবল তাঁহাকেই সকল বিষয়ের প্রতিভু গ্রহণ করুন, (৯ম আয়ৎ)। رب المشرق والمغرب لااله الا هو فاتخذه وكيلا —

তৃতীয়, প্রতিপালক—রক্ষক—আশ্রয়দাতা ও সন্তাপহারী অর্থে,

ছুরত-ইউনুছে আল্লাহ রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন, আপনি বলুন: আকাশ ও পৃথিবীর সুবিস্তীর্ণ জীবনোৎস হইতে তোমাদিগকে কে— খাদ্যসম্ভার যোগাইয়া থাকে? তোমাদের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি— কাহার অধিকারে রহিয়াছে? কে অচেতন হইতে চেতনকে উদ্ভূত করেন? কে সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণকারী? তাহারা সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিবে— আল্লাহ! আপনি বলুন, তবে তোমরা কেন সাবধান হওনা? অবশ্য একমাত্র— আল্লাহই তোমাদের সত্য প্রতিপালক—রব্ব? এবং সত্যকে অমান্য করা মিথ্যাকে মান্য করার নামান্তর মাত্র! এরূপ ক্ষেত্রে তোমরা কোন্‌দিকে মুখ ঘুরাইয়া চলিয়াছ? (৩১ ও ৩২ আয়ৎ)। قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحى من الميت ويخرج الميت من الحى و من يدبر الامر؟ فسيقولون الله فقل افلا تتقون ? فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تصرفون ?

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিছ্‌ছালাম তাঁহার স্বদেশবাসীকে তাঁহার 'রব্বে'র যে পরিচয় দান— করিয়াছিলেন, ছুরত-আশ্‌শুআরায় তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন— সকল বিশ্বের প্রতিপালক—রব্ব ব্যতীত তোমরা যাহাদের— পূজা করিতেছ, তাহারা সকলেই আমার শত্রু! যিনি সকল বিশ্বের রব্ব তিনিই আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দেন এবং তিনিই আমাকে পানাহার করান আর আমি পীড়িত হইলে তিনিই আমাকে নিরাময় করেন, (৭৭—৮০ আয়ৎ)। فانهم عدولى الا رب العلمين الذى خلقنى فهو يهدين والذى هو يطعمنى ويسقين واذا مرضت فهو يشفين —

ছুরত-আন্‌নহলে আল্লাহ মানবসমাজকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন— যেকোন নেয়ামৎ— তোমরা উপভোগ করনা কেন, সমস্তই আল্লাহর প্রদত্ত! অনন্তর যখনই তোমরা বিপন্ন হও, তখনই ব্যস্ত হইয়া তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাক, অতঃপর বিপদমুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মধ্যে একদল তাহাদের রব্বের সহিত তাঁহার শ্যামতের বখ্‌শিশ এবং বিপদমুক্তির ব্যাপারে অন্যকে وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجئرون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون —

www.ahlehadeethbd.org

শরীক করিতে লাগিয়া যায়, (৫৩ ও ৫৪ আয়ৎ)।

চতুর্থ, স্রষ্টা নিয়ামক অর্থে,

ছুরত-আলআ'রাফে কথিত হইয়াছে, এ—বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই যে, তোমাদের রব্ব আল্লাহ! যিনি ছয়ঋতু অনুসারে আকাশ-সমূহ ও পৃথিবী—সৃজন করিয়াছেন, অতঃপর আরশে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।—তিনিই দিবসের আলোককে রজনীর অন্ধকারে আবৃত—করেন, উহাকে দ্রুতগতিতে আহ্বান করিয়া থাকেন। তাঁহারই আদেশে সূর্য্য, চন্দ্র এবং জ্যোতিষ্কমণ্ডলী কর্ম্মনিয়োজিত রহিয়াছে। অবহিত হও—সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার কেবল তাঁহারই! সমৃদ্ধ আল্লাহ—সকল বিশ্বের রব্ব! (৫৪ আয়ৎ)।

ان ربكم الله الذى خلق السموات والارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين -

পঞ্চম, স্রষ্টা সুসজ্জাকারী ও পরিপুষ্টিদাতা অর্থে,

ছুরত-আলইন্‌ফিতারে মানুষকে সম্বোধন করা হইয়াছে—হে মানব, তোমার দানশীল প্রভু—রব্ব সম্বন্ধে কে তোমাকে বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে? তিনিই সেই রব্ব, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করিয়া সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত করিয়াছেন এবং যে আকারে ইচ্ছা করিলেন সেইরূপে তোমাকে গড়িয়া তুলিলেন, (৬৮ আয়ৎ)।

يا ايها الانسان ماغرك بربك الكريم الذى خلقك فسواك فعدلك فى اى صورة ماشاء ركبك!

ছুরত-আলআলায় রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আদেশ-করা হইয়াছে আপনি আপনার সমুন্নত রব্বের—পবিত্রতা ঘোষণা করুন, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন অতঃপর সুসজ্জিত—করিয়াছেন এবং যিনি সমন্বিত করিয়াছেন অতঃপর সঠিক পথের সন্ধান দিয়াছেন, (১-৩ আয়ৎ)।

سبح اسم ربك الا على الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى -

ওয়াহীর সূচনাতেই রছুলুল্লাহ (দঃ) কে আদেশ করা হইয়াছিল—আপনার রব্বের নামে পাঠ করুন, যিনি—মানুষকে জোঁকের ন্যায় জমাটরক্ত হইতে সৃজন করিয়াছেন। পাঠ করুন, আপনার রব্ব অত্যন্ত বদান্য, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন। আলইন্‌ছান অর্থাৎ মহামানব রছুলুল্লাহ (দঃ) যাহা জানিতেন না, তাহা তাঁহাকে শিখাইয়াছেন, (আল্‌আলাক: ১—৫ আয়ৎ)।

اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق اقرأ و ربك الاكرم الذى علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم -

৬ষ্ঠ, প্রত্যাবর্ত্তন-ক্ষেত্র অর্থে,

ছুরত-হুদে বলা হইয়াছে— তিনিই তোমাদের রব্ব এবং তাঁহার দিকেই তোমরা প্রত্যাবর্ত্তিত হইবে, (৩৪ আয়ৎ)।

الى ربكم مرجعكم

ছুরত আয্‌যুমুরে কথিত হইয়াছে— অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্ত্তন তোমাদের রব্বের দিকেই ঘটিবে। (৭ আয়ৎ)।

৭ম সম্মিলনকারী অর্থে

ছুরত-ছবায় আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিতেছেন— আপনি বলুন, আমাদের রব্ব আমাদিগকে সম্মিলিত করিবেন, (২৬ আয়ৎ)।

قل يجمع بيننا ربنا

ছুরত-আলআন্‌আমে আল্লাহ বলিতেছেন মাটিতে বিচরণকারী এবং আকাশে পক্ষপুটের সাহায্যে—সঞ্চরণশীল এমন কোন প্রাণী নাই, যাহারা তোমাদের মত এক একটী জাতি নয়। আমরা আলকিতাবের (কোরআন) ভিতর কোন বিষয় সন্নিবেশিত করিতে ত্রুটী করিনাই। অতঃপর তাহাদের সকলকেই তাহাদের রব্বের নিকট একত্রিত করা হইবে, (৩৮ আয়ৎ)।

وما من دابة فى الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شئ ثم الى ربهم يحشرون -

www.ahlehadeethbd.org

Contents

৮ম, প্রভু ও ব্যবস্থাপক অর্থে,

আল্লাহ তদীয় রছুল (দঃ) কে আদেশ করিয়াছেন, আপনি বলুন, হে ঐশীগ্রন্থের ধারকগণ,—আসুন আপনাদের ও আমাদের মধ্যে যাহা সর্ব্বসম্মত, সেই নীতির উপর আমরা সকলে সমবেত হই। আমাদের সে নীতি এই যে, আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো দাসত্ব করিব না এবং আল্লাহ ছাড়া আমরা আমাদের নিজেদের মধ্য হইতে কেহ কাহাকেও 'রব্ব' রূপে গ্রহণ করিব না। (আলে ইমরান : ৩১ আয়ৎ)।

يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نتخذ بعضنا بعضا ارباباً من دون الله –

ছুরত-আলআ'রাফে আল্লাহ মুছ্‌লিম জাতিকে আদেশ করিয়াছেন তোমাদের 'রব্বে'র নিকট হইতে তোমাদের—প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে,—তোমরা শুধু সেই বিধানের অনুসরণ করিতে থাকে এবং উহা ব্যতীত আত্মীয়গণের অনুসরণ করিও না. (৩য় আয়ৎ)।

اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه اولياء –

ছুরত আলেইম্‌রানে পথভ্রষ্টদের আচরণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—তাহারা আল্লাহর পরিবর্ত্তে—তাহাদের বিদ্বান ও দরবেশদিগকে রব্ব ধরিয়া—লইয়াছে, (৩১ আয়ৎ)।

اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله –

নবম, আদেশ কর্ত্তা অর্থে,

ইউছুফ আলায়হিছ্‌ছালাম তাঁহার কারাগারের বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন——কারাসহচরগণ, বলদেখি বহু বিভিন্ন 'রব্ব' উত্তম, না একক প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ? তাঁহাকে পরিহার—করিয়া তোমরা তোমাদের পিতৃপিতামহগণের পরিকল্পিত কতক গুলি নামের পূজা—করিতেছ কেন?—অথচ সে সকল পরিকল্পনার বিশুদ্ধতার কোন প্রমাণ আল্লাহ অবতীর্ণ করেন নাই। আল্লাহ ছাড়াও কেহ আদেশকর্ত্তা আছে কি? তোমাদের প্রতি তাঁহার নির্দ্দেশ এই যে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়া কাহারো আনুগত্য স্বীকাব করিবে না। ইহাই সুদৃঢ় বিধান কিন্তু অধিকাংশ লোক তাহা অবগত নয়, (ইউছুফ : ৩৯ ও ৪০ আয়ৎ)।

يا صاحبى السجن ءارباب متفرقون خيرام الله الواحد القهار ؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم و ابآءكم ما انزل الله بها من سلطان ! ان الحكم الا لله ؟ امر ان لا تعبدوا الا اياه ! ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لايعلمون –

দশম, আনুগত্যের অধিকারী অর্থে,

ছুরত-আলেইমরানে বলা হইয়াছে—বলুন,—প্রত্যুত আল্লাহই—আমার এবং তোমাদের রব্ব, অতএব শুধু তাঁহারই দাসত্ব কর, ইহাই সরল ও সঠিক পথ (৫১ আয়ৎ)।

ان الله ربى و ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم –

'রব্বের' যে সকল তাৎপর্য্য কোরআনের—প্রয়োগ হইতে উদ্ধৃত করা হইল, তাহার সারাংশ এই যে, আল্লাহকে 'রব্বুল আলামিন' মান্য করার অর্থ তাঁহাকে সমুদয় বিশ্বের সকল বস্তুর একচ্ছত্র স্বত্বাধিকারী, প্রভু, প্রতিপালক, রক্ষাকর্ত্তা, আশ্রয়দাতা, সন্তাপহারী, স্রষ্টা, নিয়ামক, সুসজ্জাকারী, পরিপুষ্টিদাতা, প্রত্যাবর্ত্তন কেন্দ্র, সম্মিলনকারী, ব্যবস্থাদাতা, আদেশকর্ত্তা এবং অনুগত্যের অধিকারী—বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া। এই স্বীকৃতিকে যে ব্যক্তি কথায় এবং কার্য্যে প্রমাণিত করিতে পারে নাই, সে আল্লাহকে মোটামুটিভাবে মানিয়া লইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহাকে 'রব্ব' বলিয়া গ্রহণ করে নাই। আল্লাহর রবুবীয়তের স্বীকৃতি দ্বারা শির্ক—অংশীবাদের [Polytheism] বিভিন্ন রূপী প্রকরণকে নিরুদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং তওহীদে-রবুবীয়ৎ ব্যতিরেকে আল্লাহর উলুহীয়তের তওহীদ মানসলোকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর নয়।

www.ahlehadeethbd.org

মানবীয় জীবনপদ্ধতীতে শির্কের আবির্ভাব।

বিস্তারিত আলোচনার সাহায্যে প্রমাণিত হইয়াছে যে, "তওহিদে-উলুহীয়ৎ"—আল্লাহর একত্ব পৃথিবীর আদি ও প্রাচীনতম মতবাদ। ইহা মানব হৃদয়ের শাশ্বত ও স্বভাবসিদ্ধ স্বীকৃতি। সৃষ্টির সূচনা হইতেই মানুষ এই চিন্তবৃত্তির অধিকারী হইয়াছে কিন্তু শির্কের মতবাদ (Polytheism) ও কম পুরাতন নয়। পিতৃপুরুষ পূজা (Manism) এবং পিশাচবাদের—(Demonism) আকারে হযরত নুহ আলাইহিছ্‌ছালামের উম্মতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শির্কের সন্ধান পাওয়া যায়।

বিবর্ত্তনবাদী ঐতিহাসিকের দল তাঁহাদের পরিকল্পনার পরিপন্থী বলিয়া বাইবেল ও কোরআন কর্ত্তৃক বর্ণিত হযরত নূহের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু ভূমধ্যউপত্যকার—(Mediterranean Valley) মহাপ্লাবনের কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা অনুমান করেন যে, ন্যূনাধিক ১৫হাজার বৎসর পূর্ব্বে (Neolithic age) এই প্রলয়কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল এবং ইহার ফলেই ভূমধ্যউপত্যকা ভূমধ্যসাগরে পরিণত হইয়াছিল। *

হযরত নূহ তাঁহার উম্মতের নিকট নিজেকে রব্বুল আলামিন - ولكنى رسول من رب العالمين কর্ত্তৃক প্রেরিত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমাদের কাছে আমার রব্বের পয়গাম— ابلغكم رسالات ربى وانصح لكم واعلم من الله مالا تعلمون — পৌছাইয়া দিতেছি মাত্র এবং আমি তোমাদের মঙ্গলকামনা করি এবং যাহা তোমরা অবগত নও, তাহা আল্লাহর নিকট হইতে আমি অবগত হইয়াছি, (আলআ'রাফ : ৬১ ও ৬২)।

উভয় আয়তের সাহায্যে প্রমাণিতহয় যে,—রিছালৎ (পয়গম্বরী) এবং উহার বাণী (পয়গাম) আল্লাহর রবুবীয়তের নিদর্শন।

* H. G. Wells' Outline of History p. p. 254.

নূহের (দঃ) উম্মৎ আল্লাহর উলুহীয়ৎকে যে স্বীকার করিতনা, তাহা নয়, কিন্তু প্রতিপালন ও প্রভুত্বের শক্তিকে শুধু আল্লাহর জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিতে তাহারা সম্মত ছিলনা। নূহের দাবীর উত্তরে তাহাদের নেতারা জনমণ্ডলীকে সতর্ক করিয়াছিলেন যে, সাবধান, তোমরা তোমাদের অন্যান্য— উপাস্যদিগকে পরিত্যাগ করিওনা: তোমরা ওয়াদ, ছুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নছ্‌রকে ছাড়িওনা, (নূহ : ২৩)। وقالوا لاتذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا —

হাফেয ইবনেআছাকির ছনদ সহকারে ইবনে-আব্বাছের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে ওয়াদ, ছুওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নছ্‌র হযরত আদমের সন্তান ছিলেন এবং ওয়াদ্দের অপর নাম শিছ। ইমাম বুখারী ইবনেআব্বাছের উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, উহারা নূহ আলাইহিছ্‌ছালামের স্বজাতীয় সাধুপুরুষ ছিলেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের নামে দরগাহ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং কালক্রমে তাঁহাদের পূজা আরম্ভ হইয়া যায়।—ইমাম ইবনেজরির বলেন, তাঁহারা আদম ও নূহের অন্তর্বর্ত্তী যুগের সাধুপুরুষ ছিলেন, জীবদ্দশায়—লোকেরা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া চলিত, তাঁহাদের মৃত্যু ঘটিলে ভক্তেরদল তাঁহাদের চিত্র অঙ্কিত করে এবং পরে তাহাদের চিত্রের পূজা করিতে—থাকে। ইবনোআবিহাতিম বলেন, বাবিলোনিয়ার জনৈক মুছলমান ব্যক্তি তাঁহার স্বজাতির অতিশয় প্রিয়পাত্র ও শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সমাধিতে লোকেরা ধর্ণাদিতে শুরু করে এবং বিলাপ করিতে থাকে, পরে তাঁহার চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাদের সভা সমিতিতে উক্ত নেতার স্মৃতি স্বরূপ টাঙ্গায়। কিছুকাল পর তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহাদের বংশধররা উহার পূজা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই ভাবে সর্ব্বপ্রথম—ওয়াদ্দের পূজা পৃথিবীতে আরম্ভ হয়। তাঁহার নিকট লোকেরা বৃষ্টিপ্রার্থনা করিত। *

* ইব্‌নে কছির (৯) ৭ ও ৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মোটকথা পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম মানুষেরা যাহাদের পূজা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারা তাহাদের মতই মানুষ ছিল এবং তাহাদিগকে তাহারা আল্লাহরূপে পূজা করিতনা, আল্লাহর রবুবীয়তে অল্পবিস্তর তাহাদেরও ভাগ আছে এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই—তাহারা তাহাদের পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী যুগে 'ওয়াদ' প্রেমের দেবতা রূপে পুজিত হইত; তাহার প্রতিপক্ষ শত্রুতার দেবী ছিল 'নকরাহ'। কেহ কেহ মনে করেন ওয়াদ শব্দ 'উ' হইতে ব্যুৎপন্ন, বাবেলিয়দের ভাষায় উহা সূর্য্যের নাম। 'ইয়াউক' এর অর্থ বিপত্তারণ। ইয়াগুছ চলতি মুছলমানদের 'গওছ'—যিনি ফরইয়াদ শ্রবন করেন। 'নছরে'র আভিধানিক অর্থ শকুন। শকুনের আকারে আকাশে যে তারকা পুঞ্জ আছে আরাবী ভাষায় উহাকেও নছর বলা হয়। বাবেলিদের অন্যতম দেবতার নাম—নছরুক ছিল। *

হযরত নূহের পর কোরআনে আদ জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কোরআনের সাক্ষ্য এই যে, তাহারা তাহাদের "রব্বে"র আদেশ মান্য করিতে অস্বীকৃত এবং তাঁহার রছুলগণের অবাধ্য হইয়াছিল এবং যাহারা প্রত্যেক স্বৈরাচারী সত্যদ্রোহীর আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিল, (হুদ : ৫৯)।

وتلك عاد جحدوا بايات
ربهم و عصوا رسله واتبعوا
امر كل جبار عنيد —

এই আয়তের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে; আদগণ আল্লাহকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে নাই, অধিকন্তু তাঁহার প্রভুত্বে তাহারা দেশের শক্তিশালী ব্যক্তিদিগকে শরীক করিয়াছিল এবং তাহাদিগকেই আদেশকর্ত্তা রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। হযরত হুদ তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন—তোমরা তোমাদের রব্বের নিকট অনুগ্রহ যাচ্ঞা কর এবং ক্ষমাপ্রার্থী হও, তিনিই তোমাদের জন্য আকাশ হইতে বৃষ্টিবর্ষণ করিবেন এবং তোমাদিগকে অধিকতর শক্তিশালী—করিবেন, তোমরা আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করিয়া অপরাধী হইওনা (৫২ আয়ৎ)।

استغفروا ربكم ثم توبوا
اليه يرسل السماء عليكم
مدرارا و يزدكم قوة
الى قوتكم ولا تتولوا
مجرمين —

উপরিউক্ত আয়তের সাহায্যে ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বৃষ্টিবর্ষণ ও শক্তি অর্জ্জনের জন্য আদগণ তাহাদের দেবতাদিগকে আহ্বান করিত, অথচ এই দুই কার্য আল্লাহর রবুবীয়তের নিদর্শন। হয্‌রত হুদের কথায় আদগণ কর্ণপাত করে নাই, তাহারা তাহাদের অপরাপর রব্ব দিগকে পরিহার করিতে সম্মত হয় নাই। অবশেষে হয্‌রত হুদ তাহাদিগকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—আমি আল্লাহর উপর যিনি আমার একমাত্র 'রব্ব' এবং যিনি—তোমাদেরও প্রকৃত 'রব্ব', তাঁহার উপর নির্ভর করিলাম। ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কেহই নাই যে, তাঁহার ক্রীতদাস নয়, প্রত্যুত আমার রব্ব সরল ও সঠিক পথের অধিকারী,—(৫৬ আয়ৎ)।

انى توكلت على الله
ربى و ربكم' ما من
دابة الا هو اخذ
بناصيتها' ان ربى على
صراط مستقيم —

ইব্‌রাহীম খলিলুল্লাহর (দঃ) উম্মৎ।

বাবিলন (Babylon) ও নিনেভার (Nineveh) ও পূর্ব্বে দজ্‌লা ও ফুরাতের শস্যশ্যামলা উপকূলভূমিতে যেসকল নগর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল উর (Ur) নগর তন্মধ্যে অন্যতম। সেমেটীক নবী ও রছুলগণের জনক ইব্‌রাহীম খলিলুল্লাহ (দঃ) এই উর শহরের প্রধান পুরোহিতের গৃহে যীশু খৃষ্টের আনুমানিক আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শহর বর্ত্তমানে তিল্লুলআবিদ নামে প্রসিদ্ধ। উর ছাড়া এই ভূখণ্ডে লারসা, নিপুর ও হুরুক নামে আরও কতিপয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগরের পাশাপাশি অবস্থানের সন্ধান কালেদীয়ার (Chaladaea) ইতিহাসে পাওয়া যায়। হয্‌রত ইব্‌রাহীমের সময়ে এবং তাঁহার পরেও বহুকাল পর্য্যন্ত কালেদীয়ানরা সকলেই প্রকৃতি-

* আবুযুল কোরআন (২) ২৩৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

রূপের উপাসক ছিল। খলিলুল্লাহর জন্মনগরী এবং সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র উর শহরে চন্দ্রমান দেবতার পূজা করা হইত। তিল্লুলআবিদের স্তুপ খনন করিয়া যে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করা হইয়াছে, প্রত্নতাত্তিকরা তাহাকে নান্নার বা চন্দ্রমা দেবতার মন্দির বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাবিলনের ধ্বংসস্তুপ হইতে যেসকল শিলালিপি উদ্ধৃত ও পঠিত হইয়াছে, সেগুলির সাহায্যে কালেদিয়নদের ঠাকুর-দেবতাদের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ ঘটীয়াছে। তাহাদের বিভিন্ন নগর নগরীতে যেসকল প্রকৃতি-রূপের পূজাকরা হইত, Layard এর গ্রন্থ হইতে সে-গুলির একটী ছোট তালিকা নিম্নে সঙ্কলিত করিয়া দিতেছি :

১। উর ও আক্কাদ নগরদ্বয়ে চন্দ্রদেবতা সিন বা চন্দ্রমান, চন্দ্রের কাল্পনিক প্রতীক।

২। লারসা ও সপ্পুরে সূর্য্যদেবতা শমাশ-শিম্‌শ বা সূর্যের প্রতীক।

৩। ইরিদূতে জলদেবতা ঈ বা আয়া অর্থাৎ বরুণ—নেপচুন গ্রহের প্রতীক।

৪। উরুখে অন্ধকার, আকাশ ও তারকারাজির দেবতা অনু।

৫। এই শহরে এবং আক্কাদ, নিনেভা ও আরবলে প্রেম ও সৌন্দর্য্যের দেবী রূপে শুক্র গ্রহের—[Venus] প্রতীক ইশতার।

৬। নিপুর [Nipur] শহরে মাটির দেবতা—অনলীল।

৭। ইছনে শক্তিদেবী বেলিত।

৮ কুথায় [Cutha] যুদ্ধ ও বিক্রমের দেবতা-রূপে মঙ্গলগ্রহের [Mars] প্রতীক নরগাল——কার্তিকেয়।

৯। বাবিলনে আলোকের দেবতা রূপে বৃহস্পতি গ্রহের [Jupiter] প্রতীক মরুদুক।

১০। হারাসপ শহরে বিদ্যার দেবতা রূপে—বুধ গ্রহের [Mercury] প্রতীক নিবু। *

* উল্লেখের জন্য দেখ— Smith Clare's History of—the World I F. p. 105 to 139. Layard's Nineveh & its Remains and Dicoveris in the Remains of Nineveh & Bpbylonia etc.

এতদ্ব্যতীত সাম্রাজ্যের সর্ব্বভৌম প্রভু রূপে—সম্রাট নমরুদ [Nimrod] পূজিত হইত। নমরুদ—বিশ্ব চরাচরের স্রষ্টা ও পরমপ্রভু হইবার দাবী কোন দিন করেনাই। কালেদীয়, আসুরীয় ও বাবিলোনীয়রা দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত তাহাকে বিলু নিপরু [Bilu Nipru] বা বাআল নিমরোদ অর্থাৎ প্রবল—পরাক্রান্ত শিকারীদেবতা রূপে পূজা করিত বলিয়া ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। রাজত্বের প্রথমাবস্থায় নমরুদ দেশের হিংস্র প্রাণীগুলিকে ধ্বংস—করিয়া প্রজাবৃন্দের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিল এবং তাহারাই তাহাকে এই উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল।

হযরত ইবরাহীম (দঃ) তাঁহার দেশবাসী, রাজ্যাধিপতি ও আত্মীয়স্বজনগণের বিরুদ্ধে এ জন্য উত্থান করেননাই যে তাহারা 'এল' বা আল্লাহকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিত। স্বয়ং বাবিলন—শব্দটী প্রকৃত-প্রস্তাবে বাব 'এল' এর অপভ্রংশ মাত্র। এল এলোহিম ও আল্লাহর ধাতুরূপ নাহইলেও সমঅর্থবোধক। কালেদীয় পুরাণে বেল বা—বাআল ও অসুকে এল এর পুত্র বলা হইয়াছে। বেল এর অর্থ অধিপতি, শক্তিধর ও প্রতিপালক। আরাবী সাহিত্যে স্বামী [Husband] কে বাআল বলাহয়। নমরুদকে বিলু বা বাআল নমরুদ বলাহইত, কারণ তাহার প্রজারা এক আল্লাহর পরিবর্ত্তে তাহাকে সার্ব্বভৌম অধিপতি ও প্রতিপালক রব্ব স্বীকার—করিয়া লইয়াছিল। তাহারা সূর্য্য চন্দ্র ও গ্রহ নক্ষত্র এবং রবুবীয়তের অন্যান্য নিদর্শনগুলিকেও সাক্ষাৎ ভাবে রব্ব ধরিয়ালইয়া উহাদের কল্পরূপের পূজায় রত হইয়াছিল। তাই আল্লাহর রবুবীয়তের পুনঃ—প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (দঃ) কালেদীয়ানগণের নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন।

প্রকৃতির যতগুলি কল্প-রূপকে কালেদীয়রা 'রব্ব' রূপে বরণ করিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকটীর নশ্বরতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইব্রাহীম (দঃ) তাহাদের রবুবীয়তকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। দিবার অবসানে গোধুলীর সন্ধ্যাতারা তাঁর দৃষ্টিপথে পতিত

فلما جن عليه الليل
راى كوكبا قال هذا ربى'

www.ahlehadeethbd.org

Contents

الم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ربه ان اتاه الملك اذ قال ابراهيم ربى الذى يحيى و يميت، قال انا احى واميت - قال ابراهيم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذى كفر -

করিতেছেন, আপনি কি ঐ লোকটীর আচরণ লক্ষ্য করিয়াছেন, যাহাকে আল্লাহ রাজশক্তির অধিকারী—করায় সে ইবরাহীমের (দঃ) সঙ্গে তাঁহার—রব্ব সম্পর্কে বিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিল — ইবরাহীম যখন বলিলেন যে আমার—রব্বের হস্তেই মানুষের জীবন ও মৃত্যুর অধিকার রহিয়াছে তখন সে বলিয়া উঠিল আমিই মানুষের জীবন ও মরণের মালিক! ইবরাহীম বলিলেন, আচ্ছা! যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আল্লাহ সূর্য্যকে পূর্ব্বদিক হইতে উদিত করিয়া থাকেন, আপনি উহাকে অস্তাচল—হইতে উদিত করুন দেখি? হযরত ইবরাহীমের এই উত্তরে উক্ত কাফের হতভম্ব হইয়া গেল,—(আল্ বাকারাহ : ২৫৮)।

এই আয়তে কয়েকটী বিষয় লক্ষ করবার আছে। প্রথমতঃ নমরূদ সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বর ও প্রভু হইবার দাবী না করিলেও তাহার সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র একাধিপত্য (Paramountcy) এবং চরম প্রভুত্বের (Supreme authority) দাবীদার ছিল, সে নিজেকে তাহার প্রজাবৃন্দের অন্নদাতা ও দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিত, তাই সে আল্লাহর একক একাধিপত্ব এবং তাঁহার চরম প্রভুত্ব অর্থাৎ রবুবীয়তকে মানিয়া লইতে পারিতেছিলনা। একজন স্বৈরাচারী শাসকরূপে—তাহার রবুবীয়তের অধিকারী হওয়ার প্রমাণস্বরূপ সে দাবী করিতেছিল যে, যাহাকে ইচ্ছা সে হত্যা করিতে পারে এবং যাহাকে খুশী সে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করিতে পারে। কিন্তু ইবরাহীম [দঃ] তাহার চোখে আঙ্গুলদিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, শুধু স্বৈরাচারের দম্ভে নমরূদের রবুবীয়তের দাবী টিকিতে পারে না, হত্যা করার বা নাকরার শক্তি

فلما افل قال لا احب الافلين - فلما راى القمر بازغا قال هذا ربى ! فلما افل قال لئن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالمين - فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا اكبر! فلما افلت قال يا قوم انى برئ مما تشركون، انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما انا من المشركين -

হওয়ায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, এই নক্ষত্রটী আমার রব্ব! কিন্তু যখন উহা অস্তমিত হইল, তখন তিনি বলিলেন যাহা অস্তশীল তাহাকে রব্ব রূপে গ্রহণকরা আমি পছন্দ করিনা। অতঃপর যখন উজ্জল চন্দ্র দর্শন করিলেন. তখন বলিয়া উঠিলেন—ইহাই আমার রব্ব। কিন্তু চন্দ্রও যখন—অস্তমিত হইল তখন ইব্রাহীম বলিলেন আমার রব্ব যদি আমাকে সঠিক পথের সন্ধান না দেন. আমি নিশ্চয় পথভ্রষ্ট দলের অন্তর্ভূক্ত হইয়া পড়িব। অতঃপর যখন তিনি জলন্ত সূর্য্য প্রত্যক্ষ করিলেন, তখন বলিয়া উঠিলেন, ইহাই আমার রব্ব, ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ! কিন্তু যখন সূর্য্যও—অস্তগত হইল, তখন ইবরাহীম বলিয়া উঠিলেন, হে আমার স্বজাতীয়গণ, আল্লাহর রবুবীয়তে তোমরা যাহাদিগকে অংশীদার ঠাওরাইয়াছ. আমি তাহাদের সঙ্গে আমরা নিঃসম্পর্কতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমি সকল দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া যিনি আকাশ ও পৃথিবীর নিয়ামক, তাঁহার দিকে মুখ—করিতেছি, আমি বহু ঈশ্বরবাদীগণের দলভুক্ত নই, [আল্ আন্আম : ৭৭—৮০]।

নমরূদের সঙ্গে তাহার রবুবীয়ত সম্বন্ধেই হযরত ইবরাহীমের [দঃ] বিতর্ক হইয়াছিল!—নমরূদ তাহার রাজশক্তির অহংকারে দাবীকরিয়া বসিয়াছিল সে তাহার সম্রাজ্যের রব্ব, তাহার প্রজাপুঞ্জের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা! কোর্আন কর্ত্তৃক প্রদত্ত এই বিতর্কের বিবরণ অতিশয় হৃদয়গ্রাহী! আল্লাহ তদীয় রছুল মোহাম্মদ মুছতফা [দঃ] কে অবহিত

www.ahlehadeethbd.org

লাভ করিলেই রব্ব হওয়া যায়না। তিনি বলিয়াছিলেন, যিনি সকলবিশ্বের অধিপতি, যাঁহার আদেশ ইঙ্গিতে— قال : بل ربكم رب السموات والارض الذى فطرهن — আকাশ ও পৃথিবীর সকল বিষয় নিয়ন্ত্রিত হয়, তিনিই আকাশসমূহের এবং পৃথিবীর রব্ব এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে তিনিই তোমাদের রব্ব!—(আলআম্বিয়া : ৫৬)। সূর্য্যকে অস্তাচল হইতে উদিত করার জন্য নমরুদকে আহ্বান করার মধ্যে হযরত ইবরাহীমের দুইটী উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমতঃ সূর্য্যের নিয়ন্ত্রণ ও গতিবিধি সম্পর্কে নমরুদের অক্ষমতা প্রমাণিত করিয়া তাহার সার্ব্বভৌমত্বের দাবীকে মিছ্‌মার করা। দ্বিতীয়তঃ যেসূর্য্য কালেডিয়া—সাম্রাজ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা রূপে পূজিত হইত এবং স্বয়ং নমরুদও যাহার উপাসনা করিত তাহার রবুবীয়তের অসারতা প্রতিপন্ন করা। কারণ যে স্বয়ং ইলাহীবিধান লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নয়, তাহার একাধিপত্য ও প্রভুত্ব কোন্ যুক্তিবলে স্বীকার—করা যাইতে পারে? যাঁহার প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণাধিকার ভূলোক, দ্যুলোক এবং চেতন অচেতন——সকলেই স্বীকার করিয়া চলিতেছে একমাত্র সেই—রব্বুলআলামিনের সার্ব্বভৌমত্ব ও একাধিপত্য মান্য করিয়াচলা সকলেরপক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। ফলকথা এই বিতর্কে পরাজিত হইয়া নমরুদ অপ্রস্তুত ও—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল এবং হযরত ইবরাহীম তাহার এবং তাহার উপাস্য দেবতা সূর্য্যের রবুবীয়তের অসারতা এবং একমাত্র আল্লাহর রবুবীয়ৎ প্রমাণিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মিছা মিছি বিতর্ক বাড়াইয়া চলা রছুলগণের পন্থা নয়,—বক্তব্যবিষয়কে শ্রোতার হৃদয়ঙ্গম করানই হইতেছে তাঁহাদের পরিগৃহীত প্রচার-পদ্ধতী। এই পদ্ধতীকে কোর আনে 'হিকমৎ' বলা হইয়াছে। তাই নমরুদ যখন প্রজাবৃন্দের জীবন মরণের অধিকারী হইবার জন্য আল্লাহকে রব্ব স্বীকার করিতে আপত্তি তুলিয়াছিল, তখন ইবরাহীম (দঃ) আল্লাহর রবুবীয়তের এমন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, যাহার উত্তরে নমরুদের নিস্তব্ধ হওয়া ছাড়া গতি ছিলনা। নমরুদ যে ভাবে তাহার স্বৈরাচার ও প্রজাসাধারণের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তৃত্বের দম্ভ করিয়াছিল, ইবরাহীম (দঃ) অবশ্যই তাহার সমুচিত উত্তর দিতে পারিতেন কিন্তু তাহাতে বিতর্কের স্রোত রুদ্ধ হইত না এবং হযরত ইবরাহীম যাহা সাব্যস্ত করিতে চাহিতেছিলেন, সে প্রসঙ্গ চাপা পড়িয়াযাইত।

হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার পিতা ও তাঁহার—জাতিকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তোমরা কিসের দাসত্ব করিতেছ? আল্লাহকে ছাড়িয়া তোমরা কি মনগ ড়াঠাকুরদের পূজা করিতে চাও? তাহা হইলে সকল বিশ্বের অধিপতি রব্বুল-আলামিন যিনি, তাঁহার সম্বন্ধে—তোমাদের ধারণা কি? (আছ্‌ছাফ্‌ফাৎ : ৮৫ ও ৮৬)। اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون ؟ ائفكا آلهة دون الله تريدون ؟ فما ظنكم برب العالمين ؟

হযরত ইবরাহীমের উপরিউক্ত প্রশ্নগুলির তাৎপর্য্য কি? যাহারা মানুষের কোনই লাভ বা ক্ষতি সাধন করিতে পারে না, এবং বিপুলবিশ্বের প্রভুত্ব পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণে যাহাদের কিছুমাত্র অধিকার নাই, মানুষের পক্ষে তাহাদের দাসত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করা চরম নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। সকল বিশ্বের প্রতিপালক—রব্বুল আলামিনকে এক মাত্র প্রভু, প্রতিপালক, রক্ষাকারী এবং আদেশকর্ত্তা রূপে বরণ না করিয়া আকাশ ও পৃথিবীর অন্য কোন শক্তিকে প্রভুত্ব ও প্রতিপালন, সংরক্ষণ ও অনুজ্ঞা পালনের স্বতন্ত্র বা আল্লাহর সহিত সংযুক্ত ভাবে অধিকারী মনে করা আত্মপ্রবঞ্চনা ও মিথ্যার ছলনা ছাড়া কিছুই নয়। এই অপরাধে অপরাধী যাহারা—আল্লাহকে সকল বিশ্বের অধিপতি রূপে তাহাদের মান্য করার দাবী মিথ্যা ও অলীক। বাবিলনীয়রা এল বা আল্লাহকে মান্য করার দাবী করিত, বাবল শহরের নাম ছিল—বাব এল অর্থাৎ আল্লাহর নগরী, কিন্তু মিথ্যা ও অলীক প্রভুত্বকে স্বীকার করার—দরুণ তাহাদের সে দাবী গ্রাহ্য হয় নাই।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ফির্‌আওন এবং মিছরের ধর্ম্মীয় মতবাদ।

হযরত ইবরাহীম তাঁহার স্বদেশবাসী এবং রাষ্ট্রনায়কদের বিরুদ্ধাচরণ করায় প্রথমতঃ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন এবং পরিশেষে তাঁহার জন্মভূমি কালেদীয়া হইতে হিজরত করিয়া মরু সাগরের [Dead Sea] পশ্চিম উপকূলস্থ কানান প্রদেশে আগমন করেন। কানানভূমি জর্দন নদীর সাহায্যে সরস এবং তৃণাচ্ছাদিত থাকিত। একই অঞ্চলকেই হযরত ইবরাহীম (দঃ) আল্লাহর নির্দ্দেশক্রমে—তাঁহার স্থায়ী আবাসভূমি রূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র ইছ্‌মাঈল (দঃ) হিজায প্রদেশে বসবাস করিতে থাকেন কিন্তু হযরত ইছহাক কান্‌আনেই থাকিয়া যান। ইছহাক নবী এবং তাঁহার পুত্র হযরত ইয়াকুব যাঁহার অপর নাম ইছরাঈল ছিল, তাঁহারা সকলেই কানানের তৃণাচ্ছাদিত ভূমিতে পশুপাল চরাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই সময়ে কানানের অদূরে মিছর রাজ্য সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রধানতম কেন্দ্রে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিল। যীশুখৃষ্টের আনুমানিক ২ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিছর সম্রাট রেমেসিসের—[Rameses] সময়ে হযরত ইছরাঈলের পুত্র ইউছুফ আলাইহিছ্‌ছালাম এক বিচিত্র উপায়ে মিছরে প্রবেশ করেন এবং বিশ্বস্ততা, জ্ঞানগরিমা ও সুদৃঢ় নৈতিক বলের ফলে মিছরের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে সমর্থ হন। পরে কানান হইতে তিনি পিতা ইছরাঈল ও ভ্রাতাদিগকেও মিছরে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। হযরত ইউছুফ এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রচেষ্টায় মিছরের বহু অধিবাসী তওহীদের ধর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ৫ শত বৎসরের ভিতর একত্ববাদীরগণের সংখ্যা ২০ লক্ষ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, রাজধানীর মোট জন সংখ্যার পঞ্চমাংশ ইছরাঈলের বংশধর এবং তাঁহাদের অনুসরণকারীগণ ছিলেন। তাঁহাদের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যা ও প্রতাপ দর্শনকরিয়া রেমেসিসের উত্তরাধিকারীগণ তাঁহাদের নিধনকল্পে দৃঢ়সংকল্প হন। দীর্ঘকাল যাবৎ রাজত্ব ও প্রাধান্যের সুখ সম্ভোগ করিতে করিতে—ইছরাঈলীরাও ভোগবিলাস ও দুর্নীতির বহুবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাহার ফলে অবশেষে তাঁহারা মিছরীয়গণের দাসে পরিণত হন। বনিইছরাঈল এবং একত্ববাদীগণের উদ্ধারসাধনকল্পে মিছরে হযরত মুছার আবির্ভাব ঘটে। তৃতীয় রেমেসিসের পর যে সম্রাট মিছরের সিংহাসনে উপবেশন করে, তাহার নাম ছিল মেনেপ্ত [Menepta], অনেক ঐতিহাসিক তাহাকে মুছা আলায়হিছ্‌ছালামের ফির্‌আওন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

মিছরের ফির্‌আওন বা রেমেসিসগণ যে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং নিখিল বিশ্বের প্রভু হইবার দাবী করিয়াছিল, তাহা নয়। রাজশক্তির উন্মত্ততায় মিছরবাসী এবং বনিইছ্‌রাইলদিগের উপর তাহারা স্বীয় সার্ব্বভৌমত্ব এবং চরম একাধিপত্যের (Supreme lordship) দাবী রাখিত। কোরআনের সাক্ষ্য এই যে, ফির্‌আওন তাহার প্রজাবৃন্দকে সমবেত করিয়া বলিয়াছিল যে, আমিই তোমাদের সর্ব্বপ্রধান প্রভু—রব্ব। মুছা (দঃ) তাহাকে বলিয়াছিলেন, আপনি কি শুদ্ধিলাভ করিতে চান? যাহাতে আপনি নৃশংসতা ও স্বৈরাচার পরিহার করিয়া অন্তরকে দয়ার্দ্র ও কোমল করিতে পারেন, তজ্জন্য আমি আপনাকে আপনার রব্বের পথের সন্ধান দিতেছি, (আন্‌নাযেআৎ : ১৮—২৪)।

فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى —

هل لك الى ان تزكى وا هديك الى ربك فتخشى —

উল্লিখিত আয়তগুলির সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, ফির্‌আউন তাহার রাজত্ব, প্রতাপ ও শক্তির গর্ব্বে কোন উর্দ্ধতন প্রভুত্বের অধীনতা স্বীকার করিতে রাযী ছিলনা, কোন ঐশী বিধান অনুসরণ করিয়া নিজের স্বৈরাচারকে সীমাবদ্ধ করিতে বিশেষতঃ বিজিতগণের স্বজাতীয় জনৈকব্যক্তির নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে সে আদৌ প্রস্তুত ছিলনা, তাহার আত্মম্ভরিতা হযরত মুছার দা'ওয়াতে বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল এবং সে প্রজাসাধারণকে একত্রিত করিয়া

www.ahlehadeethbd.org

তাহার সার্ব্বভৌমত্ব ঘোষণা করিয়াছিল। স্বয়ং বিশ্বপতি "রব্বুলআলামিন" হইবার দাবী করেনাই, তাহার প্রজাদের 'রব্ব' হইবার দাবী প্রচার করিয়াছিল।

সংশোধন ঃ ৫১৬ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ লাইনের কোরআনি আয়তে الظالمين এর পরিবর্ত্তে الضالين পাঠ করুন।

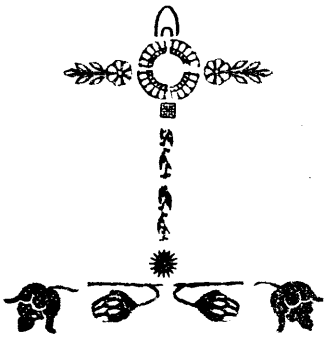

সাগর-সঙ্গমে

—মোঃ রুস্তম আলী খাঁ এম, এ।

[সূচনা ঃ— ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ব্বের এক শান্ত গোধূলিতে চট্টগ্রামের কোন এক শৈল শিখরে দাঁড়াইয়া দৃশ্যোভোগ কালে যে কথা আমার তরুণ মনকে আন্দোলিত করিয়াছিল অপরিণত বয়সের এই কাব্য প্রচেষ্টার মধ্যে তাহারই এক প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বর্ত্তমান রহিয়াছে। দূরে সম্মুখে বঙ্গোপসাগর; নিম্নে নীল অরণ্যানী পরিবেষ্টিত গিরিশ্রেণীর পাদমূল বাহিয়া কর্ণফুলীর চঞ্চল জলধারা অচঞ্চল বারিধির বুকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বামে দিক্‌চক্ররেখার সুদূর প্রান্তে বৌদ্ধ মুল্‌ক্ বার্ম্মার অস্পষ্ট আভাস! নদী, সমুদ্র ও সমুদ্র-সম্মিলন দ্রুত পর্য্যায়ে আমার মানস্-তটে তরঙ্গাভিঘাত করিয়া গেল—অটল রহস্যমণ্ডিত মহাসিন্ধু এবং চলমান স্রোতস্বিনীর অবিলীয়মান দেহ-রেখা এ দুইয়ের পৃথক সত্তা, সাগর-সঙ্গমের সংযোগ-ধারার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও, স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিলাম! মিলন-মহিমাকে প্রখর ও প্রচণ্ড করিয়া দেখিবার অত্যাগ্রহে নদী-দেহকে উহার মূল অবস্থান-কেন্দ্র হইতে সমুৎপাটিত করিয়া মহাসমুদ্রে নিক্ষেপ ও এক কালে বিসর্জ্জন দিবার কোনই প্রেরণা বা প্রয়োজন অনুভব করিলাম না! প্রশ্ন উঠিল, মহামিলনের চরম রসাস্বাদনের নিমিত্ত অসীমের মাঝে সসীমের আত্ম-বিলোপ (فناء) একান্তই অপরিহার্য্য কি? বৌদ্ধ দর্শন প্রচারিত 'নির্ব্বাণের' [annihilation of Soul] নির্ব্বিকারত্ব লাভের পরও যে অনন্ত শূন্যতার অবকাশ রহিয়া যায় মানব-মন তাহাতে সান্ত্বনা লাভ করিবে কি? নশ্বর জীবনের পরপারে পুণ্যাত্মার শ্রেষ্ঠ—পুরস্কার 'রু'ইয়াল্লাহ্' এর (দিব্য-দর্শনের) যে আনন্দ সংবাদ ইছ্‌লাম আনয়ন করিয়াছে তাহাতেও—আল্লাহের সত্তার মাঝে মানবাত্মার সত্তা-বিলোপনের [Merger] কোন ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয় না, বরং মানবাত্মার এক সজ্ঞান-অনুভূমিময় পৃথক সত্তার বহমান অস্তিত্বই অনুমিত হয়। নৈকট্য লাভের (قربة) চরম অবস্থায় ও পরমাত্মার ও মানবাত্মার বৈসাদৃশ্য ও স্বকীয়তা রক্ষণের ধারণা উভয় সত্তার মিলন-মাধুর্য্যের অনুভূতিকে তীব্র হইতে—তীব্রতর করিয়াই তুলে!]

www.ahlehadeethbd.org

নগরীর মুখরিত মত্ত কোলাহল
ত্যাজিয়া এসেছি এই সুন্দর সরল
বনানীর শ্যাম অঙ্গে ; বৈকালিক সুরে
সঞ্জীবিতে মুমূর্ষতা ; শ্রান্তি ফেলি দূরে,
জুড়াইতে দগ্ধচিত্ত প্রশান্তি সায়রে
উঠিয়াছি ক্ষুদ্র এক পর্ব্বত শিখরে।

ঐ দূর দূরান্তরে দিগন্ত রেখায়,
গগন বারিধি দোহে মিলিছে যেথায়,
চলে দীপ্ত দিনমণি ব্যাঘ্রপদচারে
ভূতল নন্দিনী পাশে গুপ্ত অভিসারে।
ঊর্দ্ধে রাজে মুক্তকেশা প্রশান্ত নীলিমা,
বক্ষে দোলে অসীমের নিস্তব্ধ মহিমা।

নিম্নে বহে বক্রগতি স্রোতঃস্বিনী ধীর
মধুর কল্লোল গানে। পার্শ্বে দুই তীর
যেন দুই স্মিত-হাসি সঙ্গিনীর মত
ছুড়িছে; বক্ষেতে তার পুষ্প শত শত।
রচিয়া প্রণয়-অর্ঘ্য সে কুসুমদলে
তটিনী বহিয়া চলে। প্রতি বিন্দু জলে!

উঠে সিন্ধুমিলনের উন্মত্ত কামনা
আকুল আকাঙ্খা ভরে ; হয় না হয় না
কখন সমাপ্ত তাহা, প্রণয়ের গীতি
হয়না বেসুরো কভু ; চলে নিতি নিতি
আনন্দ-মদির-মত্ত ব্যাগ্র আলিঙ্গন,
বক্ষে জাগে উভয়ের তরঙ্গ স্পন্দন!

মনে হয় জীবনের প্রান্তভাগে আসি,
সসীম সে অসীমেতে নিজত্ব বিনাশি
কখন হবে না লীন ; নদী নিরবধি,
রহিবে নদীর মত—জলধি জলধি,
উভয়েতে চিরদিন এ উহার ছাড়া,
মধ্যে বহে মিলনের চিরন্তন ধারা!

www.ahlehadeethbd.org

আমাদের সাহিত্য

(২)

আবুল কাছেম-কেশরী

সকলেই জানেন, কলিকাতার মুছলিম পরিচালিত শিশুদের মাসিক পত্রিকা "শিশু সওগাত" বংগীয় মুছলিম কিশোর-কিশোরীদের একমাত্র শিশু-পাঠ্য মাসিকী। এতে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'বে তা' তরলমতি বালক বালিকাদের উপযোগী হওয়া উচিত। আর তার শিক্ষণীয় বিষয় সত্য হওয়া উচিত। কেননা, সত্যানুসন্ধিৎসু শিশু শৈশবে-বাল্যে-কৈশোরে যা' শিখে তাকেই সত্য বলে গ্রহণ ক'রে থাকে।

উক্ত শিশু মাসিকের ৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা অর্থাৎ ১৩৫২ ছালের আশ্বিন মাসের সংখ্যায় "আদম ও হাওয়ার কথা" শীর্ষক গল্পে সৈয়দ ফজলুল করিম আমাদের বালকদের শিক্ষা দিচ্ছেন—

"এর আগেও তিনি আগুন দিয়ে ফেরেস্তা তৈরি করেছিলেন। ... "

" ...ইবলিছ কিন্তু অচল, অটল—তাঁর প্রতিজ্ঞা, ফেরেশতা হ'য়ে তিনি মাটির মানুষের কাছে মাথা নত করবেন না ..... "

আগুন দিয়ে যে আল্লাহ পাক ফেরেশতা তেরী করেছিলেন এ ধারণা কোন মুছলমানের থাকতে পারে, তা সৈয়দ ছাহেবের লেখা পড়বার আগে কোনদিন কল্পনাও করতে পারিনি মুছলমানের মূল বিশ্বাসের মধ্যে ফেরেশতার স্থান আছে আর—ফেরেশতা যে (আগুনের নয়) আলোর তৈরী, তার ছবূত কুরআনে-হাদীছে আছে।

অতঃপর লেখক, ইবলিছকে ফেরেশতা বলে উল্লেখ করে যে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন—তা উপভোগ্য। আরও মজার ব্যাপার, যে ইবলিছকে আল্লাহ্ যলীল-বিতাড়িত শয়তান এবং মানুষের-প্রকাশ্য শত্রু পদবাচ্য করেছেন, আমাদের উদার হৃদয় (?) লেখক তারপ্রতি "তাঁর, তিনি, করবেন" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগদ্বারা যথেষ্ট তা'অ'যীম সম্মান প্রকাশ করতঃ অভিনব রুচির পরিচয় দিয়েছেন! ইবলিছ আগুনের তৈরী জিনজাতীয়—ফেরেশতা নয়।

واذ قلنا للملئكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس - كان من الجن ففسق عن امر ربه -

"এবং আমি যখন ফেরেশ্তাগণকে আদেশ করলাম যে, তোমরা আদমকে ছিজদা কর; ইবলীছ ব্যতীত (সকলই) ছিজদা করলো; সে জিন জাতীয় ছিল—অতএব তাহার প্রতিপালকের আদেশ লঙ্ঘন করলো।— ছুরাই কাহাফ, ৫০ আএত।"

قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك - قال انا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين -

"(সমস্ত ফেরেশ্তা যখন হযরত আদম—(আঃ) কে ছিজদা ক'রে আল্লাহর আদেশ প্রতিপালন করলো, তখন ইবলিছ ছিজদা না করায়—আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন)—(হে ইবলিছ) যখন আমি তোমাকে আদেশ করলাম—ছিজদা দাও? তা হ'তে সে কি যা তোমাকে বারণ করলো? (সে) বল্লো—আমি তার থেকে উৎকৃষ্ট, তুমি আমাকে অগ্নি হ'তে সৃষ্টি করেছ আর তাকে মৃত্তিকা হ'তে তইয়ার করেছ। ছুরাই আ'রাফ, ১২আএত।"

قال يابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدى - استكبرت ام كنت من العالين - قال انا خير منه - خلقتنى من نار وخلقته من طين -

"বললেন—হে ইবলীছ, কিসে তোমাকে—বারিত করলো একে ছিজদা করা থেকে; যাকে আমি স্বীয় দুই হাতদ্বারা তৈরী করেছি। তুমি কি অহংকার করছো অথবা নিজকে উচ্চবলে মনে ভেবেছো? ইবলীছ বল্লো—আমি তার থেকে

www.ahlehadeethbd.org

উৎকৃষ্ট আমাকে আগুণ থেকে সৃষ্টি করেছো আর তাকে বানিয়েছো মাটি হ'তে।" — ছুয়াই ছুয়াদ, ৭৫।৭৬ আএত।

আল্লাহ পাক জিন্‌কে আগুণ থেকেই তৈরী করেছেন। কুর্‌আন করীম ঘোষণা করছে—

والجان خلقنه من قبل من نارالسموم -

"এবং তৎপূর্ব্বে জিন্‌দিগকে অগ্নিশিখা হ'তে— উৎপন্ন করেছি "—ছুরাই হিজর, ২৭ আএত:

وخلق الجان من مارج من نار -

আর জিনদিগকে শিখাযুক্ত আগুণ থেকে সৃষ্টি— করেছেন।" ছুরাই রহমান, ১৫ আয়ৎ।

আশাকরি উদ্ধৃত কুরআনের স্পষ্ট উক্তি দ্বারা ভ্রান্ত লেখকের চৈতন্যের উন্মেষ হ'বে।

৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ ও ১১ যুগ্ম সংখ্যা, ১৩৫৪ ছালের মাসিক "নওরোজ" আবদুল হামিদ রচিত "গাহি বেদনার গান" শীর্ষক কবিতায় লেখা হ'য়েছে— "যে বেদনা তরে ক্রসের উপরে খৃষ্ট ত্যাজিল প্রাণ"।

খৃষ্ট বা ঈছা (আ:) ক্রসের উপর প্রাণ ত্যাগ করেছেন এ ঘটনা সর্বৈব মিথ্যা। কবি ছাহেব— কল্পনার রথে চড়ে ভ্রমণ করতে করতে একটা মিথ্যা ঘটনাকে সত্যবলে চালিয়ে দিচ্ছেন। লেখক হযরত ঈছা (আ:)র জীবনী কুরআনে কোন দিন পাঠ করেছেন কি? শুনুন কুরআন শরীফে স্পষ্ট ঘোষণা করা হচ্ছে।—

وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله - وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم - وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه - مالهم به من علم الا اتباع الظن - وما قتلوه يقينا - بل رفعه الله اليه - وكان الله عزيزا حكيما -

"এবং তাদের দাবী, আমরা আল্লাহ্‌র রছুল মরইয়াম-পুত্র মঙ্গল দাতা * ঈছাকে বধ করেছি —কিন্তু তারা তাকে বধ করেনি, শূলিতেও বিদ্ধ করেনি, তাদের এরূপ সন্দেহ জন্মান হয়েছিল মাত্র; ফলতঃ যারা এ বিষয় বিভিন্ন মত প্রকাশ করে তারা নিজেরাই এতদ্বিষয় সন্দিগ্ধচিত্ত এবং অনুমানের অনুসরণ করা ব্যতীত তাদের জ্ঞান— নেই এবং তারা তাকে নিশ্চয় বধ করেনি। বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের নিকট উঠিয়ে নিয়েছিলেন, ফলতঃ আল্লাহ শক্তি সম্পন্ন ও ক্ষমতাপন্ন —ছুরাই নিছা, ১৫৭।১৫৮ আএত।

পাঠক দেখুন, যেখানে আল্লাহ তাআ'লা হযরত ঈছা (আ:)কে নিজের নিকট উঠিয়েনিচ্ছেন, কবি ছাহেব সেখানে বিনা দ্বিধায় ক্রসে বিদ্ধ করে' সত্যের অবমাননা করছেন।

খান বাহাদুর আহছানুল্লা ছাহেব একজন ঝানু সাহিত্যিক। তিনিও গতানুগতিকার পথে চালিত হ'য়েছেন। তিনি "হজরত মোহাম্মদ" (ছাল:) শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন—"চতুর্দ্দিকে বিপদের এরূপ ঘনঘটা দর্শনে তিনি ৬২৩ খৃষ্টাব্দের এক নিথর রজনীর গাঢ় অন্ধকারে প্রিয় সহচর হজরত আবু বকর সহ মক্কা হইতে মদীনা নগরে পলায়ন করেন।... হজরত মোহাম্মদের এই পলায়নকে "হিজরাত" বলা হয়। (হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন সঙ্কলিত ছেলেদের সাহিত্যের ৭ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

* মছীহ—'মছহ' হইতে বুৎপন্ন। কোন বস্তুকে স্পর্শ করিয়া তাহার চিহ্ন মুছিয়া ফেলাকে মছহ— বলে। অঙ্গে পানি ঢালার কার্য্যকেও মছহ বলে। হযরত ঈছা (দ:) কে মছীহ বলার কয়েকটী কারণ ইমাম রাগিব উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম, তিনি পদব্রজে (মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া) পরিভ্রমণ করিতেন। দ্বিতীয়, হস্তস্পর্শ করিয়া তিনি অনেক রোগীকে নিরাময় করিতেন। তৃতীয়, তিনি তৈল-স্পৃষ্ট (সিক্ত) অবস্থায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ— হইয়াছিলেন। চতুর্থ, হিব্রু ভাষার 'মশ্‌ওহ' আরাবীতে মছিহ হইয়াছে। পঞ্চম তাঁহার বাম চক্ষুটী বসা (মমছুহ) ছিল। ৬ষ্ঠ, তাঁহার ভিতর হইতে কুপ্রবৃত্তিগুলি মুছিয়া ফেলা হইয়াছিল—মুফ্‌রদাতুল কোরআন, ৪৮৪ পৃ:—তর্জুমান সম্পাদক।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যে পলায়নকে "হিজরাত" বলা হ'য়েছে, তার বাংলা বা অন্য কোন ভাষার অনুবাদের কোন—সামঞ্জস্যই হয় না। খান বাহাদুর ছাহেব কেন. কোন ভাষাবিদ পণ্ডিতও হিজরত অর্থে পলায়নকে খাপ খাওয়াতে পার্‌বেন না—এ যোরের সংগেই আমরা বল্‌তে পারি

হিজরত শব্দের মুল হ'চ্ছে——হে, জিম্‌, রে হজর। অর্থ হ চ্ছে—পরিত্যাগ করা, বিরহী,—abandon, desert, for sake, جهــر زجان ইত্যাদি। হজর শব্দ বুৎপত্তিসিদ্ধ হ'য়ে মছদরে হিজরাত—হ'য়েছে। এতে অর্থের কোনই পরিবর্তন হয়নি। এক্ষণে পাকিছ্তানী পাক-লেখকগণের কাছে আরয তাঁরা অলীকতাকে দূর করে দিয়ে বাস্তবতার মধ্যে নেমে আসুন। শুধু পাকিছতানী লেখক, কবি ও সাহিত্যিক নয়, প্রত্যেক মুছলমান সাহিত্যস্রষ্টার কাছে এ আশা করা অন্যায় হ'বে না তাই কুরআনের ভাষায় তাঁদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সতর্ক করে, আমার এ প্রবন্ধ খতম করতে চাই।

هل انبئكم على من تنزل الشيطين - تنزل على كل افاك اثيم - يلقون السمع واكثرهم كاذبون - والشعراء يتبعهم الغاون - الم تر انهم فى كل واد يهيمون - وانهم يقولون ما لا تفعلون - الاالذين امنوا وعملوا الصلحت وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد . ما ظلموا - وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون -

"শয়তান কাদের পরে অবতীর্ণ হয়, আমি তৎ-বিষয় তোমাকে অবগত কর্‌বো? তারা মিথ্যবাদী পাপাচারীগণের পরে অবতীর্ণ হয়! (তারা শয়-তানের কথা শ্রবণ করার জন্য) কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। ফলতঃ কবি-গণকে পথভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ অনুসরণ করে। (হে নবী) তুমি কি দেখছো না যে, এরা (কল্পনার) উপত্যকায় অসংযত ভাবে ভ্রমণ করতে থাকে? আর এরা তা-ই বলে যা এরা করে না। কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন-কারী এবং সুকর্মার্জন করে এবং আল্লহকে বহুল পরিমাণে স্মরণ করে, উৎপীড়িত হইবার পর পরি-শোধ প্রদান করে, তারা (শয়তান পরিচালিত—লেখকগণের মত) নয়। ফলতঃ যারা (ধর্ম ও সুনীতি বিরুদ্ধ কিংবা বিদ্রুপাত্মক বা অপবাদজনক কিছু লিখে,) অত্যাচার করে, তারা শীঘ্রই (মর-ণের পর হ'তেই) জান্‌তে পার্‌বে, ফিরে যাবার কোন স্থানে তারা ফিরে যাবে।"—ছুরাই শুঅ'রাঅ, ২২১—২২৭ আএত্‌।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মুছ্‌লিম জগতে ইছ্‌লামের স্বরূপ।

(২)

মোহাম্মদ মওলাবখ্‌শ নদ্‌ভী।

ছউদী-আরব দুইটী প্রদেশে বিভক্ত। পূর্ব্বেকার আছির রাজ্য (যাহা বর্ত্তমানে ছউদী—সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে) সহ নজদ প্রদেশ এবং হেজায। হেজাযে মক্‌কা মোকার্‌রমা, মদিনা মুনাওআরা, জেদ্দা, তাএফ ও ইয়াম্বো এবং নজদে রিয়ায, মহায়েল, ছবইয়া, আবহা, হায়েল, তাক্‌তীফ, ওনায়যাহ, বোরায়দাহ ও আলআহছাপ্রসিদ্ধ সহর। নজদবাসীগণ হাম্বলী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা আহলে হাদিছ, তাক্‌লিদের উপর তাহকিককে তাহারা প্রাধান্য দিয়া থাকে। হেজাযে পবিত্র হেরমাইনদ্বয়ে হানাফীগণের সংখ্যা অধিক এবং অন্যান্য অঞ্চলে শাফেয়ী মতাবলম্বীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইহা ব্যতীত আলআহছায় অল্পসংখ্যক এবং মদিনা মুনওঅরার সহরতলী এবং পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় অধিক সংখ্যায় শিয়ারা বসবাস করেন।

শাসন পদ্ধতী

ছুন্নী রাষ্ট্র সমূহের মধ্যে একমাত্র এই রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র সরাসরি কোরআন ও হাদিছের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিগত ১৯২৬ ইং সনের ৩০শে আগষ্ট তারিখে সাধারণ الجمعية العمومية সভায় যে আদর্শ প্রস্তাব গৃহীত হইয়া সরকারীভাবে বিঘোষিত হইয়াছে তাহরে পঞ্চম ষষ্ঠ দফায় আছে,

ان ادارة المملكة تكون بيد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل وجلالته مقيد با حكام الشرع بان تكون الا حكام دوما فى المملكة منطبقة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح -

অর্থাৎ—রাজ্য পরিচালন ক্ষমতা মাননীয় সম্রাট আবদুলআযিয বিনে আবদুর রহমানের হস্তে ন্যস্ত রহিবে কিন্তু তিনি শরীআতের আহকামের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকিবেন। উক্ত আহকাম এই রাষ্ট্রে চিরদিন আল্লাহর কিতাব, তাঁর রছুলের (দঃ) ছুন্নত ও ছাহাবা এবং নিষ্ঠাবান তাবেয়ীগণের আমলের অকুন্নুল হইবে।" (১) এই জন্য আজও এই রাজ্যে সরকারের পক্ষ হইতে দিনী প্রচেষ্টার কাজ চলিয়া আসিতেছে। "সৎকর্ম্ম নির্দ্দেশক এবং মন্দ হইতে বিরতকারী বিভাগ" গঠিত আছে। ইহাদ্বারা বিভিন্নরূপী অনাচারের প্রতিরোধ করা হইয়া থাকে। যেমন নামাযের সময় জামাতে শরীক না হইলে সাজা দেওয়া, প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও গীত বাদ্য প্রভৃতি বন্ধের চেষ্টা, কোরআনী আইন অনুযায়ী চোরের হাত কাটা, ব্যভিচারের জন্য প্রস্তরাঘাতে নিহত করা এবং মদ্যপানের জন্য দুর্‌রা মারা ইত্যাদি। মোটকথা—রাষ্ট্রের চেষ্টা চরিত্র কম নয় কিন্তু তবুও সেখানকার অধিকাংশ লোক আজও ইছলামের সহিত ভালভাবে পরিচিত নহে। সহরগুলিতে যে বিলাসিতার বন্যা আসিয়াছে তাহার শতাংশও এখনও এদেশে আসে নাই। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে ইছলামী কৃষ্টি ও তামাদ্দুন লোপ পাইতে বসিয়াছে—জড়বাদী ইউরোপের অনুকরণের তীব্র প্রতিযোগিতা আরম্ভ—হইয়া গিয়াছে। সহরবাসী এবং আমীর ওমরাগণের কথা পরে উল্লেখ করা হইবে, গ্রামবাসী এবং ভ্রাম্যমান জনসাধারণের সম্বন্ধে ২।১ টী কথা বলিতেছি—নজদী জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও হেজাযীদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ভাল, কারণ তাহাদের প্রত্যেক গোত্রের জন্য বার্ষিক সরকারী একটা বৃত্তি আছে তাহা ছাড়া সময়ে অসময়ে

الهيئة للامر بالمعروف و النهى عن المنكر

(১) মুলুকুল মুছলেমীন ১ম সংস্করণ ১৪০ পৃষ্ঠা।

সরকার হইতে কিছু কিছু সাহায্যও তাহারা পাইয়া থাকে। তাহাদের নোংরামী থাকিলেও কিছুটা দিনদারীও আছে। তাহারা ছুন্নতের প্রতি উদাসীন থাকা সত্বেও তাওহিদের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের মধ্যে শেরক বিদ্আত নাই বলিলেই চলে। মছলা মছায়েল সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা রাখে।—প্রত্যেকেই কোরআন মজিদের কিছু অংশ মুখস্থ করে এবং কোরআনের তেলাওত তাহাদের——মুখে লাগিয়াই থাকে। তাহারা নামায রোজার পাবন্দ। প্রচলিত সহরী জিন্দেগী হইতে দূরে অবস্থান করায় এবং নজদের অভ্যন্তর ভাগে ইউরোপীয়—প্রভাব এখনও সম্যক বিস্তার লাভ না করায় তাহারা এখনও অনেকটা ভাল। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কঠোর পর্দ্দা বিদ্যমান, তাহাদের বোরকা মাটি স্পর্শ করিয়া যায়, তাহারা এই অবস্থায় কৃষিকার্য্যে ও মেষচারণে পুরুষের সাহায্যে করে। বাটীতেও কঠোর পরিশ্রম করে, দূর দূরান্তর হইতে পানি বহন করিয়া আনিয়া সংসার চালাইতে হয়। কিন্তু এত করিয়াও তাহারা পারিবারিক শান্তি পায় না। কারণ নজদে হেজাযের তুলনায় তালাকের প্রচলন খুব বেশী কথায় কথায় তালাক আর বিবাহ। এমন পুরুষ সেখানে পাওয়া দুষ্কর যে জীবনে ৮।১০টা বিবাহ করে নাই, ঐরূপ এমন স্ত্রীলোক নাই যে জীবনে ৮।১০ জন স্বামীর ঘর করে নাই। সেই জন্য সেখানে পারিবারিক শান্তি বলিয়া কিছুই নাই। সন্তান সন্ততি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ার জন্য মাতা পিতার সহিত—তাহাদের যোগাযোগ এবং স্নেহের বন্ধন থাকে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে তালাকের জন্য শশুরালয়ের সহিত শত্রুতা হয় না বরং পূর্ব্বের মত সম্বন্ধ রহিয়া যায়। জামাই তালাকের পরও শশুরালয়ে পূর্ব্বের মত সমাদর পায়, মোতাল্লাকা স্ত্রীও তাহার পিত্রালয়ে বা নতুন স্বামীর গৃহে পুরাতন স্বামীর যথেষ্ট সমাদর করে এবং শশুর শাশুড়ী বাটীর অন্যান্য সকলের সংবাদ জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং ছালাম দিতে বলে অবশ্য এসমস্তই পর্দ্দার অন্তরালে হইয়া থাকে। নজদবাসী খাছ ও আম সকলেই বিদেশী মুছলমান সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করেনা। পাক-ভারতের আহলে হাদিছ ছাড়া অন্যান্য মুছলমানগণ সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা ভাল নয়, তাহাদের অধিকাংশকেই তাহারা বেদআতী মনে করে। হেজায সম্বন্ধেও তাহাদের অনুরূপ ধারণা। বাগদাদ, কারবালা প্রভৃতির যিয়ারত অন্তে মক্কার পথে প্রত্যেক বৎসর বহু ভারতীয় হাজি তাহাদের দেশের মধ্য দিয়া হজের জন্য হেজাযে গমন করে। তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের উপরোক্ত ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। তাহার জন্য তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যাইতে পারে না। ঐসব তীর্থ যাত্রী দের মুখে لاگিয়াই يا عبد القادر جيلانى شيئا لله - আছে— হে আবদুল কাদের জীলানী আল্লার—ওয়াস্তে কিছু দান কর।" সেই জন্য অনেক স্থানের নজদবাসীগণ অপরিচিত বিদেশী মুছলমানদের ছালামের উত্তরে "ওয়া আলায় কুমুছ্ছালাম" না বলিয়া কেবল "মারহাবা" বলে। এই সব বিষয়ে সবচেয়ে কঠোর গৎগৎ غطغط গোত্র। তাহাদের লেবাছ ও পোষাকেও স্বাতন্ত্র বিদ্যমান। তাহারা 'একাল' ও রুমালের স্থলে পাগড়ী ব্যবহার করে। এই গোত্রটী এবনে ছউদের বিরুদ্ধে বেদআতের অভিযোগ করিয়া বিদ্রোহী হয়, ফলে ইবনে ছউদ স্বয়ং নিজের দক্ষিণ বাহুটীকে নিজেই বিধ্বস্ত এবং ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছেন। নজদে যে الاخوان "ভ্রাতৃত্ব সঙ্ঘ" গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং যাহাদের সাহায্যে ইব্নে ছউদ একটী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, সেই আন্দোলনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইউনিট গাত্গাত্, দাখনা প্রভৃতি গোত্র। ইহারা জেহাদের প্রবল আকাঙ্খা এবং শাহাদতের তীব্র কামনা হৃদয়ে পোষণ করে। যুদ্ধের ময়দানে যখন চতুর্দ্দিক হইতে গোলাগুলির শন্‌শন্ শব্দে আকাশ বাতাস সরগরম হইয়া উঠে তখন ইহারা আনন্দে هبت نسيم الجنة অধীর হইয়া বলে "জান্নাতের হাওয়া বহিতেছে"! আবার যখন কোন সঙ্গী প্রথমে শাহাদত প্রাপ্ত হয় তখন আক্ষেপ করিয়া 'يا اخى سبقتنى الى الجنة' বলে—"ভাই! আমার আগেই জান্নাতে চল্‌লে! আফ-

www.ahlehadeethbd.org

ছোছ!!' রাজা ইবনে ছউদ এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গোত্রগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে জেহাদের ময়দান হইতে পশু চারণের মাঠে নামাইয়া, আখওয়ান আন্দোলনের গলা টিপিয়া মারিয়াছেন, স্বয়ং সাম্রাজ্যবাদী এ্যাংলো আমেরিকা ব্লকের ক্রীড়নক সাজিয়াছেন এবং নিজের বংশগত রাজতন্ত্র কায়েম করিয়াছেন। আখওয়ানরা রাজার এই সকল আচরণের বিরোধ করিয়াছিল ইহাই তাহাদের অপরাধ। ক্রমশঃ

تاريخ الاسلام

ইছ্‌লামের ইতিহাস

হিন্দে ইছ্‌লামের আবির্ভাব

৩

মোহাম্মদ বিনুল কাছেমের সিন্ধু-অভিযান।

৮৬ হিজ্‌রীতে যখন খলিফা আবুল আব্বাছ ওলীদ বিনে আবদুল মালেক বিনে মর্‌ওয়ান বিনুল হাকাম বিনো আবিল আছ বিনে উমাইয়াহ্‌—— (৪৮—৯৬) সিংহাসনারূঢ় হন, তখনও হাজ্‌জাজ বিনে ইউছুফ বিনুল মুনাব্বিহ ছাকাফী (৪৫—৯৫) ইরাকের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ন্যূনাধিক ৯০ হিজ্‌রীতে সিন্ধুনদের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ সমূহের সম্রাট ছিলেন দাহির। তিনি দীবল বংশীয় ও দীবলের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। ভক্করের নিকটবর্ত্তী—আলোর তাঁহার রাজধানী ছিল; মুলতান, সমগ্র-সিন্ধু ও কালাবাগ পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃতি-লাভ করিয়াছিল। *

এই সময়ে সিংহলের মুছ্‌লিম উপনিবেশে—কতিপয় আরব ব্যবসায়ীর মৃত্যুঘটে, সিংহলের রাজা তাঁহাদের স্ত্রীকন্যাদিগকে নানারূপ উপঢৌকনসহ জাহাযযোগে হাজ্‌জাজ বিনে ইউছুফের নিকট প্রেরণ করেন। দীবলের নিকটবর্ত্তী হইলে সিন্ধুর মেদ—জাতীয় জলদস্যুরা জাহাযের মূল্যবান সামগ্রীসহ মুছলিম মহিলাদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়াযায়। ঐতিহাসিক ইয়াকুৎরুমী (——৬২৬ হিঃ) লিখিয়াছেন যে, জনৈক মুছ্‌লিম মহিলাকে যখন হিন্দে ক্রীতদাসীতে পরিণত করা হইতেছিল তখন তিনি—উচ্চৈঃস্বরে হাজ্‌জাজকে ডাকেন এবং—তাঁহার দোহাই দেন। হাজ্‌জাজ যখন উক্ত মহিলার বিবরণ জানিতে—

وان امرأة من المسلمين سبيت فى الهند، فنادت يا حجاجاه! فاتصل به ذلك، فجعل يقول: لبيك! لبيك!! وانفق سبعة الاف الف درهم حتى انقذ المرأة—

* Cyclopaedia of India, I. p. p. 876.

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পারিলেন তখন ব্যস্ত হইয়া বারম্বার বলিতে লাগিলেন—হাঁ, আসিতেছি, আমি আসিতেছি! হাজ্জাজ ৭০ লক্ষ দিরহম ব্যয় করিয়া শেষ পর্য্যন্ত উক্ত মুছ্লিম মহিলাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। *

ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে, মহিলাটী—'ইয়াবুর' গোত্রের ছিলেন এবং সিংহলের জাহায হইতে অপহৃতা নারীগণের অন্যতমা।

হাজ্জাজ বিন ইউছুফ সম্রাট দাহিরের নিকট সিংহলের লুণ্ঠিত জাহাযের ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছিলেন এবং দস্যুদলের দণ্ডবিধান এবং মহিলাগণকে প্রত্যর্পণ করার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু সম্রাট দাহির জওয়াব দেন যে, ইহা জল-দস্যুদের কীর্ত্তি এবং তিনি তাহাদের দুষ্ক্রিয়ার প্রতিবিধান করিতে অসমর্থ। ক দাহির স্বয়ং দস্যুদলের সর্দ্দার ছিলেন কিনা, তাহা নিশ্চিত রূপে বলা যায় না, কিন্তু সেকালে এমন কি পঞ্চম শতাব্দী হিজ্রীর পঞ্চম দশক পর্য্যন্ত সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী যাবতীয় মন্দির জলদস্যুদের আড্ডায় পরিণত হইয়াছিল। স্বনামধন্য জ্যোতিষশাস্ত্র বিশারদ, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও পরিব্রাজক আবুরয়হান মোহাম্মদ বিনে আহমদ আলবিরুনী (—— ৪৪০ হিঃ) তাঁর জগতপ্রসিদ্ধ কিতাবুল হিন্দে লিখিয়াছেন,— তারপর বওয়ারিজদের অঞ্চল, অর্থাৎ কচ্ছ ও সোমনাথের জলদস্যুদের ইলাকা। ইহাদিগকে বওয়ারিজ বলার কারণ এইযে, বেড়া নামক ছোট ছোট সমষ্টিগত জাহায লইয়া ইহারা সমুদ্রে দস্যুবৃত্তি করিত। ‡

ইলিয়ট সাহেব দীবলের মন্দিরকে জলদস্যুদের অধিকৃত বলিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

দীবলের দেউল আরব বিজেতাগণের আর সোমনাথের মন্দির ছুলতান মাহমূদের প্রধান লক্ষস্থলে পরিণত হইয়াছিল কেন, এই সকল ঘটনা দ্বারা তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

* কামুছ-উল-আলাম: (১) ২১৩ পৃঃ।
ক চচ্নামা (Ms) ৩৯ পৃঃ।
‡ Al Berunie's India translated by Prof. Sachau, I. p. p. 208.

দাহিরের নীরস উত্তরে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া হাজ্জাজ তৎক্ষণাৎ উবায়দুল্লাহ বিনে নব্হানকে একদল সৈন্যসহ রওয়ানা করিলেন এবং তিনি দীবলে—পৌছিয়াই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াদিলেন। বলাযুরী লিখিয়াছেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম বিক্রম প্রদর্শন করেন বটে কিন্তু রণ-কৌশলে তাঁহার বিশেষ দক্ষতা ছিল না। উবায়দুল্লাহ যুদ্ধক্ষেত্রেই শাহাদৎ লাভ করেন। অতঃপর উম্মান বাহিনীর সেনাপতি—বুদায়ল বিনে তহ্ফা বিজ্লীকে হাজ্জাজ সিন্ধু বাহিনীর সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন এবং মুক্রাণের শাসনকর্ত্তা মোহাম্মদ বিনে হারুণকে বুদায়লের সাহায্যার্থে তিন হাজার সৈন্য প্রেরণ করিতে আদেশ দেন।

বুদায়ল মাত্র তিনশত জন সৈন্য লইয়া আরব সাগরও পারস্যোপসাগরের উপকূল ঘুরিয়া পারস্যের পথে মুকরাণে উপস্থিত হন এবং মোহাম্মদ বিনে হারুণের নিকট তিন সহস্রের এক সৈন্যবাহিনী লইয়া দীবলে পৌছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে হঠাৎ তাঁহার ঘোড়াটী ভড়্কাইয়া যাওয়ায় তিনি মাটিতে পড়িয়া যান। শত্রুপক্ষ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া বন্দী করে এবং নিষ্ঠুরভাবে শহীদ করে। *

একটী আশ্চর্য্য ব্যাপারে এইযে, আরবগণের পরপর দুইবার পরাজয় সত্ত্বেও সিন্ধুর অধিবাসীরা অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়ে। নিরোঁর নাগরিকরা পরামর্শ করিয়া স্থিরকরে যে, আরবরা পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নয়, তারা তাহাদের পরাজয়ের সুদে-আসলে প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেই এবং তাহার ফলে নিরোনগরী সর্ব্বপ্রথম বিধ্বস্ত হইবে। এই পরামর্শের পর নিরোঁর শাসনকর্ত্তা হাজ্জাজের নিকট জিয্য়ার প্রতিশ্রুতিতে বশ্যতা স্বীকার করে। ক

এই সময়ে আর একটী গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সংঘটিত হয়। আবদুর রহমান বিনে মোহাম্মদ বিন্মুল আশ্আছকে হাজ্জাজ ছিছতানের সৈন্যাধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। হিন্দ-বিজয়ের

* ফতুহুল বুলদান, ৪৩৫-৪৩৬ পৃঃ।
ক চচ্নামা (M. S.) ৪০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ব্যাপারে হাজ্জাজের কৃতিত্ব অস্বীকার করার বিষয় নয়। কিন্তু তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠুর ও স্বৈরাচারী শাসনকর্ত্তা ইছ্লামের ইতিহাসে বিরল! বনুউমাইয়ারা ইছ্লামের গণতান্ত্রিক শাসনবিধির মোড় রোমক ও পারস্যের রাজতন্ত্র ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের দিকে ঘুরাইতে সমর্থ হইয়াছিল যাহাদের অমানুষিক কঠোরতা ও হৃদয়হীনতার সাহায্যে, হাজ্জাজের আসন তাহাদের সকলের পুরোভাগে। ফলে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে স্বাধীনচেতা ও ইছ্লামি ভাবধারায় প্রতিপালিত জনমণ্ডলীর অন্তরে বিদ্রোহের এক অসহনীয় ব্যাপক জ্বালা সৃষ্টি হইয়াছিল। ইব্নুল আশ্আছ এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি ইরাক ভূমিতে তাঁহার সৈন্যদলসহ হাজ্জাজের বিরুদ্ধে উত্থান করেন এবং তাঁহার সৈন্যদলকে পরাজিত করিয়া ক্রমে ক্রমে ছিছ্তান, কিরমান, বছরা এবং খুরাছান ব্যতীত পারস্যের অন্যান্য স্থানগুলি অধিকার করিয়া বসেন। অবশেষে হাজ্জাজ স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং 'দয়রুল জমাজমে'র বিশ্ববিশ্রুত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। ইহার পর হইতে ইব্নুল আশ্আছ ক্রমশঃ পরাজিত হইতে থাকেন এবং ৮৫ হিজরীতে ছিছ্তানে ধৃত হইয়া তাঁহার দলভুক্তদের হস্তে শাহাদৎ লাভ করেন। তাঁহার দলের জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তি আবদুররহমান বিনে আব্বাছ বিনে রবীআ বিনে হারিছ বিনে আবদুল মুত্তালিব পলায়ন করিয়া সিন্ধুতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবদুররহমান বিনে আব্বাছকে দমন করা হাজ্জাজ অত্যাবশ্যক বিবেচনা করেন এবং ইহার জন্য সিন্ধু জয় করা তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু আরব বাহিনীর উপর্য্যুপরি পরাজয়ে তিনি বুঝিতে পারেন যে, সিন্ধুবিজয় সহজসাধ্য বা পার নয়, ইহার জন্য তাঁহকে বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে।

ঐতিহাসিক ইব্নুল আছির হাজ্জাজের পিতামহের নাম হাকাম বলিয়াছেন আর বলাযুরী ইবনুল কাছেমের বংশ তালিকা নিম্নরূপ লিখিয়াছেন: ইমাদুদ্দীন মোহাম্মদ বিনুল কাছেম বিনে মোহাম্মদ বিনে হাকাম বিনো আবি আকিল। এই তালিকা-সূত্রে দেখা যায় যে হাজ্জাজের পিতামহ হাকাম মোহাম্মদ বিনে কাছেমের প্রপিতামহ ছিলেন এবং এই হিছাবে ইবনুল কাছেম হাজ্জাজের জ্ঞাতি—ভ্রাতার পরিবর্ত্তে ভ্রাতুষ্পুত্র হইতেন। কিন্তু চচনামায় উদ্ধৃত হাজ্জাজের এক পত্রদৃষ্টে জানা যায় যে, তিনি ইবনুল কাছেমকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন। এই পত্র স্বস্থানে উদ্ধৃত হইবে।

ইবনুল কাছেম অতিঅল্প বয়সেই হাজ্জাজের পক্ষ হইতে মুকরান বা বেলুচিস্তানের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যখন বুদায়লের শাহাদতের সংবাদ ইরাকে পৌছে তখন ইবনুল কাছেম অবস্থান করিতেছিলেন পারস্যের শিরাজ নগরে এবং বিশেষ প্রয়োজনে আপন সৈন্য দলসহ রয় শহরে গমন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু হাজ্জাজ তাঁহার পূর্ব্ব নির্দ্দেশ বাতিল করিয়া ইবনুল কাছেমকে সিন্ধু—অভিযানের জন্য আদেশ করিলেন এবং তাঁহার প্রেরিত সৈন্য বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করিতে লিখিয়া পাঠাইলেন।

মোহাম্মদ বিন্ কাছেম ছয়মাস পর্য্যন্ত শিরায নগরে হাজ্জাজের সৈন্য দলের অপেক্ষায় রহিলেন অবশেষে আবুল আছওয়াদ জাহাম বিনে যহর জাফীর নেতৃত্বে শামের ছয় সহস্র যুবক সেনাবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হইলে ইবনুল কাছেম ছয় হাজার ছওয়ারীর উষ্ট্র আর তিন হাজার ভারবাহী উষ্ট্রসহ শিরায হইতে কিরমানের পথে দীবল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। * পারস্যের পুরাতন রাস্তা অবলম্বন করিয়া আরও বহু সৈন্য তাঁহার বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল। হাজ্জাজ তাঁহার প্রেরিত বাহিনীর সুখ-সুবিধার প্রতি কিরূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন—তাহা বুঝিবার জন্য এইটুকু বলা যথেষ্ট হইবে যে, প্রত্যেক সৈনিকের রসদ ভাণ্ডারে সূচ ও সূতা পর্য্যন্ত রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ♦ হাজ্জাজ নগদ ত্রিশ সহস্র দরহম ও প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভারী ও কষ্টবহ জিনিষপত্র ইবনুলকাছেম বড় বড় জাহাযে

* চচ্নামা, ৪৩ পৃঃ।
♦ ফতুহল বুলদান, ৪৩৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পুরিয়া দীবলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। জাহাযযোগে পাঁচটী মানজনিক (প্রস্তর নিক্ষেপক যন্ত্র—Calapult) ও প্রেরিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটীর নাম ছিল নববধু। এই যন্ত্রগুলি চালাইতে প্রত্যেকটীর জন্য ৫ শত জন সৈনিকের প্রয়োজন হইত। *

মোহাম্মদ বিনুলকাছেম শিরায হইতে বেলুচিস্তানে আগমন করেন তারপর সীমান্ত অতিক্রম করিয়া কনযপুর বা পঞ্চগৌড় আক্রমণ করেন। এই নগর জয় করার পর তিনি কছ-বিলা রাজ্যের—রাজধানী আরমন বিলা অবরোধ করেন। ইহাকে অধিকার করিয়া সৈন্যদলের শ্রান্তি বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে কয়েক মাস পর্য্যন্ত এই নগরে বিশ্রাম করিতে থাকেন। হাজ্জাজের আদেশে এই স্থানে মুকরানের শাসনকর্ত্তা মোহাম্মদ বিনে হারুনের সৈন্যদল—তাহার নেতৃত্বে ইবনুলকাছেমের সহিত মিলিত হয়। মোহাম্মদ বিনে হারুন এই স্থানে পরলোক-গমন করেন, তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী কিবলী নামক স্থানে সমাধিস্থ করিয়া ইবনুলকাছেম শামের সৈন্যাধ্যক্ষ জহমকে অগ্রদূত স্বরূপ অগ্রসর হইবার জন্য আদেশ দেন। †

মোহাম্মদ বিনে কাছেম আরমনবিলা হইতে যাত্রা করিয়া দেউল বা দীবলে উপস্থিত হন।—তৎকালে ইহা সিন্ধুর সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। পারস্য, ইরাক, আরব ও আফ্রিকার জাহাযসমূহ এই বন্দরে আসিয়া থামিত।

দীবলের সর্ব্ববৃহৎ মন্দিরে অসংখ্য প্রতিমা ছিল, সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদায়তন প্রতিমাটী ছিল মহাত্মা বুদ্ধের। ৭ শত পূজারী এই দেউলে সর্ব্বক্ষণ পূজাঅর্চ্চনা—করিতেন। মন্দিরের উপর একটী বিরাট গুম্বয [dome] ছিল এবং ইহার উপরিভাগ সমতলক্ষেত্র হইতে চল্লিশ গজ উচ্চ ছিল। মন্দিরের উচ্চতম চূড়ায় বিশাল রক্ত পতাকা সংযোজিত ছিল। বলাযুরী লিখিয়াছেন যে, বায়ু প্রবাহিত হইলে বিশাল রক্ত-পতাকা সমস্ত নগরীর উপর দিয়া সঞ্চলিত হইত। ‡

* Muir's Caliphate p. p. 353.

† বলাযুরী, ৪৩৬ পৃঃ। ‡ বলাযুরী, ৪৩৭ পৃঃ

দীবল জয়।

মোহাম্মদ বিনুলকাছেম আরমন বেলা হইতে একাদিক্রমে মার্চ্চকরিয়া ৯২ হিজ্রীতে শুক্রবারে দীবলে উপস্থিত হন। দীবলবাসীরা অবরুদ্ধ অবস্থায় সংগ্রাম পরিচালনা করা যুক্তিযুক্ত মনে করে। ইতোমধ্যে ভারবাহী জাহাযগুলিও প্রস্তরনিক্ষেপক যন্ত্রাদিসহ দীবলের বন্দরে উপস্থিত হয়।

মোহাম্মদ দীবলে পৌছিয়া সর্ব্বপ্রথম জুম্‌আর নমায পড়েন এবং স্বয়ং খুত্‌বা দেন। অতঃপর তিনি সমস্ত নগর অবরোধ করিয়া ফেলেন এবং স্থানে স্থানে মানজনিক স্থাপন করিয়া সহরের অভ্যন্তরে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। যাহাতে শত্রুপক্ষ আকস্মিকভাবে আক্রমণ করিতে নাপারে তজ্জন্য মুছলিম সৈন্যশিবিরের সম্মুখে পরিখা খনন করা হয়। পরিখা খনন করার ফলে বাহিরের সহিত দীবলীদের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়াযায়। দুর্গের প্রাচীর বিভিন্নস্থানে ভাঙ্গিয়া পড়া সত্ত্বেও দীবলীরা এরূপ পরাক্রমের সহিত প্রতিরোধ করে যে, অবিশ্রান্তভাবে কয়েকমাস যাবৎ চেষ্টা করিয়াও আরব-বিজেতাগণ দীবল অধিকার করিতে অসমর্থ হন।

মোহাম্মদ বিনুল কাছেম সিন্ধুবাহিনীর সেনাপতি হইলেও প্রকৃতপক্ষে এই সংগ্রাম পরিচালনা করিতেছিলেন স্বয়ং হাজ্জাজ বিনে ইউছুফ! প্রতি তৃতীয় দিবসে তিনি ইবনুলকাছেমকে পত্র লিখিতেন এবং সপ্তম দিবসে উহা ইবনুলকাছেমের হস্তগত হইত। তিনি যুদ্ধের মানচিত্র ও বিস্তারিত বিবরণ হাজ্জাজকে জ্ঞাপন করিতেন। কয়েক মাসের—অনিশ্চিত সংগ্রামের পর যুদ্ধের নকশা দেখিয়া হাজ্জাজ ইব্‌নুলকাছেমকে 'নববধু' নামক মানজনিক দুর্গের পূর্ব্বপার্শ্বে এক ধাপ নীচু করিয়া পাতিবার আদেশ দেন এবং দেউলের চূড়াকে লক্ষ করিয়া প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে বলেন। *

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, জনৈক ব্রাহ্মণ ইব্‌নুলকাছেমকে বলিয়াছিলেন যে, এই দেউলে এমন

* তুহ্‌ফাতুলকিরাম (৩) ১৩পৃঃ; ফতুহুল বুলদান, ৪৩৭পৃঃ

www.ahlehadeethbd.org

একটী যাদু আছে, যাহা বিনষ্ট নাহওয়া পর্য্যন্ত নগর অধিকার করা সম্ভবপর নয়। *

যাহাহউক মুছলমানগণ অবশেষে দেউলের যাদুকে পরাভূত করেন। 'নববধূ' কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত—প্রস্তরাঘাতে মন্দিরের উচ্চতম গুম্বজ বিধ্বস্ত হয় এবং বিশাল রক্তপতাকা ছিন্ন কার্পাসের ন্যায় আকাশে উড়িতে থাকে। দীবলের নাগরিক এবং দাহিরের সৈনিকবৃন্দ এই ব্যাপারকে অশুভলক্ষণ মনে করে এবং অতিশয় ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। মূয়ের লিখিয়াছেন যে, ইহার ফলেই দীবলীরা ইব্নুলকাছেমের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল এবং সম্রাট দাহির দীবল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। ক

কিন্তু ইহা সত্য নয়। দাহিরের সৈন্যদল ভীত হইয়াছিল বটে কিন্তু তখন তাহারা আত্মসমর্পণ করেনাই। তাহারা ভীষণভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গের বাহিরে চলিয়া আসে আর আরবসৈন্যদলের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়। মুছলমানগণও এই মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা সিংহবিক্রমে দাহিরের সৈন্যদলের উপর লাফাইয়া পড়েন। দীর্ঘকাল ব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলিতে থাকে কিন্তু মুছলমানগণের সহিত সম্মুখযুদ্ধে দীবলীরা তিষ্ঠিতে নাপারিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বাধ্য হয় এবং পুনরায় দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। মুছলিম মুজাহিদের দল আর কিছুতেই নিরস্ত নাহইয়া মইয়ের সাহায্যে দুর্গপ্রাকারে উঠিতে আরম্ভ করেন, দীবলীরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও তাঁহাদের প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ হয়। অবশেষে কুফার অধিবাসী মুরাদ গোত্রের জনৈক সৈন্য সর্ব্বপ্রথম প্রাকারে উঠিয়া দীবল দুর্গে ইছলামের পতাকা স্থাপন করেন এবং আল্লাহোআকবরের প্রমত্ত হুংকারে দশদিক নিনাদিত করিয়া স্বীয় সাফল্যের শুভ বারতা মুছলিম বাহিনীকে জ্ঞাপন করেন। দেখিতে দেখিতে মুছলমান ফওজ চতুর্দ্দিক হইতে দুর্গপ্রাচীরে উঠিয়া পড়েন এবং নগরীর সিংহদ্বার খুলিয়া দেন। অত্যল্প সময়ে সমস্ত দীবল নগরী ইব্নুল কাছেমের অধিকৃত হয়। এই ঘটনা ৯৩ হিজরীর রজব মাসের প্রথম ভাগে সংঘটিত হয়াছিল। *

ঐতিহাসিক হাফিয ইমাদুদ্দীন ইব্নেকছির লিখিয়াছেন,——৯৩ হিজরীতে হাজ্জাজ বিনে ইউছুফের পিতৃব্য-পুত্র মোহাম্মদ বিনুল কাছেম দীবল নগরী এবং হিন্দের অন্যান্য দেশ জয় করেন।—হাজ্জাজ তাঁহাকে হিন্দ-অভিযানের—প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সতের বৎসর মাত্র তাঁর বয়স ছিল। ইব্নুল কাছেম সৈন্য-বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন। হিন্দের—সম্রাট দাহিরও বিশাল-বাহিনী ও নির্ব্বাচিত সাতাশটী যুদ্ধহস্তী লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। সংগ্রামে আল্লাহ বিপক্ষদলকে পরাভূত করিলেন এবং সম্রাট দাহির পলাইয়া—গেলেন। ক

وفى سنة ٩٣ افتتح محمد بن القاسم وهو ابن عم الحجاج بن يوسف مدينة الديبل وغيرها من بلاد الهند، وكان قد ولاه الحجاج غزو الهند وعمره سبع عشرة سنة فسار فى الجيوش، فاقوا الملك الداهر وهو ملك الهند فى جمع عظيم ومعه سبع وعشرون فيلا منتخبة فاقتتلوا، فهزمهم الله وهرب ملك الداهر—

ইব্নে কছির যাহা লিখিয়াছেন, আমার মনে হয় তাহাতে দীবল যুদ্ধের বর্ণনার সহিত দাহিরের অন্যান্য সংগ্রামের বিবরণ মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে। কারণ যুদ্ধহস্তীর যেকথা তিনি বলিয়াছেন তাহা সম্রাট দাহিরের সহিত শেষ সংগ্রামক্ষেত্র আলোর বা আলওয়ারে ঘটিয়াছিল, সে কাহিনী যথাস্থানেই উল্লিখিত হইবে।

তিন দিবস পর্য্যন্ত নগরীর বিভিন্ন প্রান্তে খণ্ড-যুদ্ধ চলিতে থাকে, অতঃপর নগরবাসীরা সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করে। সঙ্গে সঙ্গে ইব্নুলকাছেম—

* চচ্নামা, ৪৩পৃঃ।
ক Muir's Caliphate, p. p. 353.

* চচনামা, ৪৯ পৃঃ।
ক আলবিদায়াওয়ান্নিহায়া (৯/৮৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নগরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কীর্ত্তিস্বরূপ তিনি দীবলে এক জামে মছ্‌জিদ নির্ম্মাণ এবং চারিহাজার মুছলমানের বসতি স্থাপন করেন। *

বালফোর (Balfour) বলেন যে দীবলের পতনের পর দাহিরের একপুত্র ব্রাহ্মণাবাদে পলাইয়াযান এবং ইব্‌নুলকাছেম তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। ব্রাহ্মণাবাদের অধিবাসীরা ইব্‌নুলকাছেমের বশ্যতা স্বীকার করায় বিনাযুদ্ধে নগর অধিকৃত হয় †

নিরোঁ জয়।

কিন্তু অপরাপর ঐতিহাসিকগণ বলিয়াছেন যে, ইবনুলকাছেম দীবল অধিকার করারপর প্রস্তর-নিক্ষেপক যন্ত্রগুলি সিন্ধু নদের অন্যতম উপনদ সাক্ড়ার পথে প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং ছয় দিবস—পর্য্যন্ত সিসমের পথ ধরিয়া নিরোঁর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। নিরোঁ [Neirun] সিন্ধু নদের উপকূলবর্ত্তী দীবল হইতে ৭৫ মাইল দূরবর্ত্তী এক নগরীর নাম। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছৈয়দ—ছুলায়মান নদভী তাঁহার এক বক্তৃতায় উক্ত নগরীকে সিন্ধুর হায়দরাবাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইবনুলকাছেম সপ্তম দিবসে নিরোঁর নিকটবর্ত্তী বহ্লার নামক তরাই ভূমিতে উপস্থিত হন। গ্রীষ্মের সময়ে তখন উক্ত ইলাকা শুষ্ক মরুভূমির আকার ধারণ করিয়াছিল আর বহুদূরে অবস্থিত নদী—হইতে পানি বহন করিয়া আনিয়া সৈন্য দলের প্রয়োজন পূর্ণ করাও সম্ভবপর ছিল না। পানির অভাবে মুছলিম সৈন্যশিবিরে ভয়ানক অসুবিধা হওয়ায় ইবনুলকাছেম এই স্থানে ইছতিছ্‌কার নমায পড়িলেন। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্ত খাল ও শাখা-নদীগুলি পূর্ণ হইয়া গেল।

নিরোঁর শাসনকর্ত্তা বৌদ্ধ ছিলেন, ইবনুল—কাছেমের নিকট তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইবনুল কাছেম যখন এই স্থানে উপস্থিত হন, তখন তিনি সম্রাট দাহিরের নিকট ছিলেন। আরবগণের কথা শ্রবণ করা মাত্র তিনি নিরোঁতে উপস্থিত হইলেন এবং নানারূপ—উপঢৌকনসহ ইবনুলকাছেমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম সমাদরে বিরাট শোভাযাত্রাসহ আরব বাহিনীকে নগরে আহ্বান করিয়া অনিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে সাহায্য ও বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। নিরোঁর শাসনকর্ত্তা মুছলিম বাহিনীর জন্য রসদের পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, যাহা পরবর্ত্তী অভিযান-সমূহের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। মোহাম্মদ বিনুল কাছেমও তাঁহাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন এবং মূল্যবান খিল্‌আৎ প্রদান করেন।—ইবনুলকাছেম নিরোঁর বৌদ্ধ বিহারের সংলগ্ন একটী মছ্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং ইমাম ও মুওয়ায্‌যিন নিযুক্ত করিয়া পাঁচ ওয়াক্ত জামাআতের সহিত নমায পড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ যুহ্‌লী সহরের ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

মোহাম্মদ বিনুল কাছেম নিরোঁ হইতে যাত্রা করিয়া সিন্ধু নদের একটী শাখা অতিক্রম করেন। শ্রীবেদ দাসের বৌদ্ধরা সংবাদ শ্রবণ করা মাত্র সমবেত হন এবং বার্ষিক করের প্রতিশ্রুতিতে ইবনুলকাছেমের বশ্যতা স্বীকার করেন। *

শিবস্থান-জয়।

অতঃপর মুছলিম সেনাপতি নিরোঁর শাসন-কর্ত্তা ভক্রুর সমভিব্যহারে সিওয়ান [Sehwan]—অভিমুখী হইলেন। বিভিন্নযুগে এই শহর ছদুছান, শিবস্থান, ছিহওয়ান ও সিওয়ান নামে কথিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহাকে সিউহন বলা হয়। নিরোঁ হইতে দূরে অবস্থিত ভ্রজের অধিবাসীরা বৌদ্ধ ছিল। ভ্রজের শাসনকর্ত্তা সিওয়ানের অধীনস্থ ছিলেন আর সিওয়ানের শাসক ছিলেন দাহিরের ভ্রাতা চন্দ্রের পুত্র বিজয়রায়। ভ্রজের অধিবাসীরা বিজয়-রায়কে এক পত্রযোগে মুছলিম বাহিনীর আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করে এবং লিখিয়া পাঠায়—"আমরা বৌদ্ধ, আমাদের ধর্ম্মে রক্তপাত নিষিদ্ধ। আমরা আপনাদের ন্যায় সুরক্ষিতও নই। আমরা জানি যে, মুছলমানদের কাছে শান্তির প্রার্থনা জানাইলে

* বলাযুরীর ফতুহল বুলদান, ৪৩৭ পৃঃ।

† Cyclopaedia of India II p. p. 790.

* বলাযুরী ৪৩৮ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহারা লুণ্ঠন করেন না, বরং প্রতিশ্রুতি রক্ষাকল্পে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে নগর রক্ষা করিয়া থাকেন। এই সকল কারণে আমরা বাধ্য হইয়া আরবগণের বশ্যতা স্বীকার করিলাম"। বিজয়রায় এই পত্রের জওয়াব দেওয়া আবশ্যক মনে করিলেন না। মুছলিম সেনাপতিও অগ্রবর্ত্তী হইয়া সিওয়ানের দুর্গের সম্মুখে—শিবির স্থাপন করিলেন। মরুভূমির দিকে দুর্গের যে সিংহদ্বার ছিল, ইবনুলকাছেম সেই দিকেই—আরব সৈন্যগণের শিবির সমাবেশিত করিয়াছিলেন, ইহার উত্তর দিকে সিন্ধুনদ প্রবাহিত ছিল। পিছন দিকে বর্ষার প্রকোপে সমস্ত অঞ্চল জলমগ্ন থাকায় স্থানটী সুরক্ষিত ছিল এবং সিন্ধু নিকটবর্ত্তী হওয়ায় ব্যবহার্য্য পানির কোনই অভাব ছিলনা।

ইব্‌নুলকাছেম সিওয়ান দুর্গ অবরোধ করিয়া দুর্গের প্রাচীরে মান্‌জনিকের সাহায্যে প্রস্তরাঘাত শুরু করিলেন। নাগরিকরা অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া বিজয়রায়কে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু বিজয়রায় তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কয়েক দিবস যাবৎ যুদ্ধ চালাইয়াছিল, তারপর স্বীয় পরাজয় সম্পর্কে কৃতনিশ্চয় হওয়ায় রাত্রির অন্ধকারে উত্তর দিককার তোরণ উন্মোচণ করিয়া পলায়ন করিল এবং সিওয়ানের সীমা—অতিক্রম করিয়া বোদ্ধা ইলাকার বৌদ্ধ শাসনকর্ত্তা কোটলের পুত্র কাকার আশ্রয় গ্রহণ করিল। এতদঞ্চলের রাজধানী সিসম-শিবী বা সিপী কুম্ভনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমানে ইহা বেলুচিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। সিওয়ান দুর্গ অধিকার করার পর—ইবনুল কাছেম নগর ও গ্রামাঞ্চলে পূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। *

নমাযের মহিমায় দেশজয়।

মোহাম্মদ বিনুল কাছেম যখন সিওয়ান দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে সকল তথ্য অবগত হইবার জন্য চন্নার অধিবাসীরা একজন গুপ্তচর প্রেরণ করে। গুপ্তচর আরব শিবিরে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল এমনসময়ে নমাযের সময় উপস্থিত হইল। মুওয়ায্‌যিনের আযানের পর সমুদয় সৈন্য সমবেত হইয়া জামাআতের সহিত নমায পড়িতে আরম্ভ করিলেন। স্বয়ং সেনাপতি ইব্‌নুল কাছেম নমাযের জামাআতের ইমামৎ করিতেছিলেন। নমাযের এই সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধ ইবাদতের নয়নাভিরাম দৃশ্য গুপ্ত চরের হৃদয়কে স্পর্শ—করিল এবং সে ফিরিয়া গিয়া চন্নার অধিবাসীদিগকে পরামর্শ দিল যে যাহারা তাহাদের উপাসনাতেও এরূপ অপূর্ব্ব সুশৃঙ্খলা রক্ষাকরিয়া চলে, তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাভূত করা সম্ভবপর নয়। চন্নার অধিবাসীরা অতঃপর বশ্যতা স্বীকার করিয়া উপঢৌকনাদিসহ মোহাম্মদ বিনুল কাছেমের নিকট—উপস্থিত হয় এবং বার্ষিক করের প্রতিশ্রুতি দিয়া প্রত্যবর্ত্তন করে।

এই ভাবে নিরংকুটের অধিবাসীরাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। উল্লিখিত স্থান দুইটীর ভূমি এই কারণে উশরী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট ভূমি রাজস্বের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে উৎপন্ন শস্যের দশমাংশ প্রদান কারতে হইত।

শিবস্থানের শাসনশৃঙ্খলার ব্যবস্থা শেষ করিয়া ইব্‌নুল কাছেম জিহাদে লব্ধ ধনসামগ্রীর পঞ্চমাংশ (খুমুছ) খিলাফতের বয়তুলমালে জমাদিবার জন্য হাজ্‌জাজের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করিলেন।

অল্পসংখ্যক সৈন্য শিবস্থানকে রক্ষা করার জন্য রাখিয়া মোহাম্মদ বিনুলকাছেম তাঁহার মুজাহিদ বাহিনী সহ শিশমের দুর্গ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। ইব্‌নুল কাছেমের উদার ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যবহারে সিন্ধুর অধিবাসীরা ক্রমশঃ মুগ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন এবং জনমণ্ডলী তাঁহার পক্ষপাতি হইয়া পড়িতেছিলেন। ইব্‌নুলকাছেমের পরিগৃহীত এই ইছলামি নীতিই প্রকৃত পক্ষে সিন্ধু জয়ের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সহায়ক হইয়াছিল। হিন্দুশাসনে অতিষ্ঠ প্রজাসাধারণ বিশেষ করিয়া বৌদ্ধরা যেভাবে সিন্ধু-অভিযানে সর্ব্বত্র ইব্‌নুলকাছেমকে বরণ করিয়া লইতেছিল, তাহা লক্ষ্য করিলেই আমাদের উক্তির যথার্থতা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে।

* চচ্‌নামা, ৫২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তির প্রতি ঈমান।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আল্-মোহাম্মদী।

হিন্দ উপমহাদেশের বিশ্বস্ত মুফাছ্ছিরগণের অন্যতম আল্লামা শয়খ আলী মহায়েমী (৭৭৬-৮৩৫) আলোচ্য আয়ত প্রসঙ্গে বলেন যে, কতিপয় নারী ও বালকের পিতা হইলেও মোহাম্মদ মুছ্তফা (দঃ) কোন বয়োপ্রাপ্ত পুরুষ সন্তানের পিতা ছিলেননা কিন্তু তাঁর রছুলুল্লাহ হওয়ার ভিতর পিতৃত্বের তাৎপর্য্য নিহিত রহিয়াছে কারণ রছুল হইবার দরুণ তিনি পিতার মতই তদীয় উম্মতের প্রতি স্নেহশীল ও তাহাদের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন এবং তিনি খাতমুন্-নবীঈন বা নবীগণের শেষ হওয়ায় সমস্ত রছুলগণের সম্পূরক ছিলেন। *

হাফেয ইব্নেহজর আছ্কালানী (৭৭৩—৮৫২) বুখারীর ব্যাখ্যায় উল্লিখিত আয়ত সম্পর্কে লিখিয়াছেন, রছুলুল্লাহর (দঃ) বিভিন্ন নামসমূহের অন্যতম খাতেমে'র তাৎপর্য্য এইযে, তিনি নবীগণের সমাপ্তকারী এবং এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াই কোরআনে বলা হইয়াছে যে— ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين — মোহাম্মদ (দঃ) তোমাদের অন্তর্ভুক্ত কোন বয়স্ক পুরুষের পিতা নহেন, পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহর রছুল এবং নবীগণের সমাপ্তকারী। এই খাতেম শব্দদ্বারা বুখারী, আহমদ ইব্নেহিব্বান ও হাকেমের হাদিছের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যাহা ইর্বায-বিনে ছারিয়া (রাযিঃ) রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন,— আমি আল্লাহর দাস এবং নবীগণের সমাপ্তকারী এবং (তখন) আদম তাঁহার মৃত্তিকাতে কর্দ্দম-সিক্ত ছিলেন। انی عبد الله وخاتم النبيين وان آدم لمنجدل فی طينته এই হাদিছকে ইমাম আহমদ বিশুদ্ধ বলিয়াছেন জাবিরের যে হাদিছ বুখারী উদ্ধৃত করিয়াছেন, হাফেয ইছ্মাঈলি তাহা ছুলায়ম বিনে হিব্বানের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন, উহাতে বলা হইয়াছে যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আমি আগমন করিয়া শূন্য ইষ্টকের স্থান পূর্ণ করিলাম এবং নবীগণের পরিসমাপ্তি ঘটাইলাম। فانا موضع اللبنة جئت فختمت الانبياء — ইব্নে হজর বলেন,— এতদ্দ্বারা সমস্ত নবীর উপর রছুলুল্লাহর (দঃ) শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় এবং জানাযায় যে, আল্লাহ তাঁহাদ্বারা নবীগণের পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন এবং দীনের—ব্যবস্থাগুলিকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। *

আল্লামা ছৈয়দ মুঈনুদ্দীন (৮৩২—৯০৫) তাঁহার তফ্ছিরে বলেন,— খাতমন্ নবীঈন অর্থাৎ তাঁহাদের শেষ। ঈছা আলায়হিছ্ছালাম রছুলুল্লাহর (দঃ) দীনের উপর তাঁহার সমর্থনকল্পে অবতরণ করিবেন। কোন জিনিষের খাতমের অর্থ উহার শেষ। †

শায়খ কামালুদ্দীন কাশেফী (—৯১০) বলেন,— অর্থাৎ মোহাম্মদ (দঃ) তোমাদের পুরুষগণের কাহারো পিতা নহেন। যদিও তিনি তইয়েব, তাহের, কাছেম ও ইব্রাহীম রাযিয়াল্লাহো আন্হুমের পিতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই পুরুষের (রেজাল) সীমায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অতএব প্রকৃতপ্রস্তাবে তাঁহার এমন কোন ঔরসজাত সন্তান ছিলনা, যাহার দরুণ তাঁহার নারীদের সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ হইতে পারে। পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহর প্রেরিত এবং পয়গম্বরগণের সীল অর্থাৎ তাঁহাদ্বারা নবুওতের দ্বারে সীল করা হইয়াছে এবং তাঁহার উপরে পয়গম্বরী শেষ করা হইয়াছে এবং খাতমের অর্থ শেষও বটে, এই সূত্রে অর্থ

* তব্ছীরুর্রহমান (তফ্ছিরে রহমানী) ২য় খণ্ড, ১৬০ পৃঃ।

* ফত্হুলবারী (৬) ৪০৭—৪০৮ পৃঃ।

† জামেউল বয়ান, ৩৫৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

দাঁড়াইল—তিনি তাঁহার আবির্ভাবের আলোক দ্বারা সকল নবীর শেষ, যেরূপ শুধু তাঁহার নূরের আবির্ভাব দ্বারা তিনি সকল নবীর প্রথম ছিলেন। পুস্তকে সীল করা হইলে তাহাতে নূতন কিছু সন্নিবেশিত করা চলেনা, সেইরূপ আঁহয্‌রতের (দঃ) সাহায্যে যখন নবুওৎকে সীল করা হইয়াছে তখন তাঁহাদ্বারা—নবুওতের দ্বারকে চিররুদ্ধ করা হইয়াছে। *

হাফেয জালালুদ্দীন ছৈয়ুতি (৮৪৯—৯১১) তাঁহার তফ্‌ছিরে লিখিয়াছেন,— আল্লাহর আদেশ ولكن رسول الله وخاتم النبيين —পক্ষান্তরে হয্‌রত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল এবং খাতমুন্‌নবীঈন ইহার তাৎপর্য্য এইযে, তাঁহার পর নবী হইতে পারেন এরূপ তাঁহার কোন বয়স্ক পুত্র রহিবেনা। খাতম অর্থাৎ 'তা' বিল ফত্‌হ্‌ এর তাৎপর্য্য খতম করার বস্তু অর্থাৎ আল্লাহ তাহার দ্বারা নবীগণকে শেষ করিয়াছেন "এবং আল্লাহ وكان الله بكل شئ عليما সকল বিষয় অবগত আছেন" —এ উক্তির তাৎপর্য্য এইযে, আল্লাহ অবগত আছেন যে রছুলুল্লাহর পর আর কোন নবী নাই এবং হয্‌রত ঈছা আলায়হিছ্‌ছালাম যখন আগমন করিবেন তখন তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) শরীআৎ অনুসারে শাসন করিবেন। †

ইক্‌লিল নামক তফ্‌ছিরে হাফেয ছৈয়ুতি বলেন,— আল্লাহর উক্তি "খাতমন্ নবীঈন" বাক্য দ্বারা সাব্যস্ত হইল যে, হয্‌রত মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) পর আর কোন নবী নাই এবং তাঁহার পর যে নবুওতের দাবী করিবে, তাহাকে নিশ্চিতরূপে মিথ্যা বাদী জানা হইবে। ‡

আল্লামা আবুছ্‌ছউদ হানাফী (৮৯৬—৯৮২) বলেন, খাতমুন্‌নবীঈন অর্থাৎ নবীগণের শেষ, যাঁহার দ্বারা নবীগণকে সমাপ্ত করা হইয়াকে এবং 'তা' অক্ষর কছ্‌রা হইলে অর্থ হইবে— তিনি নবীগণের শেষ। যদি রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন বয়স্ক পুত্র জীবিত থাকিতেন তিনি নবী হইতে পারিতেন, সে অবস্থায় রছুলুল্লাহ (দঃ) শেষ নবী হইতেন না, এই জন্য বর্ণিত হইয়াছে যে, আঁহয্‌রতের (দঃ) শিশুপুত্র হয্‌রত ইবরাহীমের মৃত্যু ঘটিলে রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছিলেন,— যদি لو عاش ابراهيم لكان نبيا — ইব্‌রাহীম বাঁচিয়া থাকিতেন তাহাহইলে নবী হইতেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) পর হযরত ঈছার অবতরণ দ্বারা তাঁহার শেষনবী হওয়ায় কোন বাধা প্রমানিত হয়না, কারণ 'খাতমুন নবীঈনে'র তাৎপর্য্য এইযে, রছুলুল্লাহর (দঃ) পর কেহই নবুওৎ লাভ করিবেনা, অথচ হযরত ঈছা রছুলুল্লাহর (দঃ) পূর্ব্বেই নবুওৎ লাভ করিয়াছিলেন এবং যখন তিনি অবতরণ করিবেন তখন রছুলুল্লাহর (দঃ) শরীআতেরই অনুসরণ করিবেন এবং তাঁহার কিবলার দিকেই মুখ—করিয়া নমায পড়িবেন। *

সম্রাট আকবরের নব রত্নের অন্যতম আল্লামা আবুলফয়েয ফয়যী (৯৫৪——১০০৪) তাঁহার—অনবদ্য বিন্দুশূন্য তফছিরে লিখিয়াছেন, خاتم النبيين أي آخرهم لا رسول وراءه — খাতমুন্ নবীঈনের তাৎপর্য্য তাঁহাদের শেষ অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (দঃ) মুছ্‌তফার পর আর কোন পয়গম্বর নাই। †

আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ বিনে আবদুল বাকী যুরকানি (১০৫৫—১১২২) বলেন,—খাতমুন নবীঈনের অর্থ নবীগণের শেষ, যিনি তাঁহাদিগকে সমাপ্ত করিয়াছেন অথবা যাঁহাদ্বারা নবীগণকে সমাপ্ত—করা হইয়াছে। আহমদ, তির্‌মিযি ও হাকেম বিশুদ্ধ ছনদ সহকারে আনছের (রাযিঃ) বাচনিক রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—রিছালৎ ও নবুওৎ শেষ হইয়াগিয়াছে অতএব আমার পর আর কোন রছুল ও নবী নাই। যাঁহার পর আর কোন নবী নাই, তিনি তাঁহার উম্মতের—পক্ষে সমধিক স্নেহশীল, কারণ তিনি এ রূপ পুত্রের

* মওয়াহিবে আলীঈয়া (তফ্‌ছির হুছায়নী) ২য় খণ্ড ৩২৭ পৃঃ।

† জালালাইন (২) ৬৬ ও ৬৭ পৃঃ।

‡ জামেউল বয়ানের টীকা দ্রষ্টব্য।

* ইর্‌শাদুল আকৃলিছ্‌ছলিম (৬) ৭৮৮ পৃঃ।

† ছওয়াতে-উল-ইল্‌হাম।

www.ahlehadeethbd.org

পিতার ন্যায়, যে পুত্রের অন্য কেহই নাই। *

সম্রাট আলমগীরের উছ্তায আল্লামা শায়খ আহ্মদ যিনি মোল্লা জীবন নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন (জন্ম ১০৪৭——মৃত্যু ১১৩০), তাঁহার তফ্ছিরাতে লিখিয়াছেন,—খাতমুন নবীঈনের অর্থ এই যে, তাঁহার পর কাস্মিন কালেও কোন নবী—প্রেরিত হইবেন না। হয্রত ঈছা যখন অবতরণ করিবেন তখন তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) শরীআতের অনুসরণ করিবেন এবং তাঁহার প্রতিনিধি হইবেন এবং তিনি রছুলুল্লাহর (দঃ) পূর্ব্ববর্ত্তী নবী হইলেও স্বীয় শরীআতের কোন অংশের অনুসরণ করিবেন না। রছুলুল্লাহর (দঃ) যদি কোন বয়স্কপুত্র জীবিত থাকিতেন, তিনি নবুওতের মনছবের অধিকারী—হইতে পারিতেন, যেরূপ রছুলুল্লাহ (দঃ) তদীয় পুত্র ইবরাহীমের ওফাতের সময় বলিয়াছিলেন যে তিনি বাঁচিয়া থাকিলে নবী হইতেন! এ গেল—আয়তের ব্যাখ্যা আর ইহার উদ্দেশ্য বুঝাযাইতেছে যে, আমাদের নবীর (দঃ) উপর পয়গম্বরী শেষ হইয়াছে। আছিম খাতমের 'তা'কে যবর যুক্ত এবং অন্য সকলেই যের যুক্ত পড়িয়াছেন। প্রথমোক্ত খাতম খিতাম হইতে ব্যুৎপন্ন, যাহাদ্বারা দ্বার অবরুদ্ধ করা হয়, এ স্থলে উহা নবীর উপর প্রযোজ্য হইয়াছে কারণ তাঁহার দ্বারা নবুওতের দ্বার অবরুদ্ধ করা হইয়াছে এবং প্রলয় কাল পর্য্যন্ত উহা রুদ্ধ থাকিবে। দ্বিতীয় পাঠ সূত্রে অর্থ হইবে—তিনি নবীগণকে—সমাপ্ত করেন অর্থাৎ তিনিই সমাপ্ত করার কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। এই অর্থ হয্রত ইব্নে মছউদের কিরআৎ সমর্থন করে। প্রথম অর্থ যমখ্শরী এবং দ্বিতীয় অর্থ ইমাম যাহেদী গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু উভয় অর্থের তাৎপর্য্য অভিন্ন অর্থাৎ 'শেষ'—তাই ইমাম নছফী আছিমের কিরআতের অর্থও 'শেষ' বলিয়াছেন এবং বয়যাভী উভয় কিরআতের অর্থই 'শেষ' করিয়াছেন। ✝

শয়খ আবদুলগণি নাবলছী (১০৫——১১৪৩) বলেন,—তা এ যের খাতেম, ইছমে ফাএল এবং যবর যুক্ত তা'র অর্থ সীল। ইবনেমালেক শরূহে-মজ্মা গ্রন্থে উভয় অর্থ উল্লেখ করিয়াছেন এবং উভয় কিরআতেই উহা পঠিত হয়। যের যুক্ত খাতেম পড়িলে অর্থ হইবে—নবীগণকে সমাপ্ত করিয়াছেন আর যবর যুক্ত খাতমুন নবীঈনের অর্থ হইবে——নবীগণের শেষ, তাঁহার পর আর কোন নবী নাই। যজ্জাজ (২৪১—৩১১) তাঁর মাআনিল্ কোর্আন গ্রন্থে ইহা বলিয়াছেন।*

হুজ্জাতুল ইছলাম শাহ ওলিউল্লাহ দেহলভী (১১১——১১৭৬) ولیکن پیغامبر خدا ست ومهر پیغمبران ست' بعد از وے هیچ پیغامبر نباشد আলোচ্য আয়তের অর্থ লিখিয়াছেন—পক্ষান্তরে আল্লাহর সংবাদ বাহক এবং পয়গম্বরগণের সীল, তাঁর পর আর কোন পয়গম্বর হইবেন না ✝

আল্লামা ছুলায়মান আল্ জমল (——১২০৪) বলেন, আয়তের অন্তর্ভূক্ত "তোমাদের মধ্যকার—কোন বয়স্ক পুরুষের পিতা নহেন"—বাক্য দ্বারা এই সন্দেহ উদ্রিক্ত হইতে পারে যে, সর্ব্বসাধারণের না হইলেও রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁর ঔরসজাত কোন বয়স্ক পুত্রের পিতা ছিলেন, এই সন্দেহকে 'খাতমুন-নবীঈন' বাক্য দ্বারা বিদূরিত করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে তিনি তদীয় ঔরসজাত কোন বয়োপ্রাপ্ত পুরুষেরও পিতা নহেন। কারণ যদি তাঁহার কোন সাবালক পুত্র জীবিত থাকিতেন, তিনি তাঁহার পর নবী হইবার অধিকারী হইতেন কিন্তু ইমাম বযদভী তাঁহার কশফ গ্রন্থে বলিয়াছেন যে পুত্র বাঁচিয়া থাকিলেই যে তাঁহার নবী হওয়া অপরিহার্য্য ছিল ইহা সঠিক নয়, কারণ বহু পয়গম্বরের বংশধরগণ নবী হইতে পারেন নাই এবং রিছালতের ভার কাহাকে সমর্পণ করা হইবে, । শুধু আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। শেহাবুদ্দীন ইহার—উত্তরে বলিয়াছেন যে যুক্তি বা ন্যায় শাস্ত্রের উপমানের উপর এই অপরিহার্য্যতা নির্ভর করে না, বরং

---

* শরূহে মওয়াহিবে লাদুন্নীয়াহ (৫) ২৬৭ পৃঃ।
✝ তফ্ছিরাতে আহ্মদীয়াহ ৬২৩ পৃঃ।

* আলহাদিকাতুননদীঈয়াহ (১) ৭১ পৃঃ।
✝ ফত্হুররহমান, ৪৩৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

হিক্‌মতে ইলাহীর চাহিদা সূত্রে এরূপ হওয়া উচিত। আল্লাহ কতক রছুলকে তাঁহাদের বংশধরগণের মধ্যে নবুওৎ দান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, যেমন হয্‌রত ইব্‌রাহীম খলীলুল্লাহ, অথচ আমাদের নবী তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত, অতএব তাঁহার বংশধর জীবিত থাকিলে রছুলুল্লাহর (দঃ) গৌরব রক্ষার্থে তাঁহাকে নবুওৎ দান করা উচিত হইত। সুতরাং তাঁহার পর নবুওৎ লাভ করার উপযোগী কোন সন্তান থাকার কথা অস্বীকৃত হইয়াছে নতুবা তাঁহার তিনজন পুত্র ইব্‌রাহীম, কাছেম ও তৈয়ব ছিলেন, যাঁহার অপর নাম তাহের ছিল, ইঁহারা সকলেই বয়োপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন। গ্রন্থকার অতঃপর খাতমুন্‌ নবীঈন সম্বন্ধে খাযেন ও যমখ্‌শরীর উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং এই সন্দর্ভে পূর্ব্বেই সেগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।*

আল্লামা শয়খ আবদুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১৫৯—১২৩৯) বলেন, ইহা অবগত হওয়া আবশ্যক যে, শিয়াদের ইমামিয়াপন্থীগণের মতবাদ অনুসারে কোন যুগ নবীশূন্য বা তাঁহার প্রতিনিধি ওছী বিহীন থাকিতে পারেনা। তাঁহারা প্রত্যেক যুগে নবীর প্রেরণ অথবা ওছীর নিয়োগকে আল্লাহর জন্য ওয়াজিব বলিয়াথাকেন। ইছ্‌মাঈলিয়াদের অন্যতম শাখা ছবঈয়ারা বলেন যে, প্রত্যেক যুগেই নবী ও ওছী উভয়েরেই বিদ্যমান থাকিতে হইবে, আজলীয়া ও মফ্‌যলীয়ারা প্রত্যেক যুগে নবীর বিদ্যমানতাকে— বিশ্বাস করেন এবং নবুওতের চরমত্বকে অস্বীকার করিয়া থাকেন। এই দুষ্ট মতবাদ কিতাব ও ইৎরত উভয়েরই বিরোধী। কোরআনের বহু আয়তের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, অনেক যুগ এরূপ অতিবাহিত হইয়াগিয়াছে যেকালে নবুওতের কোন— চিহ্নই বিদ্যমান ছিলনা, আর নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধেও কোরআনে বহু আয়ৎ রহিয়াছে, তন্মধ্যে আল্লাহর আদেশ— ولكن رسول الله وخاتم النبيين "হযরত মোহাম্মদ (দঃ) আল্লাহর রছুল এবং সর্ব্বশেষ নবী" অন্যতম। ইমাম

* ফতুহাতে ইলাহীঈয়া (৩) ৫২৯ পৃঃ।

গণের উক্তি এসম্পর্কে অফুরন্ত *

আল্লামা শয়খ আবদুল কাদের দেহ্‌লভী— (—১২৪২) উর্দু ভাষার সর্ব্বপ্রথম তফ্‌ছীরে আলোচ্য আয়ত প্রসঙ্গে বলেন, কাহাকেও হয্‌রত মোহাম্মদ মুছ্‌তফার (দঃ) পুত্র জানিবেনা, পক্ষান্তরে তিনি আল্লাহর রছুল, এ সূত্রে সকলেই তাঁর পুত্র। তিনি পয়গম্বরগণের উপর সীল, তাঁহার পর আর কোন পয়গম্বর নাই। এই গৌরব তাঁর সকলের উপর। †

আল্লামা শয়খ রফীউদ্দিন দেহ্‌লভী (—১২৪৯) তাঁর অনুপম উর্দু অনুবাদে আলোচ্য আয়তের শাব্দিক অর্থ করিয়াছেন— নহেন মোহাম্মদ (দঃ) পিতাকাহারো পুরুষগণের মধ্যে তোমাদের; পক্ষান্তরে আল্লাহর সংবাদবাহক বটেন এবং সমাপ্তকারী সকল নবীর এবং আল্লাহ বস্তুতঃ সকল বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন। ‡

আল্লামা ছৈয়দ ছিদ্দিক হাছান (১২৪৮—১৩০৭) তাঁহার বিস্তৃত উর্দু তফ্‌ছীরে আলোচ্য আয়ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,— এই আয়ত ইহার অকাট্য প্রমাণ যে হয্‌রত মোহাম্মদ রছুলুল্লাহর (দঃ) পর আর কোন নবী নাই। যদি নবী হওয়া সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে তাঁহার পর কাহারো পক্ষে রছুল হওয়া অধিকতর অসম্ভব কারণ রিছালতের মনছব নবুওত অপেক্ষা নির্দ্দিষ্ট, সকল রছুল নবীও বটেন কিন্তু সমুদয় নবী রছুল নহেন। অতঃপর এ প্রসঙ্গে অনেকগুলি হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন,— অতএব হয্‌রত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) কে মানবজাতির জন্য নবীরূপে প্রেরণকরা আল্লাহর বৃহত্তম অনুগ্রহ এবং রিছালত ও নবুওতের ধারাবাহিকতাকে তাঁহার উপর শেষ করা এবং অনন্যসাপেক্ষ ধর্ম্মকে তাঁহাদ্বারা সম্পূর্ণতাদান করা আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার! আল্লাহ স্বীয়গ্রন্থে এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার পৌনঃপুনিক ভাবে বর্ণিত হাদিছে বিশদভাবে বলিয়াদিয়াছেন যে, তাঁহার পর আর কোন নবী

* তুহ্‌ফায়ে ইছ্‌না আশারীঈয়া ১৫৭ পৃঃ।
† মুযেহল কোরআন, ৫৩৯ পৃঃ।
‡ তর্জ্জমা, ৭০০ পৃঃ (তাজ কোং)।

www.ahlehadeethbd.org

নাই, যাহাতে সকলেই জানিতে পারে যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) পর যে কেহ নবুওতের মন্‌ছবের দাবীদার হইবে সে মিথ্যুক, পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী। *

ফলতঃ খাতমুননবীঈনের যে তাৎপর্য্য আমরা আভিধানিক ভাবে সাব্যস্ত করিয়াছিলাম ন্যূনাধিক পঁয়ত্রিশটী তফ্‌ছীর তাহা সমস্বরে সমর্থন করিতেছে। ইছ্‌লামের স্বর্ণযুগত্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ-পর্য্যন্ত কোন নির্ভরযোগ্য সাহিত্যিক এবং বিশ্বস্ত আলেম খাতমুননবীঈনের অর্থ নবীগণের শেষ বা নবীগণের সমাপ্তকারী ছাড়া অন্যকোন অর্থ উচ্চারণ করেননাই সুতরাং এই অর্থের বিশুদ্ধতা সন্দেহাতিত ভাবে প্রমাণিত হইল। যদি কোন ব্যক্তি দুষ্ট বুদ্ধির প্ররোচনায় খাতমুননবীঈনের উপরিউক্ত অর্থের পরিবর্ত্তে অন্য কোন উদ্ভট ও কপোলকল্পিত অর্থ আবিষ্কার করিতে চায়, তাহার সে প্রচেষ্টা দুরভিসন্ধিমূলক—বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে এবং উহা আরাবী সাহিত্যে এবং কোর্‌আনের ব্যাখ্যাশাস্ত্রে তাহার অজ্ঞতাই প্রতিপন্ন করিবে।

তারপর সকলে ইহাও অবগত আছেন যে, আমরা হযরত মোহাম্মদ মুছতফার (দঃ) মধ্যস্থতাতেই কোরআন প্রাপ্ত হইয়াছি। কোরআনের সত্যতা সর্ব্বতোভাবে রছুলুল্লাহর (দঃ) সত্যপরায়ণতা ও বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে। অধিকন্তু আল্লাহ রছুলুল্লাহর (দঃ) উপর শুধু কোরআন—অবতীর্ণ করেন নাই, কোরআনকে ব্যাখা ও বর্ণনা করার ভারও তাঁহাকে অর্পণ করা হইয়াছিল এবং তিনি কোরআনের যে ব্যাখ্যা জগদ্বাসীকে সাধারণভাবে এবং মুছ্‌লিম জাতিকে বিশেষ ভাবে শুনাইয়াছিলেন তাহাও তিনি ওয়াহী বা প্রত্যাদেশের সাহায্যে আল্লাহর নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, কোরআনের এই ব্যাখ্যার নাম হাদীছ বা ছুন্নৎ। 'খাতমুন্‌নবীঈনে'র যে অর্থ ইছলাম জগতের মুফাছ্‌ছেরীণ এবং আরাবী সাহিত্যরথীগণ প্রদান করিয়াছেন তাহার বিশুদ্ধতা সত্যপরায়ণগণের ইমাম এবং সত্যাসত্যের মানদণ্ড রছুলুল্লাহর (দঃ) পবিত্র উক্তিসমূহের কষ্টিপাথরে আমরা অতঃপর যাচাই করিয়া দেখিব এবং নবুওতের চরমত্বপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহবাদীও সন্দেহস্রষ্টাদের সমুদয় চক্রান্তজাল ছিন্ন করিয়া—ফেলিব।

اللهم انت عضدى ونصيرى بك احول وبك اصول وبك اقاتل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم -

* তর্জুমানুল কোর্‌আন (১১) ৩৪৫ ও ৩৪৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

المباحثة والمناظرة
বিতর্ক ও বিচার

তারাবীহর নমায ও জামাআৎ।

বিগত শা'বান ও রামাযানে 'তর্জুমানুল্ হাদিছে'র 'জিজ্ঞাসা ও উত্তর' স্তম্ভে তারাবীহর নমায ও জামাআৎ সম্পর্কে একটী ধারাবাহিক সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সন্দর্ভে ছহীহ বুখারী, ছহীহ মুছলিম, মুওয়াত্তামালেক, মুছ্নদে আহ্মদ, ছুননে আবিদাউদ, ছুননে নাছায়ী, জামে তির্মিযি,—ছুননে বয়হকী, কিয়ামুললাইল-মর্ওয়াযী, মুন্তকাইব্নেতায়মিয়া, মুছ্তাদ্রকে হাকেম, শর্হে মাআনিউল আছার, কান্যুল উম্মাল ও তল্খীছুল মুছতাদ্রক প্রভৃতি ১৪ খানা হাদিছগ্রন্থ, ফত্হুলবারী, ইর্শাদুছ্ছারী, শর্হে মুছলীম-নববী, নয়লুল আওতার, আওজুলমা'বুদ, মুছাফফা, বলুগল আমানি—প্রভৃতি ৭ খানা হাদিছের ব্যাখ্যাগ্রন্থ, এবং কামুছ মাজ্মাউল বিহার, দুর্রেমনছুর ও ফতহুলকদির নামক চারিখানা অভিধান ও ভাষ্যগ্রন্থ এবং ইর্শাদুলফহুল নামক অছুলেরগ্রন্থ এবং ইছাবা নামক ছাহাবাগণের চরিতাভিধান এবং মিনহাজুছ্ছুন্নাহ, ছিরাতে মুছতাকিম, মা-ছাবাতা বিছছুন্নাহ, মছাবীহ, মদ্খল, মছায়েলে-ইমাম আহমদ, ফতাওয়ায়—শামিয়া, ফতাওয়ায় ছিরাজিয়া ও ফতাওয়ায় নযিরিয়া প্রভৃতি ৯ খানা ফিক্হের গ্রন্থ সর্ব্বশুদ্ধ ছত্রিশ খানা গ্রন্থের সাহায্যে প্রত্যেকটী উক্তির উল্লেখ—সহকারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাব্যস্ত করা হইয়াছিল,—

১। হাদীছগ্রন্থে তারাবীহর উল্লেখ।

২। কিয়ামে রামাযানের তাৎপর্য্য।

৩। কিয়ামে-রামাযানকে তারাবীহ বলা—হয় কেন?

৪। তারাবীহর কোর্আনি দলিল।

৫। ছাহাবাগণ কর্ত্তৃক তারাবীহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআৎ কায়েম করা এবং উহার জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) সুস্পষ্ট সম্মতি ও সন্তোষ।

৬। রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে তারাবীহর—নারী জামাআৎ।

৭। ছয়টী বিশুদ্ধ হাদিছের সাহায্যে স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক তারাবীহর জামাআৎ কায়েম করা এবং পরিবারভুক্ত নরনারী ও প্রতিবেশীবৃন্দকে ডাকাইয়া তারাবীহর জামাআতে সমবেত করার দলীল।

৮। জামাআতের সহিত ছাহাবাদিগকে তারাবীহ পড়ার জন্য রছুলুল্লাহর (দঃ) নির্দ্দেশ।

৯। হয্রত আবুবকর ছিদ্দিকের (রাযিঃ) যুগে ও উমর ফারুকের (রাযিঃ) ফিলাফতের সূচনায় রছুলুল্লাহর (দঃ) মছ্জিদে তারাবীহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআৎ কায়েম হওয়া।

১০। উমর ফারুকের (রাযিঃ) রছুলুল্লাহর (দঃ) ছুন্নতের অনুসরণ করিয়া তারাবীহর ক্ষুদ্র জামাআৎ গুলিকে এক বিরাট জামাআতে পরিণত করা।

১১। উমর ফারুকের (রাযিঃ) স্বয়ং তারাবীহর জামাআতে শামিল হওয়া এবং কখন কখন নিজেও ইমামৎ করা।

১২। হয্রত উছমানের (রাযিঃ) যুগে—তারাবীহর জামাআৎ।

১৩। হয্রত আলী মুর্তযার (রাযিঃ) যুগে তারাবীহর জামাআৎ।

১৪। হয্রত আবদুল্লাহ বিনে যুবায়রের—(রাযিঃ) যুগে তারাবীহর জামাআৎ।

১৫। রছুলুল্লাহর (দঃ) সহধর্ম্মিণীগণ (রাযিঃ) কর্ত্তৃক তারাবীহর জামাআৎ।

১৬। ছাহাবা ও তাবেয়ীগণ কর্ত্তৃক তারাবীহর জামাআৎ।

১৭। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক,

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ রহেমাহুমল্লাহর জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়ার ফতওয়া।

১৮। ইমাম আবদুল্লাহ বিনুল মুবারক, ইমাম ইছহাক বিনে রাহ্ওয়ে, ইমাম তাহাবী, ইমাম বয়হকী, ইমাম নববী, ইমাম ইব্নেতায়মিয়া, শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ, ইমাম শওকানী ও আল্লামা ছৈয়দ নযীর হুছাইন মুহাদ্দিছ দেহ্লভীর ফতওয়া।

১৯। শিয়াদের রদ অর্থাৎ হযরত উমরের তারাবীহর জামাআৎকে 'উত্তম বিদ্আৎ' বলার—তাৎপর্য্য।

২০। রছুলুল্লাহর (দঃ) উক্তি—"ফরয নমায ছাড়া অন্যান্য নমায গৃহে পড়া উত্তম" হাদীছের ব্যাখ্যা।

প্রকৃতপ্রস্তাবে সন্দর্ভের আলোচ্য প্রথমিক তিনটী ধারাকে পূর্ব্বাভাষ স্বরূপ এবং ৪ হইতে ৮ ধারা পর্য্যন্তকে দলীল রূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ৯ হইতে ১৮ পর্য্যন্ত ধারাগুলি দলীলের সমর্থনকল্পে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৯ ও ২০ ধারা দুইটী সন্দর্ভের পরিশিষ্ট। এক্ষণে যদি কোন বিদ্বান ব্যক্তি এই সন্দর্ভের প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম মূল প্রমাণগুলি খণ্ডন করিতে হইবে। অর্থাৎ—

(১) রাত্রির প্রথমার্দ্ধে, অর্দ্ধভাগে এবং শেষার্দ্ধে অনেক ছাহাবা রছুলুল্লাহর পিছনে নফ্লী নমাযের জামাআতে শরীক হইতেন বলিয়া কোরআনে উল্লিখিত হইয়াছে। কোরআন হইতে উদ্ধৃত আয়তসমূহ দ্বারা রামাযান ও গায়ের রামাযানে নৈশ-নমায জামাআৎ সহকারে পড়া সাব্যস্ত হইতেছে। প্রতিবাদকারীকে উপরি উক্ত কোরআনি দলীল খণ্ডন করিতে হইবে।

(২) রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশায় ছাহাবাগণের মছ্জিদে নববীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআতে তারাবীহ পড়ার এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক তাঁহাদের আচরণের সমর্থন ও সাধুবাদ করার যে হাদীছগুলি আবুদাউদ, বয়হকী ও কিয়ামুল লাইল হইতে হযরত আবু হোরায়রা ও ছাঅলাবা বিনে মালেকের প্রমুখাৎ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাদের অশুদ্ধতা—প্রমাণ করিতে হইবে।

(৩) রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে মুছলিম-জননীগণ এবং সাধারণ ছাহাবিয়াৎ জামাআৎ সহকারে তারাবীহ পড়িতেন বলিয়া মুছনাদে আহমদ ও কিয়ামুল লাইল হইতে যে হাদীছ হযরত জরির বিনে—আবদুল্লাহর বাচনিক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অশুদ্ধতা সাব্যস্ত করিতে হইবে।

৪। বুখারী, মুছলিম, আবুদাউদ, নাছায়ী—মুছনাদে-আহমদ, কিয়ামুল লাইল, বয়হকী, মুছতাদ্রকে হাকেম, তল্খীছুল মুছতাদরক ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আয়েশা, নো'মান বিনুল বশীর, আনছ বিনে মালেক, যয়েদ বিনে ছাবেত (রাযিয়াল্লাহো আনহুম) প্রভৃতির বাচনিক রামাযানের রাত্রির প্রথমার্দ্ধে—মধ্যে ও শেষার্দ্ধে জামাআতের সহিত রছুলুল্লাহর (দঃ) তারাবীহ পড়া এবং ছাহাবাদিগকে ডাকিয়া আনিয়া জামাআতে শরীক করা সম্পর্কে যে হাদীছগুলি—উদ্ধৃত হইয়াছে সেগুলির অথবা সেগুলির যে অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাদের অশুদ্ধতা প্রমাণিত করিতে হইবে।

৫। জামাআতের সহিত শেষপর্য্যন্ত তারাবীহ পড়িলে সমস্ত রাত্রির ইবাদতের ছওয়াব—হাছেল হওয়ার যে নির্দ্দেশ রছুলুল্লাহর প্রমুখাৎ হযরত আবুযর গিফারী (রাযিঃ) রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন এবং আহমদ, আবুদাউদ, নাছায়ী, তিরমিযি, বয়হকী ও মরওয়াযী প্রভৃতি যাহা স্বস্ব গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অসত্যতা প্রমাণিত করিতে হইবে।

যাঁহারা উপরিউক্ত প্রণালীতে সংযত ও বিশুদ্ধ ভাষায় এই মছ্আলার আলোচনা করিতে পারিবেন অতঃপর কেবল তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে।

* * * *

যাঁহারা মনে করেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্ত্তৃক ফরয নমায ব্যতীত অন্য সমুদয় নমায গৃহে পড়া উত্তম বলার তাৎপর্য্য ব্যাপক (আম), অর্থাৎ এই নির্দ্দেশ ফরয ব্যতীত অন্য সমুদয় নমাযের জন্য সকলক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য, তাঁহারা হাদিছটী মনোযোগ দিয়া পড়েন নাই। এই হাদিছ বুখারী হযরত যয়েদ বিনে ছাবিত ও জননী আয়েশার (রাযিঃ) বাচনিক তাঁহার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ছহীহ্ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত ও বিস্তৃতভাবে রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন। ছলাতুললাইল বা নৈশনমায অধ্যায়ে এই হাদিছ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। হযরত যয়েদ বিনে ছাবিত বলিতেছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) রামাযানে স্বীয় মছজিদে চাটাইয়ের সাহায্যে একটী হুজরা নির্ম্মাণ করিলেন এবং কয়েকরাত্রি— ধরিয়া তথায় নমায পড়িলেন। ছাহাবীগণের এক· দল তাঁহার ইক্তিদা করিতে থাকিলেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) ছাহাবাগণের বিষয় জানিতে পারিয়া গৃহে বসিয়া রহিলেন (আর বহির্গত হইলেননা)। প্রভাতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ছাহাবাদিগকে বলিলেন— তোমাদের আচরণ আমার অপরিজ্ঞাত ছিলনা, অতএব হে ছাহাবাগণ, তোমরা স্বস্ব গৃহেই নমায পড়, কারণ ফরয ব্যতীত মানুষের উৎকৃষ্ট নমায হইতেছে তার গৃহের নমায।

فقال : قد عرفت الذی رایت من صنیعکم، فصلوا ایها الناس فی بیوتکم، فان افضل الصلاة صلاة المرء فی بیته الا المکتوبة –

এই অধ্যায়ের অব্যবহিতপূর্ব্ব "ইমাম ও মুক্তাদির মাঝখানে যদি প্রাচীর বা পর্দ্দা থাকে" (اذا کان بین الامام و بین القوم حائط او سترة) অধ্যায়ে হয্‌রত আয়েশা জননীর বাচনিক একটু বিস্তৃতভাবে এই হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে কথিত হইয়াছে যে, দুই বা তিন রাত্রি পর্য্যন্ত ছাহাবাগণ রছুলুল্লাহর (দঃ) ইক্তিদা করিতে থাকিলেন কিন্তু অতঃপর রছুলুল্লাহ (দঃ) গৃহে বসিয়া রহিলেন, জামাআতের জন্য নিষ্ক্রান্ত হইলেন না। প্রভাতে বলিলেন— আমি তোমাদের জন্য নৈশ-নমায ফরয হওয়ার আশঙ্কা করিয়াছিলাম। *

انی خشیت ان تکتب علیکم صلاة اللیل –

এই একই হাদীছ বুখারী তাঁহার ছহীহ গ্রন্থে কিতাবুল আদব পরিচ্ছেদে "আল্লাহর আদেশের জন্য ক্রোধ ও কঠোরতা অবলম্বনের বৈধতা" (مایجوز من الغضب والشدة لامر الله) শীর্ষক অধ্যায়ে হযরত যয়েদ বিনে ছাবিতের বাচনিক আরো বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যয়েদ বলেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বিলম্ব করিলেন এবং গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেননা, তখন— ছাহাবীগণ চেঁচামেচি আরম্ভ করিলেন এবং দ্বারে কঙ্কর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন এতদিন তোমরা তারাবীহর জন্য সমবেত হইলে কিন্তু এখন আমার আশঙ্কা হইতেছে, ইহা তোমাদের জন্য ফরয হইয়া যাইবে, অতএব তোমরা গৃহেই নমায পড়, কারণ ফরয ছাড়া মানুষের অন্যান্য নমায গৃহে পড়াই উত্তম। * পুনশ্চ

وابطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج اليهم، فرفعوا اصواتهم وحصبوا الباب – فخرج اليهم مغضبا فقال لهم مازال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة فی بیوتکم، فان خیر صلاة المرء فی بیته الا الصلاة المکتوبة –

এই হাদিছ বুখারী কিতাবুল ই'তিছাম পরিচ্ছেদের "অত্যধিক জিজ্ঞাসাবাদ (ما یکره من کثرة السوال) নিন্দনীয় হইবার" অধ্যায়ে উপরিউক্ত যয়েদ বিনে ছাবিতের প্রমুখাৎ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, কয়েক রাত্রি তারাবীহ জামাআতের সহিত পড়ার পর পরবর্ত্তী রাত্রে যখন সকলে সমবেত হইলেন তখন তাঁহারা রছুলুল্লাহর (দঃ) শব্দ শুনিতে পাইলেননা। আঁহয্‌রত (দঃ)কে ঘুমন্ত মনে করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাশিতে আরম্ভ করিলেন। রছুলুল্লাহ (দঃ) তখন তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমাদের তারাবীহর জন্য সমবেত হওয়া আমার অবিদিত ছিলনা কিন্তু আমার আশঙ্কা হইল শেষে এই নমায—

فقال مازال بکم الذی رایت من صنیعکم حتی خشیت ان یکتب علیکم ولو کتب علیکم ما قمتم به، فصلوا ايها الناس فی

* বুখারী (১) ৮৮ পৃঃ।

* বুখারী (৪) ৪৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

তোমাদের জন্য ফরয হইয়া নাযায় আর ফরয হইয়া পড়িলে তোমরা কিছুতেই উহা কায়েম রাখিতে পারিবেনা। অতএব হে ছাহাবাগণ, তোমরা উহা স্বস্ব গৃহেই পড়, কারণ ফরয নমায ব্যতীত অন্যান্য নমায গৃহে পড়াই উত্তম। * بيوتكم، فان افضل صلوة المرء فى بيته الا المكتوبة -

ইমাম আহ্মদ ইমাম মুছ্লিম, বয়হকী ও মর্ওয়াযী আপনাপন গ্রন্থে যয়েদ বিনে ছাবিতের উপরিউক্ত বিস্তৃত রেওয়ায়ৎ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। †

বুখারী কর্তৃক বর্ণিত শুধু প্রথম হাদিছটী অবলম্বন করিয়া কোন আহলেহাদিছ ফরয ব্যতীত অন্য সমুদয় নমায মছজিদে জামাআৎ সহকারে পড়ার নিন্দা করিতে পারেননা, কারণ হাদিছগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে গৃহে তারাবীহ পড়ার আদেশের এই তাৎপর্য্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ফরয হইবার আশঙ্কা করিয়া এবং ফরয হইলে উম্মতের পক্ষে তাহা নিরতিশয় কষ্টসাধ্য হইবে বিবেচনা করিয়া গৃহে নমায পড়ার অনুমতি দিয়াছিলেন গৃহে নমায পড়ার অনুমতি প্রদান করার হেতুবাদ (ইল্লৎ) কোন ছাহাবা, তাবেয়ী বা ইমাম ও ফকিহের ইজতিহাদ নয়, উহা শরীআতরে পবিত্র রসনা হইতেই উচ্চারিত হইয়াছে বিশেষতঃ যে তারাবীহর জামাআৎ রছুলুল্লাহ (দঃ) স্বয়ং কায়েম করিয়াছিলেন এবং পুরুষ ও নারীদিগকে তাহাতে যোগ দেওয়াইবার জন্য বিশেষ ভাবে আয়োজন করিয়াছিলেন উহা হইতে বিরত থাকার এবং বিরতির জন্য অপরকে উপদেশ দেওয়ার অন্য কি কারণ থাকিতে পারে? তারাবীহর জামাআৎ কায়েম করার ছুন্নিয়ৎ রছুলুল্লাহর (দঃ) আচরণ ছাড়া তাঁহার কওল হইতেও স্পষ্টভাবে প্রমাণিত আছে। ইমাম আহ্মদ, আবুদাউদ, তিরমিযি, নাছায়ী, মর্ওয়াযী ও বয়হকী প্রভৃতি হয্রত আবুযরের বাচনিক রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, তারাবীহর নমাযে যেব্যক্তি ইমামের শেষ নাহওয়া পর্যান্ত ইক্তিদা করিতে থাকিবে, সে সমস্ত রাত্রির— কিয়ামের ছওয়াব লাভ করিবে। * ان الرجل اذا قام مع الامام حتى ينصرف، حسب له بقية ليلته -

তারাবীহর জামাআতের ছুন্নিয়ৎ সম্পর্কে উল্লিখিত সমুদয় হাদিছ গৃহে নমায পড়ার হাদিছ দ্বারা মন্ছুখ হইয়াছে এরূপ কথা পৃথিবীর কোন মুহাদ্দিছ কোনদিন বলেন নাই, সুতরাং উভয় প্রকার আদেশের সমন্বয় (তৎবীক) একমাত্র রছুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক বর্ণিত কারণের (তওজীহ) সাহায্যেই সাধিত হইতে পারে রছুলুল্লাহর (দঃ) স্বর্গারোহণের পর গৃহে তারাবীহ পড়ার ইল্লৎ বিদূরিত হইয়াছে, ইছলাম পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, তাহার ফরায়েয, ওয়াজিবাৎ বিধিবদ্ধ হইয়াগিয়াছে, ওয়াহীর ধারাবাহিকতা সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। আজ তারাবীহ বা অন্যকোন নফ্লী ইবাদৎ অথবা মতবাদ ফরয বা ওয়াজিব হওবার উপায় নাই, সুতরাং তারাবীহ জামাআতের সহিত পড়ার যে আদর্শ স্বয়ং রছুলুল্লাহ (দঃ) প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং তজ্জন্য উম্মৎকে উৎসাহিত করিয়াছেন, তাহা প্রতিষ্ঠিত করা ছুন্নতের অনুরক্তগণের কর্ত্তব্য; ইহাই আহলেহাদিছ উলামার পরিগৃহীত সিদ্ধান্ত। আহলেহাদিছবিদ্বেষী শিয়াদের ন্যায় গোঁড়া মুকাল্লেদীন ছাড়া তারাবীহর জামাআৎকে কোন উল্লেখযোগ্য ফকিহ ও মুহাদ্দিছ কস্মিনকালেও শারায়ী বিদ্আৎ বলিয়া অভিহিত করার ধৃষ্টতা করেন নাই। আহলেহাদিছগণের একচ্ছত্র—ইমাম শায়খুলইছ্লাম ইব্নেতায়মিয়া এ সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, তর্জ্জমানের ৪০২ হইতে ৪০৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। সত্যান্বেষীগণ উহা আর একবার পাঠকরিলে উপকৃত হইবেন।

* * * *

* বুখারী (৪) ১৬৪ পৃঃ।

† মুছনাদে আহ্মদ (৫) ১৩ পৃঃ; মুছলিম—(১) ২৬৬ পৃঃ; ছুননে বয়হকী (২) ৪৯৪ পৃঃ। কিয়ামুল্লাইল ৯৫ পৃঃ।

* মুছ্নদে আ্মদ (৫) ১১পৃঃ; আবুদাউদ (১) ৫২১ পৃঃ; তিরমিযি (২) ৭২পৃঃ; নাছায়ী ২৬৮ পৃঃ; বয়হকী (২) ৪৯৪ পৃঃ; মর্ওয়াযী ৮৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

রছুলুল্লাহর (দঃ) জীবদ্দশায় এবং তাঁহার পরলোক গমনের পর হইতে উমর ফারুকের (রাযিঃ) খেলাফতের প্রাথমিক কাল পর্যন্ত ছাহাবাগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআতে তারাবীহ পড়ার কথা মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ও ছহীহ বুখারী প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। ছাহাবাগণ রামাযান মাসে স্বস্ব গৃহের পরিবর্ত্তে মছ্‌জিদে নববীতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআতে তারাবীহ পড়িতেন, হযরত উমর (রাযিঃ) ক্ষুদ্র জামাআৎ গুলিকে রছুলুল্লাহর (দঃ) আদর্শের অনুসরণ করিয়া এক বিরাট জামাআতে সম্মিলিত করিয়াছিলেন মাত্র। * শায়খুল ইছ্‌লাম উপরিউক্ত হাদীছ অবলম্বন করিয়াই বলিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) যুগে ছাহাবাগণ তারাবীহর নমায—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআতে ও এককভাবে পড়িতে অভ্যস্ত ছিলেন। হযরত উমর আপন যুগে তারাবীহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআৎগুলিকে এক ইমামের পশ্চাতে একত্রিত এবং মছ্‌জিদকে আলোকোজ্জল করিয়াছিলেন। † ইব্‌নে শিহাবের উক্তি যে, রছুলুল্লাহর (দঃ) পরলোকগমনের পর এইভাবে তারাবীহর কার্য্য চলিতে থাকে, অতঃপর হযরত আবুবক্‌রের খিলাফতেও তারাবীহ এইভাবে চলিতে থাকে— ইহার মৎলব কেহ কেহ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) এবং আবুবক্‌র ছিদ্দিকের যুগে মছ্‌জিদে জামাআৎ সহকারে তারাবীহ পড়া হইতনা, কিন্তু মুওয়াত্তা ও বুখারীর হাদীছ দ্বারা উক্ত ব্যাখ্যার ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হইতেছে। শায়খুলইছ্‌লামের ন্যায় ইমাম আবুল ওলীদ বাজী (৪০৩—৪৭৪) ও ইব্‌নে শিহাবের উক্তি সম্পর্কে বলিয়াছেন, তাঁহার কথার এ অর্থ বিশুদ্ধ হইবে যে, আঁহযরতের (দ) এবং ছিদ্দিকের সময়ে ছাহাবাগণ সকলেই একই ইমামের পিছনে জামাআৎ করিয়া তারাবীহ পড়িতেননা, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জামাআতে পড়িতেন। * এতদ্ব্যতীত ইব্‌নে শিহাব ছাহাবী নন, সুতরাং তাঁর এই সাক্ষ্য মুর্ছাল! ছহিহ হাদিছের মুকাবেলায় অগ্রাহ্য! অতএব উমর ফারুকের (রাযিঃ) খিলাফতের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত সকল ছাহাবার স্বস্ব গৃহে তারাবীহ পড়ার দাবী ভ্রমাত্মক। ছহিহ হাদিছের মুকাবেলায় ছিরাজুল ওয়াহ্‌হাজ বা অন্য কোন গ্রন্থের লেখকের ব্যক্তিগত উক্তির কোন মূল্য নাই।

* * * *

তারাবীহ বিদ্বেষীরা আর একটী কথা বলিয়া অজ্ঞলোকদিগকে ধোকাদিয়া থাকেন যে, হযরত উমর স্বয়ং তারাবীহর জামাআৎকে "উত্তম বিদ্‌আৎ" বলিয়াছেন। সুতরাং উহা বিদ্‌আৎ। যদি কিছুক্ষণের জন্য মানিয়া লওয়া যায় যে, শরীআতের পরিভাষায় যে বিদ্‌আৎ গোমরাহী ও মহাপাপ, হযরত উমর তারাবীহকে সেই বিদ্‌আৎ বলিয়াই আখ্যাত করিয়াছেন, তথাপি ইহা চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) যে নমায স্বয়ং কায়েম করিয়াছিলেন এবং ছাহাবাগণকে ডাকিয়া আনিয়া উহার জামাআতে যোগ দেওয়াইয়াছিলেন, তাঁহার সম্মুখে যাঁহারা জামাআৎ সহকারে তারাবীহ পড়িতেছিলেন, তাঁহাদের সাধুবাদ করিয়াছিলেন, শুধু হযরত উমর বা অন্য কোন ছাহাবীর কথামত সেই কার্য্য কিরূপে বিদ্‌আৎ হইবে? একজন মুমেনের পক্ষে হযরত উমর বা অন্য কোন ছাহাবী, ইমাম বা পীর ছাহেবের ভ্রম মানিয়া লওয়া সহজ, কিন্তু রছুলুল্লাহর (দঃ) কোন কার্য্য বা উক্তিকে বিদ্‌আৎ বলা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। যে কাজ আঁহযরত (দঃ) সমস্ত জীবনের মধ্যে একবারও

* মোওয়াত্তা (১) ১০৪ পৃঃ; বুখারী (১) ২২৪ পৃঃ।
† ছিরাতে মুছ্‌তাকিম ১৩৩ পৃঃ।
* তন্‌বীরুল হাওয়ালেক (১) ১০৪ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

করিয়াছেন, তাহাকে যে বিদ্‌আৎ বলে তাহার স্থান কোথায়?

كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا !

তারাবীহর জামাআৎকে হযরত উমরের উত্তম বিদ্‌আৎ বলার তাৎপর্য্য মূল প্রবন্ধে বিশদরূপে—আলোচিত হইয়াছে এবং প্রমাণ করা হইয়াছে যে, শরায়ী বিদ্‌আৎ যাহা গোমরাহী এবং পাপ, তাঁহার সহিত হযরত উমরের কথিত উত্তম বিদ্‌আতের কোন সম্পর্ক নাই। এবিষয়ে পুনরুক্তি অনাবশ্যক। তারাবীহ বিদ্বেষীরা ইয়াহুদীদের অনুসরণ করিয়া মূর্খলোকদিগকে বলিয়াথাকে যে, ইমাম শওকানীর নয়লুল আওতারে এবং আল্লামা শমছুল্‌হকের আওনুল মাবুদ গ্রন্থে তারাবীহর জামাআৎকে বিদ্‌আৎ বলা হইয়াছে। নয়লুল আওতারে কদাচ তারাবীহকে বিদ্‌আৎ বলা হয় নাই, শিয়াগণের ইমামরা উহাকে বেদ্‌আৎ বলেন তাহাই নকল করা হইয়াছে। নয়লুল আওতারে এ বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইতেছে——

আবু হোরায়রা ও আবদুর রহমান বিনে আওফের বাচনিক যে দুইটী হাদিছ তর্জুমানের ৩৩৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইয়াছে শওকানী তৎসম্পর্কে বলিতেছেন,

والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وذالك استحبابه واستدل به ايضا على استحباب صلاة التراويح لان القيام المذكور فى الحديث المراد به صلاة التراويح قال النووى اتفق العلماء على استحبابها واختلفوا فى ان الافضل صلاتها فى بيته منفردا ام جماعة فى المسجد فقال الشافعى وجمهور اصحابه وابو حنيفة واحمد وبعض المالكية وغيرهم الافضل صلاتها جماعة واستمر عمل المسلمين عليه لانه من الشعائر الظاهرة فاشبه صلاة العيد وبالغ الطحاوى فقال ان صلاة التراويح فى الجماعة واجبة على الكفاية وقال مالك و ابو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم الا فضل فرادى فى البيت وقالت العترة ان التجميع فيها بدعة —

রামাযান মাসের—রাত্রিকালীন নমাযের ফযিলৎ এবং উহা বরণ করার তাকিদ এই—হাদিছ দ্বারা প্রমাণিত হয় আলেমগণ এই হাদিছ দ্বারা তারাবীহর নমায—মুছতাহাব হওয়া প্রমাণিত করিয়াছেন—কারণ রামাযানের—নৈশ ইবাদৎ বাকিয়াম-কেই তারাবীহ বলে। নববী বলেন,—আলেমগণ তারাবীহর মুছতাহাব হওয়া সম্বন্ধে একমত, তবে উহা গৃহে একক ভাবে পড়া ভাল না মছ্‌জিদে—জামাআতের সহিত পড়া অধিকতর উত্তম, সে সম্পর্কে তাঁহারা মতভেদ করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী এবং তাঁহার অধিকাংশ—সঙ্গীগণ এবং ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আহমদ এবং মালেকী মযহবের কতিপয় উলামা বলেন যে, জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়াই উত্তম। মুছলমানগণ চির দিন এই রীতির অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন,—কারণ তারাবীহ ইছলামের প্রকাশ্য রীতির অন্যতম উহা ঈদের নমাযের ন্যায়। ইমাম তাহাবী এতদূর পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, জামাআতের সহিত তারাবীহ ওয়াজেবে-কিফায়া। ইমাম মালেক, ইমাম—আবু ইউছুফ এবং শাফেয়ী মযহবের কতক উলামা বলেন যে, তারাবীহর নমায স্বস্ব গৃহে একক ভাবে পড়া উত্তম। কিন্তু শিয়ারা যে সকল ইমামের অনুসরণ করেন তাঁহারা বলেন যে, তারাবীহর জন্য সমবেত হওয়া বিদ্‌আৎ। *

আমি বলিতে চাই যে, তারাবীহর জামাআৎ সম্বন্ধে ইমাম মালেকের যে অভিমত শওকানী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সঠিক নয়। ইমাম ছাহেব স্বয়ং বলিয়াছেন যে, জামাআতের সহিত তারাবীহর—পদ্ধতী আমার নিকট অধিকতর প্রিয়,— দেখ ছৈয়ুতীর মাছাবীহ। ইমাম মালেক নিজে জামাআতের সহিত তারাবীহ পড়িতেন কিন্তু বিত্‌র আপন গৃহে যাইয়া পড়িতেন,— দেখ ইবনুলহাজ মালেকীর মদ্‌খল (২) ১৪৪ পৃঃ। তারপর শিয়াদের ইমামগণের কথা, প্রথমতঃ আহলে ছুন্নৎগণের নিকট তাঁহাদের

* নয়লুল আওতার (৩) ৪৩ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উক্তির কি মূল্য থাকিতে পারে ? দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের মধ্যে কে কে তারাবীহর জামাৎকে বিদআৎ বলিয়াছেন তাহা শওকানী উল্লেখ করেন নাই।— আমরা এই টুকু জানি যে. শিয়াদের ওছী এবং আহলে-ছুন্নৎগণের আমিরুল মোমেনিন হযরত আলী মুর্তযা স্বয়ং তারাবীহর জামাআতের ইমামৎ করিতেন। এবং জনমণ্ডলীকে তারাবীহর জামাআতে শরীক হইবার জন্য আদেশ দিতেন। *

স্বয়ং ইমাম শওকানীর তারাবীহ সম্বন্ধে অভিমত কি, এক্ষণে তাহা দেখা হউক। তিনি বলিতেছেন উম্মুল মুমেনিন আয়েশার হাদিছ দ্বারা† নয়লের মূল মুনতকার গ্রন্থকার তারাবীহর নমায প্রমাণিত করিয়াছেন। তিনি ছাড়া ইমাম বুখারী প্রভৃতিও উপরিউক্ত হাদিছ দ্বারা তারাবীহ সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইমাম বুখারী তাঁহার ছহীহ গ্রন্থের তারাবীহ পরিচ্ছেদে অন্যান্য হাদিছের সঙ্গে হযরত আয়েশার— হাদিছও উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমাণের — হেতুবাদ এই যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) উক্ত নমায মছজিদে পড়িয়াছিলেন এবং ছাহাবাগণ তাঁহার পিছনে পড়িয়াছিলেন— এবং রছুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহাদের জামাআত করিয়া তারাবীহ পড়ার নিন্দাবাদ করেন নাই এবং এই— ব্যাপার রামাযানে ঘটিয়াছিল। রছুলুল্লাহ (দঃ)

واستدل بحديث عائشة المصنف على صلوة التراويح وقد استدل به على ذلك غيره كالبخارى فانه ذكره من جملة الاحاديث التى ذكرها فى كتاب التراويح من صحيحه - ووجه الدلالة ان النبى صلى الله عليه وسلم فعل الصلوة فى المسجد وصلى خلفه الناس ولم ينكر عليهم وكان ذلك فى رمضان ولم يترك الا لخشية الافتراض فصح الاستدلال به على مشروعية مطلق التجميع فى النوافل فى ليالى رمضان -

* বয়হকীর ছুনন (২) ৪৯৪ ও ৪৯৮ পৃঃ।

† জননী আয়শার হাদিছের জন্য দেখ তর্জুমান— ৩৩৯ পৃঃ।

তারাবীহ ফরয হইয়াযাওয়ার আশংকা ছাড়া অন্য কোন কারণে উহা পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব উল্লিখিত হাদিছের সাহায্যে রামাযানের রাত্রিতে নফ্‌লী নমাযের জন্য জামাআৎ করার বৈধতা প্রতিপন্ন করা সঙ্গত হইয়াছে *

নয়লুল আওতারে তারাবীহর জামাআতকে বিদ্‌আৎ বলা হ য়াছে, তারাবীহ বিদ্বেষীগণের এ উক্তি কতদূর সত্য, আশা করি তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন !

نزلوا بمكة فى قبائل هاشم
ونزلت فى البيداء ابعد منزل !

আর আওনুলমাবুদেও তারাবীহর জামাআৎকে শারায়ী বিদ্‌আৎ বলা হয় না। উহাতে আছে যে, সমস্তলোককে এক জামাআতে সমবেত করিয়া হযরত উমর বলিয়াছিলেন যে ইহা উত্তম বিদ্‌আৎ। সমস্ত লোককে এক অখণ্ড জামাআতে— পরিণত করার কার্য্য রছুলুল্লাহর (দঃ) সময়ে হয় নাই বলিয়া হযরত উমর আকৃতিগত ভাবে উহাকে বিদ্‌আৎ বলিয়াছিলেন, নতুবা— প্রকৃতপক্ষে উহা—— আদৌ বিদ্‌আত নয় কারণ রছুলুল্লাহ (দঃ) তারাবীহ ফরয হইবার আশঙ্কা করিয়াই উহা গৃহে পড়ার আদেশ দিয়াছিলেন এবং আঁহযরতের (দঃ) ওফাতের পর সে আশঙ্কা বিদূরিত হইয়াছে। †

وكان عمر يقول فى جمعه الناس على جماعة واحدة نعمت البدعة هى وانما سماها بدعة باعتبار صورتها فان هذا الاجماع محدث بعده صلى الله عليه وسلم وباعتبار الحقيقة فليست بدعة لانه صلى الله عليه وسلم انما امرهم بصلوتها فى بيوتهم لعلة هى خشية الافتراض وقد زالت بوفاته صلى الله عليه وسلم -

নয়লুল আওতার ও আওনুলমাবুদের রচয়িতাগণ তারাবীহরবিদ্‌আৎ হওয়া খণ্ডন করিতেছেন আর তারাবীহ বিদ্বেষীগণ তাঁহাদের নামে মিথ্যা

* নয়লুল আওতার (৩) ৪৪ পৃঃ।

† আওনুলমাবুদ (১) ৫২১ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রচারণা চালাইতেছেন যে, তাঁহারা উহাকে বিদ্‌আৎ বলিয়াছেন। এরূপ সুলভ ও সর্ব্বজনবিদিত গ্রন্থসমূহের নামে যাহারা এরূপ লজ্জাকর তহ্‌রীফ চালাইতে পারে তাহাদের অসাধ্য কি আছে ?

یا سالکابیں الا سنة والقنا

انی اشم علیک رائحة الدم !

*　　*　　*　　*

তজু‌র্মানুল হাদিছে প্রকাশিত তারাবীহর নমায ও জামাআৎ শীর্ষক সন্দর্ভ পাঠ করিয়া রাজশাহী যিলার জনৈক অবগুণ্ঠনধারী ব্যক্তি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া তজু‌র্মান সম্পাদককে ব্যক্তিগতভাবে—গালাগালি করিয়া একখানা পত্র লিখিয়াছেন এবং তিনি যে একজন মওলবী তার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর বিলাতি বাঙলা পত্রকে স্বদেশী আরাবী দ্বারা—অলংকৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই অবগুণ্ঠনধারী ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা অবগত নন যে, কোন সাময়িকে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে হইলে সম্পাদককে ব্যক্তিগতভাবে পত্র লিখিয়া গালিগালাজ করা মূর্খতার পরিচায়ক আর প্রতিবাদের জন্য কিছু বিদ্যাবুদ্ধিরও প্রয়োজন। আমরা প্রথমে তাঁর বিলাতি বাঙলার নমুনা পাঠক পাঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি,——

"প্রস্থচনা! বর্ত্তমান যুগে মোত্তকী উলামায়ে আহলে হাদিসগণের অভাব হওয়ায় কতকগুলিল মোজাবজাবিন. মোবতাদেঈন মোফছেদিন পরবর্ত্তির দল ব্যাবসার উন্নতিকল্পে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির আসনে বিশ্ববরনের আকাঙ্খা করিতেছেন, রছুলেকরিমের (দঃ) হুকুম তাব্‌দিল মানসে নানান অভিযোগ আরোপ করিয়া অজ্ঞ সমাজে বিদ্বেশ রটনা করিতেছেন হজরত রছুলেকরিমের (দঃ) নির্দ্দেশ· স্বর্ত্তে, ছাত্র. সহচর, ফোকাহা, আয়েম্মা, বৃহত্তম দলের মতে মতদিয়া নিন্দনিয় আরগমেণ্ট ডায়রি ভুক্ত করিয়াছেন. কোরান ও ছুন্নতে যেশব্দের অস্তিত্ব নাই, তাহাই অজ্ঞসমাজে বিক্ষোভ ছড়াইয়া নুতন রুত্বে নুতনকর আব্দার করিতেছেন, রছুলেকরিমের (দঃ) অমূল্যবানীকে কটাক্ষ করিয়া ছাহাবা তাবেয়িন ফোকাহা আয়েম্মা 'অধ্যায়' অভিমতকে ডিগ্রি দিয়াছেন, সত্যিকার উলামা, শিক্ষিত ও উপযুক্ত গনকে নিরক্ষর বিদ্যারথী, মূর্খের বাড়াবাড়ি রাফেজীদের মত, হতভাগ্য, মুর্খ, যালিম ইত্যাদী প্রকারে নিরক্ষর অজ্ঞ বালকের ন্যায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বেদাতির গুষ্টির কলঙ্ক মোচনার্থে কেহ মুজতাহিদ কেহবা মুর্শেদ (*) সাজিয়াছেন। এই মিথ্যা অরাজকতা প্রচারনা বিরুদ্ধে উথান নিত্যান্ত কর্ত্তব্য"!!

যে বিদ্যার জাহাযে চড়িয়া অবগুণ্ঠনধারী প্রতিবাদের তরবারী নিষ্কাশিত করিয়াছেন, পাঠক পাঠিকাগণ তাহার নমুনা দেখিলেন, ইহার উপর টীকাটিপ্পনি অনাবশ্যক। এক্ষণে তাঁহার স্বদেশী আরাবীর কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ করুন,——

وقد عجبت ما حرره عبارة واهية فی ثبوت صلوة التراویح بالجماعة کتاب صلوة التراویح – باب صلوة التراویح وقال قال رسول الله صلے الله علیه وسلم جعل الله صیامه فریضة وقیام لیله تطوعا – ههنا ما معنی التراویح وقیام رمضان ومالفرق بینهما ومالنسبة بینهما وعدة اخری انک کتبت قال المرواجی خرج رسول الله صلعم فاذا الناس فی رمضان تصلون فی ناحیة المسجد – وقال الصعلبة خرج رسول الله صلعم ذات لیلة الخ والباب البیهقی واقوال الفقهاء ولا تفکرت فی قول رسول الله صلعم صلوا فی بیوتکم الا المکتوبة متفق علیه وقال صلعم صلوة المرء فی بیته افضل صلوته فی مسجدی هذا رواه الترمذی وابو داود فما التوجیه بینهما و انک ان تعمقت فی قوله صلعم وفی اقوالهم فما تفرعت بهذا یعلم انک تعلم الحدیث و فهمک مستقیم وتبین ایضا ان لامثالک فی هذا الدیار باطفاء نور الحق والله متم نوره ولو کرهت وما استطت فهو لیس بجدیر – وغیر ذلک من الهفوات الی آخرها –

* আল্‌ হাদিছ প্রিণ্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউসের ম্যানেজার মওলানা মোহাম্মদ মওলাবখ্‌শ নদ্‌ভী মুর্শিদাবাদীর কবি নাম—মুর্শেদ !

www.ahlehadeethbd.org

যে বাতমিযের একটী লাইনও আরাবী—লিখিবার তমিয নাই, যে নেকবখ্ত আহ্লেহাদিছগণের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইমাম মোহাম্মদ বিন নছর মর্ওয়াযী (محمد بن نصرالمرو زى) কে চিনে না, তর্জুমানে লিখিত বাঙলা অক্ষরকে নিজের বিদ্যার যোরে আরাবী বানাইয়া مر واجى লিখিয়াছে — বিখ্যাত ছাহাবী ছাঅলাবার (ثعلبة بن مالك) নামকে صعلبة লিখিতে লজ্জা বোধ করে নাই, তাহার মত মুফ্তীর লেখা লইয়া তর্জুমানের পৃষ্ঠাকে কলংকিত এবং পাঠক পাঠিকাদের সময় নষ্ট করার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত, এবং অপ্রীতিকর কার্য্যে—আমাকে ব্রতী হইতে বাধ্য করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর লোকেরা যদি আল্লাহর শরীআতের ঠিকাদার হইবার দাবী করে আর যে সমাজ এরূপ বিদ্যা বাগীশের তক্লীদ করিয়া ইবাদতের মছ্আলাগুলিরও সমাধান করিতে চায়, সে সমাজের ভবিষ্যৎ কি, তাহা বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক। অপ্রাসঙ্গিক কথা বাদ দিলে পত্রে উল্লিখিত সমুদয় বিষয়ের জওয়াব মূল প্রবন্ধেই ছিল, তথাপি বক্ষ্যমান নিবন্ধে সবগুলিরই পুনরুক্তি করা হইয়াছে। পত্রলেখক গৃহে নমায পড়ার জন্য যে দুইটী হাদিছ বুখারী ও আবুদাউদের বরাতে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার বর্ণিত শব্দে (লফ্যে) উহা উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে আমি অনুসন্ধান করিয়া পাইনাই, যদি পত্রলেখকের মনে আল্লাহর ভয় কিছুমাত্র থাকে তাহা হইলে তাঁহার লিখিত লফ্যের বরাৎ বাব ও পৃষ্ঠার উল্লেখ সহকারে তিনি অবিলম্বে তর্জুমান সম্পাদকের মারফৎ আমাকে জানাইবেন, নতুবা জাল—হাদিছ রচনা করার দণ্ড গ্রহণ করার জন্য তিনি প্রস্তুত থাকিবেন। আর গৃহে নমায পড়া আফজল বলিয়া স্বীকার করিলেই কি তারাবীহ জামাআতের সহিত পড়া মফ্যুল হইয়া যাইবে? শরীআতের প্রকৃত আলেমগণ আমার নিম্নলিখিত তকরীর (বিচারণা) মেহেরবানি করিয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন——

وقول النبى صلى الله عليه وسلم : افضل الصلوة صلوة المرء فى بيته الا المكتوبة' فالمراد بذلك مالم تشرع له الجماعة كصلوة الكسوف ففعلها فى المسجد افضل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة واتفاق العلماء — وقيام رمضان انما لم يجمع النبى صلى الله عليه وسلم الناس عليه خشية ان يفترض وهذا قد امن بموته - فصار هذا كجمع المصحف وغيره' واذا كانت الجماعة مشروعة فيها ففعلها فى الجماعة افضل — والوقت المفضول قد يختص العمل فيه بما يوجب ان يكون افضل منه فى غيره' كما ان الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة افضل من التفريق بسبب اوجب ذلك' وان كان الاصل ان الصلاة فى وقتها الحاضر افضل والابراد بالصلاة فى شدة الحر افضل واما يوم الجمعة فالصلاة عقب الزوال افضل ولايستحب الا براد بالجمعة لما فيه من المشقة على الناس' وتاخير العشاء الى ثلث الليل افضل الااذا اجتمع الناس وشق عليهم الانتظار فصلاتها قبل ذالك افضل و يستحب اذا اسفر بالصبح ان يسفربها لكثرة الجمع وان كان التغليس افضل فقد ثبت بالنص والاجماع ان الوقت المفضول قد يختص بمايكون الفعل فيه احيانا افضل — هذا آخر ما اردت ايراده فى الكتاب والله اعلم بالصواب والصلوة والسلام على محمد افضل البريات وعلى آله وصحبه التحيات الزاكيات وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين —

www.ahlehadeethbd.org

ادارية

সাময়িক প্রসঙ্গ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র।

পকিস্তান গণপরিষদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত মুলনীতি নির্দ্ধারণ-কমিটী এবং মৌলিক-অধিকার-নির্দ্ধারণ—কমিটীর ছুফারিশগুলি সুদীর্ঘ প্রতিক্ষার পর গণ-পরিষদে উপস্থাপিত হইয়াছে। এই ছুফারিশ সমূহ আমাদের মনঃপুত এবং আশানুরূপ না হইলেও ওগুলির সমর্থনে এবং প্রতিবাদে সমগ্র পাকিস্তানে যে রীতির অনুসরণ করা হইতেছে, তাহা আমা-দিগকে অত্যন্ত ব্যথিত করিয়াছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, পাকিস্তান অর্জ্জনকরা অপেক্ষা পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ঠিক করার কাজ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের দাবীকে স্বীকার করাইবার জন্য যে, দৃঢ়তা ও জাতীয় ঐক্য আবশ্যক ছিল, শাসনতন্ত্র নির্দ্ধারণ করার কালে তাহার প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়নাই, বরং স্তোক ও উত্তেজনার পরিবর্ত্তে স্থৈর্য্য, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার আবশ্যকতা বাড়িয়া গিয়াছে কারণ পাকিস্তানে আশা ও আকাঙ্খার বিকাশ এবং উহার স্থায়িত্ব এই রাষ্ট্রের শাসন-সংবিধানের উপরেই সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিতেছে। আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিগণ ছুফারিশ সমূহের সমর্থনে যে কৈফিয়ৎ জনমণ্ডলীকে শুনাইতেছেন, তাহাতে পাকিস্তানের নাগরিকরা সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেননা। আর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া পাকিস্তান—রাষ্ট্রের মূলনীতি ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কে যে সংবিধান বহু পরিশ্রমে বিরচিত হইয়াছে, তাহা যে ষড়যন্ত্রমূলক বা তার সমস্তটাই নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দেওয়ার উপযোগী, অথবা বিধানের রচয়িতা এবং সমর্থকগণ সকলেই নিরেট মূর্খ, স্বার্থ সর্ব্বস্ব, ধর্ম্মদ্রোহী ও বাঙালী বিদ্বেষী, তাহাও আমরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছিনা। আমাদের বিবেচনায় ছুফারিশগুলি বিচার বিবেচনা ও আলোচনার জন্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচার না করিয়া মনুষুরীর উদ্দেশ্যে গণ-পরিষদে তাড়াহুড়া করিয়া উপস্থাপিত করার দরুণেই জনসাধারণের মন সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে এবং—তাহার ফলে এই অপ্রীতিকর বিক্ষোভ ও উষ্মা দেখা দিয়াছে। ঠাণ্ডা মস্তিষ্ক এবং সুস্থ মন লইয়া চিন্তা করিলে সংবিধানের অনুকূলে যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারিত, তার সমস্তটাই চাপা পড়িয়াছে। ফলতঃ ছুফারিশগুলিতে যে পরিমাণ ত্রুটী বিচ্যুতি আছে, নেতাগণের স্বৈরাচার এবং জনমতকে উপেক্ষা করার নীতি তদপেক্ষা অধিকতর মারাত্মক এবং জন বিক্ষোভের জন্য অধিকতর দায়ী।

আমাদের মনে হয় রাষ্ট্রের বুনিয়াদী নীতি সম্বন্ধে প্রথম ধারাটীই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছে। পাকিস্তানের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য-প্রভাবে পরিষ্কার ভাবে ঘোষণাকরা হইয়াছিল যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতাআলাই পাকিস্তান রাষ্ট্রে—চরম প্রভুত্বের অধিকারী, তাঁর অধিকার সুনির্দ্ধারিত সীমারেখার মধ্যে পাকিস্তানের নাগরিকগণের মধ্যস্থ-তায় রাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে। অতএব পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রদ্বারা ইছলাম নির্দ্দেশিত—গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা, সহনশীলতা এবং সামাজিক সুবিচার পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হইবে। কোরআন ও ছুন্নতে লিপিবদ্ধ শিক্ষা ও শর্ত্তানুযায়ী পাকিস্তানে মুছলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হইবে। কিন্তু মূলনীতি কমিটী প্রথমেই ছুফারিশ করিতেছেন যে,—উদ্দেশ্যপ্রস্তাবকে বুনিয়াদী নীতিরূপে এমন ভাবে সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হউক যাহাতে উহা মৌলিক অধিকারের সংবিধানে প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে।

উদ্দেশ্য প্রস্তাবের ব্যাপকতাকে এরূপ ভাবে সঙ্কু-চিত করা হইল কেন? আমাদের মনে হয় আমা-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দের নেতৃবৃন্দ এবং শাসক গোষ্ঠি যদি ইছলামি—রুচি সম্পন্ন হইতেন এবং তাঁহাদের আচরণ দ্বারা পদে পদে ডিক্টেটরশিপ আম্লাতন্ত্রী ভাব ও ইউরোপীয় মনোবৃত্তি ফুটিয়া বাহির না হইত, তাহা হইলে ইহা অনুমান করা কঠিন হইত না যে, আপাত দৃষ্টিতে উদ্দেশ্য প্রস্তাবকে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও মূলনীতি কমিটীর উল্লিখিত ছুপারিশ দ্বারা পাকিস্তানের অমুছলমান নাগরিকদের মনে আশ্বাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। অমুছলমানগণ দুর্ভাগ্যবশতঃ ইছলাম-নির্দ্দেশিত মৌলিক অধিকার অর্থাৎ গণতন্ত্র, সাম্য, স্বাধীনতা এবং সুবিচারের ইছলামী আদর্শ সম্পর্কে আস্থাশীল নহেন। সুতরাং মৌলিক অধিকার বলিতে তাঁহারা যাহা বুঝিয়া থাকেন, তাহারই প্রতিশ্রুতি তাঁহাদিগকে—দেওয়া হইয়াছে। মৌলিক অধিকারের ইছলামি পরিপ্রেক্ষিতে যখন তাঁহারা তাঁহাদের মানস কল্পিত বা ইউরোপীয় আদর্শের পরিগৃহীত মৌলিক অধিকারের স্বরূপ যাচাই করিয়া দেখার সুযোগ পাইবেন, তখন উদ্দেশ্য প্রস্তাবকে বরণ করিয়া লইবার একটা আন্তর্জ্জাতিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হইবে। অবশ্য গণতান্ত্রিক রুচি সম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহারা উল্লিখিত কারণে ও উদ্দেশ্য প্রস্তাবের কণ্ঠরোধ করা বরদাশ্‌ত করিবেন না, করিতে পারেন না তথাপি সঙ্কোচক প্রস্তাব আমাদের মনে যে নৈরাশ্য সৃষ্টি করিয়াছে, উপরি উক্ত—সরল বিশ্বাস তাহার অবসাদ অনেকটা লাঘব করিতে পারিত কিন্তু আমাদের শাসক গোষ্ঠি আমাদিগকে উপরি উক্ত সরল বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করার—সুবিধা দিতেছেন কৈ? সত্যই এ সন্দেহ আজ জমাট হইয়া উঠিতেছে যে, উদ্দেশ্য প্রস্তাবের দরুণ পাকিস্তানের অমুছলমান নাগরিকগণ অপেক্ষা আমাদের শাসক গোষ্ঠি এবং নেতাগণের অধিকাংশ অধিকতর অশ্বস্তি বোধ করিতেছেন কিনা? পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী সঙ্কোচক প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়া পাকিস্তানকে অতঃপর কেহ ধর্ম্মীয় রাষ্ট্র বলিতে পারিবে না বলিয়া যে রূপ আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা লক্ষ করিলে এ সন্দেহ গভীর হইয়া উঠে যে, প্রকৃত পক্ষে ইছলামি রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতিকে মুছিয়া ফেলার জন্যই বুনিয়াদী নীতির—(Fundamental Policy) বিছমিল্লাহ দ্বারা উদ্দেশ্য প্রস্তাবকে যবহ করা হইয়াছে। অদৃষ্টের কি কঠোর পরিহাস, যাহারা মূলনীতি নির্দ্ধারণ কমিটী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানে অত্যাধিক হৈ চৈ করিতেছেন তাঁহাদের অধিকাংশই কিন্তু—প্রস্তাবের শোচনীয় পরিণতি সম্বন্ধে বাঙ নিষ্পত্তি করিতেছেন না। ইহাদের আচরণ দেখিয়া মনে হয় যে অধিকারের খুঁটীনাটী অসুবিধাগুলি বিদূরিত—হইলে অথবা শাসন-কর্ত্তৃত্বের রঙ্গমঞ্চে অভিনেতার ব্যক্তিগত রদবদল ঘটিলেই তাহারা সন্তুষ্ট. পাকিস্তানে ইছলামের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহাদের যেন—কোনই মাথা ব্যথা নাই।

উদ্দেশ্য প্রস্তাবের ঘোষণানুসারে কোরআনে ও ছুন্নতে লিপিবদ্ধ শিক্ষা ও শর্ত্তানুযায়ী পাকিস্তানে—মুছলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন নিয়ন্ত্রিত করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মূলনীতির দ্বিতীয় ও ৩য় ধারায় পাকিস্তানের মুছলমানদের জন্য কোরআনের শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং মছজিদ ও ওয়াক্‌ফ সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করার—ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উভয়বিধ প্রচেষ্টা যে প্রশংসনীয় তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু শুধু কোরআনের পঠন এবং মছজিদ ও ওয়াক্‌ফের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ইছলামী জীবণের রূপায়ণ কি করিয়া সম্ভবপর হইবে? খৃষ্ট ধর্ম্ম ও হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় ইছলামকে শুধু রিলিজিয়ন বলিয়া মানিয়া লইলে বা তুর্কী ও ঈরাণের মত ইছলামকে বিশ্বাস ও কর্ম্মজীবনের—নির্দ্দিষ্ট আওতার ভিতর কোণঠাসা করিয়া রাখিতে হইলে দ্বিতীয় ও ৩য় ধারায় যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা যাইতে পারে কিন্তু ইছলামের এই শোচনীয় পরিণতি দ্বারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হইবে না।

আমরা উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি যে, উপরি উক্ত মনোবৃত্তির জন্য মূলনীতির খসড়ার কোন স্থানেই কোরআন, হাদীছ এবং নূতন ও পুরাতন

www.ahlehadeethbd.org

ফিক্‌হের আইনসঙ্গত সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয় নাই। আল্লাহর একত্ব এবং শরীআতের প্রাধান্যের কথা দার্শনিক ভাষায় উচ্চারিত হইয়াছে মাত্র। রাজনৈতিক প্রকাশভঙ্গীমা পরিত্যক্ত হওয়ায় উহাদের—আইনসঙ্গত গুরুত্ব প্রতিপন্ন হয়নাই। সাধারণ—গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মূলনীতি এবং আছমানি ওয়াহীর মধ্যে যে বিরোধ আছে তাহার সমন্বয় সাধন করার পূর্ব্বেই উভয়বিধ আদর্শের আইনগত-নীতি মান্য করিয়া লওয়ায় ছুফারিশের ধারাগুলি অস্পষ্ট দুর্ব্বোধ্য ও হেঁয়ালীতে পরিণত হইয়াছে। নাগরিক স্বাধীনতার সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম্মের নামে ভণ্ডামির প্রতিরোধকল্পে ইছলামি নীতি উল্লিখিত হয় নাই অথচ ইহা করিতে পারিলে সংশয় ও দুশ্চিন্তার সমস্ত মেঘ কাটিয়া যাইত।

পাকিস্তান রাষ্ট্র টেগ্র ব্রিটেন অথবা জাতিসঙ্ঘের অধীনস্থ থাকিবে, কিংবা স্বয়ংসিদ্ধ এবং সার্ব্বভৌম ইছলামী রাষ্ট্র হইবে, মূলনীতির সংবিধানে তাহার সন্ধানও দেওয়া হয় নাই।

অতঃপর সংবিধানের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পর্কে কয়েকটী কথা বলিব।

৩০ ও ৩১ ধারাতে কেন্দ্রে দুইটী পরিষদ গঠন করা প্রস্তাবিত হইয়াছে। নিম্নপরিষদের সদস্যদিগকে জনসাধারণ নির্ব্বাচন করিবেন এবং প্রাদেশিক—আইনসভার সদস্যগণ উচ্চপরিষদের সভ্যদিগকে নির্ব্বাচন করিবেন। উচ্চপরিষদ যুক্ত-রাষ্ট্রীয় পরিষদ হইবে এবং উহাতে সকল প্রদেশের সভ্যসংখ্যা সমান হইবে। পূর্ব্বপাকিস্তানে এই দুইটী অথবা প্রকৃতপ্রস্তাবে একটী অর্থাৎ ৩১ ধারা লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চাঞ্চল্য দেখাদিয়াছে। এই বিধানের সাহায্যে বিরুল সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব্ব বাংলাকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হইয়াছে। আমরা ভূতপূর্ব্ব কাউন্‌সীল অফ্ স্টেট অথবা বিলাতের হাউস অফ্ লর্ডসের অনুকরণে উচ্চপরিষদ গঠন করার সার্থকতা স্বীকার করিনা, উহার প্রয়োজন আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিনাই। সংবিধানের ৩৬ ধারায় বলা হইয়াছে যে, উচ্চ ও নিম্ন পরিষদের মধ্যে কোন বিষয়ে মতানৈক্য ঘটিলে উভয় পরিষদের যুক্ত—বৈঠকে তাহার মীমাংসা হইবে। পরিষদে পূর্ব্ববাংলার যে সংখ্যাধিক্য বর্ত্তমানে আছে বা ভবিষ্যতে থাকিবে, যুক্ত বৈঠকের সমান সংখ্যক সভ্যবৃন্দের সহিত তাহা যুক্ত হইলে পূর্ব্ববাংলার সংখ্যাগুরুত্ব অন্য যে কোন প্রদেশের সমকক্ষতায় যেমন অটুট থাকিবে তেমনি অন্যান্য প্রদেশের সদস্যদের সংখ্যাও যুক্তপরিষদে বর্দ্ধিত হইবে। বিভিন্ন প্রদেশগুলি মিলিতভাবে তখন পূর্ব্ববাংলাকে পরাজিত করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে এবং পূর্ব্ববাংলা তাহাত বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তাহার একক প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারিবেনা। বার্গলে রিপোর্ট সূত্রে পূর্ব্ববাংলার জনসংখ্যা ৪ কোটি ৭০ লক্ষ আর পশ্চিম-পাকিস্তানের সমস্ত প্রদেশের সমষ্টিগত জনসংখ্যা ৩ কোটি ৩০ লক্ষ অর্থাৎ সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা একা পূর্ব্ববাংলার অধিবাসী ১ কোটি ৪০ লক্ষ জন বেশী। বয়স্কদের ভোটাধিকার সূত্রে একা পূর্ব্ববাংলা সমগ্র পাকিস্তানে তার সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম, উচ্চ ও নিম্নপরিষদের গোঁজামিল দ্বারা তাহার এই সার্ব্বভৌমত্ব খর্ব্ব করা হইয়াছে। আমরা কিন্তু এবিষয়টীকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিনা, কারণ পশ্চিম পাকিস্তানের সমুদয় প্রদেশের সম্মিলিত অভিমতের বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল মনোবৃত্তির আমরা সমর্থক নই। আমরা এই দৃঢ় আশা পোষণ করি যে, পূর্ব্ব বাংলার কোন ন্যায়সঙ্গত দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশ সমবেত ভাবে কদাচ প্রত্যাখ্যান করিবেন না, কারণ উগ্র বাঙ্গালী বিদ্বেষ ছাড়া এ প্ররোচনা যোগাইবে কে? এরূপ উৎকট প্রাদেশিকতার সাহায্যে কোনদিন ফেডারেশন চালু থাকিবেনা। কিন্তু পূর্ব্ববাংলার বিপুল সংখ্যাধিক্যকে যেভাবে সংখ্যালঘুতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে, তাহার মূলে ইউরোপীয় গণতন্ত্র—কার্য্যকরী হইয়াছে না ইছলামি গণতন্ত্র তাহা বাস্তবিক আমরা নির্ণয় করিতে পারি না।

এ সম্পর্কে ইহাও পরিষ্কারভাবে বলিতে চাই যে, পূর্ব্ববাংলাকে বিভক্ত করিয়া বিভিন্ন প্রদেশ গঠন

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করা এবং এই ভাবে উচ্চপরিষদে পূর্ব্ববাংলার—প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়াইয়া একটা বিরুদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করার আমরা কদাচ পক্ষপাতি নই। আমরা মূলতঃ উচ্চ পরিষদের পরিকল্পনাকে ইছ্‌লামী গণতন্ত্রের প্রতিকূল মনে করি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত বিরূপভাব পোষণকরা এবং তার জন্য উশ্‌কানি দেওয়া আত্মহত্যার নামান্তর বলিয়া বিশ্বাস করি। উর্দূ ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষারূপে গ্রহণ করার প্রস্তাবকে আমরা যেসকল কারণে আগাগোড়া সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করিয়া আসিতেছি পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করার আকাঙ্খা তাহাদের অন্যতম।

গণতন্ত্রের দাবীসত্ত্বেও প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্টদিগকে নির্ব্বাচন করার অধিকার জনমণ্ডলীকে দেওয়া হয় নাই! প্রাদেশিক প্রেসিডেন্টদিগকে কেন্দ্রের প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রাধিনায়ক নিযুক্ত করিবেন আর প্রাদেশিক আইন সভার সভাপতিগণের নিয়োগকর্ত্তা হইবেন প্রাদেশিক প্রেসিডেন্টগণ। প্রাদেশিক প্রেসিডেন্টদিগকে প্রাদেশিক পার্লামেন্টও অপসারিত করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের নিয়োগ ও অপসারণ রাষ্ট্রাধিপতির মর্যির উপর সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করিবে। পাকিস্তানে এ ভাবে যে কোন্ ধরণের ফেডারেশন কায়েম হইবে, বাস্তবিক তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য! মার্কিন গণতন্ত্রে রাষ্ট্রাধিনায়ককে জনমণ্ডলী সরাসরিভাবে নির্ব্বাচিত করেন সুতরাং তাঁহার অধিকারকে প্রকারান্তরে জনমণ্ডলীরই হস্তান্তরিত অধিকার বলাযাইতে পারে কিন্তু পাকিস্তান গণতন্ত্রে রাষ্ট্রাধিনায়ক নির্ব্বাচন করিবেন কেন্দ্রের উচ্চ ও নিম্ন পরিষদের যুক্ত অধিবেশনের সভ্যগণ আর উভয় পরিষদের মোট সদস্যের শতকরা ৬৭জন একমত নাহওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার অপসারণ সম্ভবপর হইবেনা। ইহার ফলে হাউসের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন নাহইলেও রাষ্ট্রাধিপতির কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবেনা এবং কোন অবস্থায় তাঁহাকে অপসারিত করা চলিবে কিনা কে জানে? যদি কোরআন ও ছুন্নতের শাসনতন্ত্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পাকিস্তানের জন্য ঘোষণা করা হইত এবং উভয় পরিষদের মুছলিম সদস্য এবং রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের জন্য ইছ্‌লামি—জীবনপদ্ধতীর অনুসরণ বাধ্যতামূলক হইত, তাহা হইলে আমরা পরিষদের সদস্যদিগকে ইছ্‌লামি মজলিছে শুরার "আহলুল্‌হাল্ল ওয়াল আক্‌দ" বলিয়া কল্পনা করিতাম এবং ইছ্‌লামি পরিবেশের স্বাস্থ্যকর আওতায় আমিরুল মু'মেনিনের অধিকার ডিক্টেটরশিপে রূপান্তরিত হইবেনা বলিয়া আশা করিতে পারিতাম কিন্তু যাঁহারা আল্লাহ ও রছুলের (দঃ) সার্ব্বভৌমত্ব মুখদিয়াও স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন, তাঁহাদের নিকট ইছ্‌লামি ন্যায়-বিচারের ভরসা করা যায় কেমন করিয়া?—তারপর রাষ্ট্রাধিনায়ক কে যে অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহা যেমন অফুরন্ত, তেমনি অপ্রতিহত। এ অধিকারকে আয়ত্তাধীন করার কোন উপায়ের কথা মূলনীতির সংবিধানে জনমণ্ডলীকে বলা হয় নাই।

ইছলামী শরীআতের জনক যিনি, সেই রছুলুল্লাহ (দঃ)ও তাঁহার নিকট হইতে আইনসঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য বারম্বার নিজের দেহ, সম্মান ও অর্থ জনমণ্ডলীর সম্মুখে পেশ করিয়াছেন। অসভ্য যাযাবর বেদুইনরা তাঁহার নিকট অনেকবার কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছে। দুই আমিরুল মু'মেনিন উমর ফারুক, আলী মুর্তযা রাযিয়াল্লাহো আনহুমাকে প্রকাশ্য আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হইয়াছে, প্রকাশ্য সভায় তাঁহাদিগকে তাঁহাদের আচরণের কৈফিয়ৎ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে কিন্তু মূলনীতি নির্দ্ধারণ কমিটী তাঁহাদের ২০ নম্বর ধারায় পাকরাষ্ট্রের অধিনায়ককে সর্ব্বপ্রকার বিচারালয়ের উর্দ্ধে আসন দিতে চাহিয়াছেন। আমরা জানি যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রাধিনায়ক রছুলুল্লাহর (দঃ) স্থলাভিষিক্ত নন এবং তাঁহার নিকট হইতে হযরত উমর ও হযরত আলীর উত্তরাধিকার প্রত্যাশা করা বৃথা এবং ইহাও আমরা স্বীকার করি যে, রাষ্ট্রের মর্য্যাদা এবং শাসন সৌকার্য্যের সুব্যবস্থাকল্পে রাষ্ট্রাধিনায়কের জন্য আইনসঙ্গত নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে কিন্তু

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তাঁহার ব্যক্তিগত অন্যায়, অত্যাচার ও অপরাধের জন্য বিচারালয়ের দ্বারকে রুদ্ধ রাখা গ্রেটব্রিটেনের অন্ধ-অনুসারীরূপে সমর্থন করা যাইতে পারে বটে কিন্তু ইছ্লামি গণতন্ত্র ও ইছ্লামি ন্যায় বিচারের যে প্রতিশ্রুতি উদ্দেশ্যপ্রস্তাবের সাহায্যে জনমণ্ডলীকে দেওয়া হইয়াছিল, তাহার সহিত এই বিধান আদৌ সুসমঞ্জস নয়।

আরও চমৎকার ব্যাপার এইযে, সংবিধানের ২১ ধারানুসারে রাষ্ট্রাধিনায়কের সঙ্গে সঙ্গে প্রদেশ-পালগণ, মন্ত্রীবর্গ এমন কি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা সমূহের সদস্যবৃন্দের বিরুদ্ধেও আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা চলিবেনা! এরূপ ব্যবস্থা শুধুযে গণতান্ত্রিক নীতির প্রতিকূল, তাহাই নয়, পাকিস্তানে সাম্য ও স্বাধীনতার যে ইছ্লামী আদর্শের কথা পৃথিবীতে ঘোষণা করা হইয়াছে তজ্জন্য ইছ্লামের পক্ষেও উহা মারাত্মক হইবে।

মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত ছুফারিশ সম্বন্ধেও দু, একটী কথা বলা আবশ্যক।

মৌলিক অধিকারের ছুফারিশে নাগরিকগণের বক্তৃতা ও মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু এ অধিকারকেও একটী শর্ত্তদ্বারা সঙ্কুচিত করিয়া ফেলা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, 'পাবলিক অর্ডার' অর্থাৎ রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে সরকার কথিত বিধানে প্রদত্ত স্বাধীনতা এবং অধিকার সীমাবদ্ধ করিতে অথবা উহা রহিত করিতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে সাধ্বাচক শর্ত্তদ্বারা স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিকগণের মৌলিক-অধিকার সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করার সুবিধা সরকার (Executive) কে প্রদান করা হইয়াছে,—কারণ "পাবলিক অর্ডার" এমন একটী সীমাহীন অর্থবোধক আখ্যা (term) যে, ইহাকে আড়াল করিয়া সরকার যেমন জনগণের বক্তৃতা ও মত-প্রকাশের অধিকার যদৃচ্ছভাবে হরণ করার সুযোগ লাভ করিবেন, তেমনি এই বিধানের আওতায় পড়িয়া কার্য্যতঃ নাগরিক স্বাধীনতার প্রত্যেকটী দফাই শূন্যে বিলীন হইতে পারিবে। পাকিস্তানের জনগণের মৌলিক অধিকার ভারতরাষ্ট্রের নাগরিক-গণের তুলনায় সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ হইবে কেন?

বিনা মোকদ্দমায় গেরেফ্তার করার (Preventive arrest) নিয়ম অবৈধ হইলেও রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য ইহার প্রয়োজন একেবারে অস্বীকার করা চলেনা কিন্তু এই বিধানের অপ-প্রয়োগ নিবারিত করার জন্য বিধানে সাবধানতামূলক পদ্ধতী অবলম্বিত হইবার ব্যবস্থা রাখা উচিত ছিল। আমাদের মতে ধৃত ব্যক্তির অপরাধের নথি হাইকোর্টের কোন জজের সম্মুখে পেশ করা কর্ত্তব্য এবং আটকের সময় নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। অধিকন্তু ধৃতব্যক্তিকে তাহার অপ-রাধ জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

মৌলিক অধিকারের ৩ দফায় হ্যাবিয়স কর্পাস [Habeas Corpus] এর আবেদন পেশ করার অধি-কার স্বীকৃত হইয়াছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক গোলযোগের আশঙ্কার সময়ে এবং বিশেষ গুরুতর সাময়িক প্রয়ো-জনের [Emergncy] তাকিদে নাগরিকদের এ অধি-কার বাতিল করা হইবে। মৌলিক অধিকার সম্পর্কে যে আমেরিকান বিধানের তকলীদ করা হইয়াছে তাহাতে কিন্তু কেবল অন্তরবিদ্রোহ ও বহিরাক্র-মণের অবস্থাতেই হ্যাবিয়স কর্পাসের অধিকার ব্যাহত করার ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে,—"বিশেষ প্রয়োজনের" তাকীদে উহার সুবিধা হরণ করা—হয় নাই। পাকিস্তান রাষ্ট্রে 'বিশেষ গুরুতর প্রয়ো-জনে'র তরবারী দ্বারা পাকিস্তান জনমণ্ডলীকে আত্ম-রক্ষার এই শেষ উপায় হইতে বঞ্চিত করার কৌশল কোন ক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়।

আমরা শুনিয়াছিলাম পাকিস্তানের জন্য যে আইন প্রণয়ন করা হইবে, শরীআতে-ইছলামের সহিত তাহার সুসঙ্গতি রক্ষা করার জন্য তা'লিমাতে ইছলামিয়া নামে একটী বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। মূলনীতি নির্দ্ধারণ কমিটী ও মৌলিক অধিকার নির্দ্ধা-রণ কমিটী যে সকল ছুফারিশ পেশ করিয়াছেন, সেগুলি উক্ত বোর্ডের পরামর্শ ও সম্মতি সূত্রেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে কিনা, আমরা তাহা অবগত নই।

www.ahlehadeethbd.org

বোর্ডের অভিমত জনমণ্ডলীকে জ্ঞাপন করা হইলনা কেন, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। ছুফা-রিশগুলি আগাগোড়া যদি তা'লিমাতে-ইছলামিয়া—বোর্ডের শরীআৎ অভিজ্ঞ আলেমগণের সমর্থনলাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাকে জাতির চরম দুর্ভাগ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে এবং ইন্না লিল্লাহ পড়া ছাড়া আমাদের অন্য কোন গতি নাই।

کار زلف تست مشک افشانی' اما عاشقاں'
مصلحت را تہمتے بر آہوئے چیں بستہ اند !

জমঈয়তুল উলামা

কোরআন ও ছুন্নতের রাষ্ট্রীয়, তমদ্দুনী ও অর্থ-নৈতিক আদর্শ এবং ব্যাখ্যা যাঁহারা বিশ্বাস করেন, মানুষের বস্তুতান্ত্রিক এবং রুহানি প্রগতি ও পরিণতি সাধনকল্পে কোরআন ও ছুন্নতের নির্দ্দেশিত জীবন-পদ্ধতির উপর যাঁহারা আস্থাসম্পন্ন, বিশেষতঃ যাঁহাদের এই মত কেবল সংস্কারে [dogma] পর্য্যবসিত নয়, অধিকন্তু হাতে কলমে এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে যাঁহারা এই মতবাদের সত্যতা ও কার্য্যকারিতা—সপ্রমাণ করিতে সক্ষম, তাঁহারা আরাবী শিক্ষিত হউন অথবা ইংরাজী শিক্ষিত, হানাফী হউন অথবা মোহাম্মদী তাঁহাদের সকলের একটী সর্ব্বসম্মত কর্ম্ম কেন্দ্রে সমবেত হওয়া আবশ্যক। অতীতে জমঈয়তে উলামায় হিন্দ এই কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল এবং ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন উক্ত-প্রতিষ্ঠানের প্রভাবেই দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আসন্ন স্বাধীনতার রূপ ও বর্ণ সম্বন্ধে যখন মতভেদ ঘটিল এবং মুছলমানদের বিশিষ্ট জাতীয় আদর্শ, অনুশাসন, সংস্কৃতি ও আচরণের সংরক্ষণকল্পে পাকিস্তানের দাবী অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল, তখন জমঈয়তে-ওলামায় হিন্দের অধিকাংশ কর্ম্মকর্ত্তা উল্লিখিত দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করিতে পারিলেননা, ফলে তাঁহাদেরই অন্যতম অধিনায়ক মরহুম মওলানা শব্বীর আহমদ উছমানীর নেতৃত্বে জমঈয়তে উলামায়-ইছলাম গড়িয়া উঠিল। এই প্রতিষ্ঠানের অদম্য চেষ্টা এবং দিগ্বিজয়ী প্রভাব পাকিস্তানের পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ প্রদান করার পক্ষে কতদূর সহায়ক হইয়াছিল, তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

দুর্ভাগ্য বশতঃ শুধু সাময়িক প্রয়োজনের—তাকিদেই জমঈয়তে উলামায় ইছলাম গঠিত হইয়াছিল, কোন স্বতন্ত্র ও সুদূরপ্রসারী লক্ষ এবং বিশিষ্ট কর্ম্মসূচী তাহার ছিলনা, পাকিস্তান লাভকরার পর শাসকগোষ্ঠি এবং নেতাগণ উহার গৌরব বর্দ্ধনের প্রয়োজন বোধ করিলেন না, জমঈয়তে উলামায় ইছলাম নিছক রাজনৈতিক নেতাদের বাহনে পর্য্যবসিত হইলেন, জনসাধারণও ইহার আবশ্যকতা ক্রমে ক্রমে ভুলিয়া গেলেন।

কর্ত্তৃপক্ষের বা মুছলিমলীগের বাহনরূপে জমঈয়তে উলামায় ইছলামের প্রয়োজন আমরাও স্বীকার-করিনা। যেসকল কার্য্য পরিচালনার ভার সরকার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন অথবা যে নীতি ও কার্য্যক্রম মুছলিমলীগ বরণ করিয়া লইয়াছেন, সেই সকল নীতি ও কার্য্যের জন্য জমঈয়তে উলামায় ইছলামের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যৌক্তিকতা আমরা মানিনা কিন্তু তব্লীগে ইছলাম ও ইকামতে দীন অর্থাৎ ইছলামী আদর্শের প্রচার এবং ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত জীবনে ইছলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার যেকার্য্য সরকার এবং মুছলিমলীগ গ্রহণ করিতে পারিতেছেননা, জমঈয়তে উলামায় ইছলাম যদি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন তাহাহইলে এই প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা এবং গুরুত্ব কোন মুছলমান অস্বীকার করিতে পারিবেনা।

কিন্তু ইহার জন্য গোঁজামিল আর সংকীর্ণতাকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিতে হইবে। গোঁজামিল পরিহার করার তাৎপর্য্য এইযে, জমঈয়তের নীতি ও কার্য্যক্রম স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট হইবে, জমঈয়তের ভিতর নেতৃত্ব ও শাসনকর্ত্তৃত্বের বুভুক্ষা থাকিবেনা বটে কিন্তু সকল প্রকার ন্যায় ও অন্যায়ের গজাখিচুড়ি দৃঢ়তার সহিত পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর সংকীর্ণতা বর্জ্জন করার অর্থ এইযে, জমঈয়তকে এবং জমঈয়তের খাদেম ও প্রচারকদিগকে সকল প্রকার দলীয় গোঁড়ামি, বিদ্বেষ ও স্বার্থসিদ্ধির ঊর্দ্ধে থাকিতে হইবে। কোরআন ও ছুন্নতের খালেছ ও অবিমিশ্র আদর্শের প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহাদিগকে জাগ্রত-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মস্তিষ্ক, মুক্ত ও উদার হইতে হইবে। যিনি যাহাই বলুন, চিন্তা ও কর্ম্মধারার যে কারাপ্রাচীরের ভিতর আমাদের আলেমসমাজ বন্দী হইয়া আছেন,—উহাকে ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ করিতে নাপারিলে ইকামতে-দীনের সমস্ত পরিকল্পনা আকাশ কুসুম মাত্র।

পূর্ব্বপাকিস্তান জমঈয়তে উলামার ছদ্‌রে আমেল মওলানা আতহার আলী ছাহেব বৃদ্ধ বয়সে ও রুগ্ন অবস্থায় জমঈয়তের সেক্রেটারী মওলানা আবদুর-রহিম ছাহেব সমভিব্যহারে সমস্ত প্রদেশে চরকির মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাদের উৎসাহ ও উদ্যম প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য কিন্তু কর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা কি করিতে চান এবং কিভাবে করিতে চান তাহা ঠিক করিয়া ফেলা কি উচিত নয়? যাঁহারা ইছ্‌লামি আদর্শে এবং ইছ্‌লামি জীবনপদ্ধতীতে আস্থাবান, সেইসকল—উলামা ও সুধীদের একটী কর্ম্মীসঙ্ঘে আমাদের—উপরিউক্ত আরযগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখার জন্য আমরা অনুরোধ করি।

آنکس است اهل بشارت که اشارت داند —
نکتها هست بسے محرم اسرار کجا ست ؟

অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি,

পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম মন্ত্রী বাবু যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলের প্রকৃত স্বরূপ অবশেষে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার মনে পাকিস্তানের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস এবং পাক রাষ্ট্রের প্রতি প্রকৃত আনুগত্যের ভাব কোন কালেও ছিল কিনা, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। পাক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের মর্য্যাদা ও অধিকার কিরূপ হইবে তাহার নযীর স্বরূপ পাক-পার্লিয়ামেণ্টের প্রতিষ্ঠা-দিবসে মণ্ডল মহাশয়কেই সভাপতির আসন প্রদান করা হইয়াছিল এবং মুছলমান সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যখন প্রাণের দায়ে ভারত রাষ্ট্র হইতে পলায়ন করিয়া পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছিলেন, সেই সন্ধিক্ষণে মণ্ডল মহাশয়কে আইন ও শ্রম বিভাগের মন্ত্রীত্বের গুরুদায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। দীর্ঘ তিন বৎসর কাল পাকিস্তানের জনগণের লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে মন্ত্রীত্বের আরাম গদীতে—শুইয়া কাটাইয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের সমুদয় আভ্যন্তরীণ হালহকীকৎ জানিয়া লওয়ার পর ইদানীং কিছুকাল হইতে করাচীর আবহাওয়া তাঁর অসহ্য বোধ হইতে থাকে এবং মরহুম কায়েদে আযমের প্রতি তাঁর—অগাধ ভক্তির আতিশয্যে তিনি কলিকাতায় বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। লিয়াকৎ-নেহ্‌রু চুক্তির ফলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন যখন নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আসিল এবং পাক-ভারত সম্পর্কের—তিক্ততা লাঘব হইয়া পড়িল এবং মুছলমানদের তুলনায় দ্বিগুণ সংখ্যক হিন্দু পাকিস্তানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং অবস্থার ক্রামশিক উন্নতির ফলে ভারতের উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীর দল প্রমাদ গনিলেন, তখন হঠাৎ এক পুণ্য প্রভাতে পূর্ব্বপাকিস্তানে হিন্দুদের চরম দুর্দ্দশা এবং তাহাদের প্রতি—বর্ব্বর মুছলমানদের অমানুষিক অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়া বাবু যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের দয়ার্দ্র হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল এবং পাক প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার পবিত্র সংকল্পের কথা জানাইবার তিন দিন পূর্ব্বেই তিনি ৯ই অক্টোবর তারিখে পাক পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য-পদ হইতে ইছতিফা দিবার শুভসংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহে প্রচার পূর্ব্বক তাঁহার অপূর্ব্ব আইন-জ্ঞান, নাগরিক সভ্যতা এবং অনন্যসাধারণ বিশ্বস্ততা, ত্যাগ ও স্বজাতিপ্রীতির মহিমা পাক ভারতের দিকে দিকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন!

যে সকল অভিযোগ তিনি পাক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আনয়ন করিয়াছেন, সেগুলি যে রূপ অসত্য, তেমন কৌতুকাবহ, সুখের বিষয় ভারতের প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং তাঁহার অভিযোগসমূহের অসারতা স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় মণ্ডল মহাশয় তাঁহার আচরণের সাহায্যে তাঁর প্রকৃত স্বরূপ প্রকট করিয়াছেন মাত্র; কারণ পাক রাষ্ট্রের যে সকল ছিদ্র তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন সেগুলির একটীও নূতন ও অভিনব নয়। পাক গণপরিষদের ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যপ্রস্তাব জনাব লিয়াকৎ আলী খান ছাহেব আজ নূতন উপস্থাপিত করেন নাই এই প্রস্তাবের

www.ahlehadeethbd.org

জন্য আজ তাঁর সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষার প্রতি—কটাক্ষপাত করার তাৎপর্য্য কি? মণ্ডল মহাশয় কি শিক্ষাও সভ্যতার ঠিকাদারী নির্দ্দিষ্ট সমাজের মৌরুছি-সম্পদ মনে করেন? না প্রকৃতপ্রস্তাবে জনাব—লিয়াকৎ আলী ছাহেবের ইছলামকেই তিনি সভ্যতা ও শিক্ষার পরিপন্থী বলিয়া বিশ্বাস করেন? ইছলামের প্রতি তাঁর এই উৎকট উদার মনোবৃত্তি অতি সঙ্গোপনে এতদিন তিনি পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন কিসের লোভে? তাঁর কথিতমত তাঁহার ভিতর বিন্দুমাত্র সততা থাকিলে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে যোগ দিতে পারিতেন কি? দুই জাতীয় আদর্শবাদ এবং ইছলামি সংস্কৃতির সংরক্ষণ কল্পেই যে পাকিস্তান আন্দোলন জন্মগ্রহণ করিয়াছিল তাহা কি তিনি জানিতেন না? বিশেষতঃ উদ্দেশ্য প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর দীর্ঘ দুই বৎসর কাল তিনি মন্ত্রীত্বের গদী আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিলেন কেন? তারপর পূর্ব্ববাংলার দাঙ্গা হাঙ্গামা সম্বন্ধে মুছলমানদের যে সুচিন্তিত স্কিমের সন্ধান তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা সময় মত প্রকাশ না করিয়া তিনি কি সংখ্যালঘুদের প্রতিও বিশ্বাস ঘাতকতা করেন নাই? জনাব ছুহরাওয়ার্দী এবং জনাব খওয়াজা নাযেমুদ্দীনের মতভেদের কথা কোন্ দিন তাঁর বোধগম্য হইয়াছিল? যুক্ত বাংলার মন্ত্রীসভায় এ প্রকাশ্য রহস্য তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ধরা পড়েনায় কি? বাঙালী—অবাঙালীর সংঘর্ষ এবং উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষায় পরিগণিত করার আন্দোলন কোন্ দিন হইতে শুরু হইয়াছে? আজ এই সকল পুরতন কাশুন্দী ঘাঁটিয়া তিনি কি মুছলমানদের মধ্যে আত্মকলহের আগুন প্রজ্জলিত করিতে চান?

আমরা মণ্ডলমহাশয় এবং তাঁহার সমশ্রেণীভুক্তদের আশ্বস্ত করিতে চাই যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাঁহারা শতপ্রকার ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করিয়াও—অন্তর-বিদ্রোহ সৃষ্টি করিতে পারিবেননা এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রে ইছলামি বিধান বলবৎ হইবেই এবং তাহা যেকোন গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর উদার, পরমত-সহিষ্ণু, ন্যায় পরায়ণ ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক হইবে। পৃথিবীর যে কোন রাষ্ট্র অপেক্ষা পাকিস্তানের ইছলামি রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু, দুর্ব্বল ও সর্ব্বস্বান্তের দল সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও গৌরবান্বিত জীবন যাপন করার সুবিধা লাভ করিবেন।

যাঁহারা আজও পাকিস্তানে লা-দিনি রাষ্ট্র স্থাপন করার স্বপ্ন দর্শন করিতেছেন, যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের আচরণে তাঁহাদের চৈতন্যের উদ্রেক হইলে আমরা সুখী হইব।

কোরিয়া সংগ্রামের পরিণতি,

কোরিয়া যুদ্ধে বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘ যোগদান করার পর হইতে সংগ্রামের মোড় সম্পূর্ণভাবে ঘুরিয়া—গিয়াছে। কম্যুনিস্টরা পরাজয় লাভ করিয়াছে, তাহাদের সৈন্যদল মাঞ্চুরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে ব্যস্ত হইয়াছে আর রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাহিনী তাহাদের—পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। ২৯শে অক্টোবর পর্য্যন্ত—মাঞ্চুরিয়ার সীমান্ত হইতে ৭০ মাইল দূরে কোরিয়ার পূর্ব্ব উপকূল ভাগের আয়নে জাহাযযোগে বহু মার্কিন সৈন্য অবতরণ করিয়াছে। দক্ষিণ কোরিয়ার বাহিনী সংজুন বন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ ব্রিগেড কোরিয় বাহিনীর প্রতিরোধ ব্যর্থ করিয়াদিয়াছে। উত্তর কোরিয়ায় কম্যুনিস্টদের অবাধ অগ্রগতির ফলে রুশের ক্যমুনিস্ট স্টেট হইতে আরম্ভ করিয়া পাক-ভারতের ফ্যাশানেবল কম্যুনিস্টরা পর্য্যন্ত যে ভাবে বগল বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহার অবসান ঘটিয়াছে। দক্ষিণ-কোরিয়ার পরাজয়ের অর্থ কম্যুনিযমের পরাজয় নহে কিন্তু ইহার ফল সুদূর প্রসারী! যে রুষ কয়েক দিন আগেও রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিত্যাগ করার হুমকী প্রদান করিয়াছিল, আমেরিকাকে সর্ব্বতোভাবে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য মুহুর্মুহু রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভা তোলপাড় করিয়া ফেলিতেছিল, দক্ষিণ কোরিয়ার পরাজয়ে তাহার সুর একদম বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। সোভিয়েট বৈদেশিক-সচিব আমেরিকা ও রুষের মধ্যে যুদ্ধকালীন সহযোগের শুভেচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন। রুষ সীমান্তে আমেরিকার হাওয়াবাযরা বোমা নিক্ষেপ করিতেছে

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অথচ রুষ কেবল প্রতিবাদ জানাইয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছে। সকল অন্যায়ের সমাধানকল্পে রুষ পঞ্চ বৃহৎ শক্তি রবৈঠক আহ্বান করার আবেদন জানাইতেছে। কম্যুনিস্ট চীনের কোরিয়া যুদ্ধ সম্পর্কে এযাবৎ অনেক তর্জ্জন গর্জ্জন শুনা যাইতেছিল কিন্তু সমস্ত দক্ষিণ কোরিয়ার পতন সত্ত্বেও তাহারা এ যাবৎ নীরব দর্শকেরই অভিনয় করিয়া চলিয়াছে। কোরিয়া যুদ্ধে কম্যুনিস্টদের পরাজয়ে আমেরিকার প্রভাবান্বিত—সাম্রাজ্যের সীমা চীনের কম্যুনিস্ট রাজত্বের সঙ্গে ভিড়িয়া পড়িয়াছে! কোরিয়া যুদ্ধে কম্যুনিস্টদিগকে সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেষ করার পর যে সকল অঞ্চলে আমিরিকান একাধিপত্যের পথে কম্যুনিযম প্রতিবন্ধক হইয়া আছে তাহাদের পালা শুরু হইবে। কম্যুনিস্ট কোরিয়ার অন্যায় অগ্রগতি এবং তাহার শোচনীয় পরাজয় কম্যুনিযমের জন্য বিশ্বজনীন পরাজয়ের পথ যে মুক্ত করিয়া দেয়নাই তাহার নিশ্চয়তা কি?

পাক-ভারত সীমান্তে সংকটের সংকেত,

৩০শে অক্টোবরের সংবাদে প্রকাশ যে তিব্বতের অভিযাত্রী গণমুক্তি বাহিনী অপ্রতিহত তড়িৎগতিতে লাসা অভিমুখে অভিযান চালাইতেছে—তাহারা ইতোমধ্যেই দুইটী গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া ফেলিয়াছে। সপ্তাহখানেক পূর্ব্বে একচক্ষু বিশিষ্ট কম্যুনিস্ট সেনাপতি জেনারেল লিওপো-চিঙ এর নেতৃত্বে অর্দ্ধলক্ষ চীনাসৈন্য সিকাং প্রদেশ হইতে তিব্বতে প্রবেশ করিয়াছে। তিব্বতের দলাইলামা ভারতে পলাইয়া আসার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। তিব্বত সরকার ভারত সরকারের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। বাহিরের সাহায্য না পাইলে তিব্বতীদের পক্ষে কম্যুনিস্ট বাহিনীর প্রতিরোধ করা অসম্ভব। তিব্বত সরকার হয় ত বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের দরবারেও ধর্ণা দিবেন কিন্তু তিব্বতে আমেরিকার কোনরূপ প্রকাশ্য স্বার্থের অবিদ্যমানতায় তিব্বতের করুণ আর্ত্তনাদ যে রাষ্ট্র সঙ্ঘের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। পক্ষান্তরে কম্যুনিস্ট সাম্রাজ্যবাদ যদি তিব্বৎ গ্রাস করিতে সমর্থ হয় তাহা হইলে তাহার পরবর্ত্তী লক্ষ কি হইবে তাহা অনুমান করা কষ্টসাধ্য নয়। ভারতসীমান্তে যে রক্তপতাকা উড্ডীন—হইয়াছে তাহার সংকট হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হইলে পাকিস্তানে অবিলম্বে ইছ্‌লামি সমাজ ও—অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলবৎ করা আবশ্যক। একমাত্র এই উপায়েই কম্যুনিয্‌মের জলতরঙ্গ রোধকরা—সম্ভবপর হইবে, সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের পক্ষেও গণভোটের ভিত্তিতে কাশ্‌মীর সমস্যার অগৌণে সমাধান করিয়া ফেলা অবশ্যকর্ত্তব্য।

পাকিস্তানের জন্য ইছ্‌লামি শাসনতন্ত্রের দাবী,

রংপুর হারাগাছ ইয়ংমেনস অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী জানাইতেছেন,——

২৭শে অক্টোবর শুক্রবার দিবসে অনুষ্ঠিত—রংপুর জিলার হারাগাছ এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহের ন্যূনাধিক ১০ সহস্র অধিবাসীবৃন্দের বিরাট জনসভার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত এইযে, পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী জনাব লিয়াকৎ আলী খান ছাহেব কর্ত্তৃক উপস্থাপিত এবং পাকিস্তান গণপরিষদ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত বহু বিশ্রুত উদ্দেশ্য প্রস্তাব দ্বারা পাকিস্তানের জনমণ্ডীর মনে পাকিস্তানে ইছ্‌লামী আদর্শের বিধান প্রতিষ্ঠা করার যে আশ্বাস জাগ্রত করা হইয়াছিল, পাকিস্তান মূলনীতি কমিটীর ছুপারিশ সমূহের প্রথম দফা অনুসারে তাহা ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, কোনরূপ সঙ্কোচক প্রস্তাব দ্বারা সীমাবদ্ধ না করিয়া মূল উদ্দেশ্য প্রস্তাবকে মূলনীতির সহিত সংশ্লিষ্ট করা হউক।

এই সভা ইহাও সিদ্ধান্ত করিতেছে যে, কেন্দ্রে দুইটী পরিষদ গঠনের এবং উচ্চ পরিষদে সকল প্রদেশের সদস্য সংখ্যা সমান রাখার প্রস্তাব দ্বারা গণতান্ত্রিক নীতি ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের বৈধ অধিকারকে ক্ষুণ্ণ করা হইয়াছে। অতএব এই সভা প্রস্তাব করিতেছে—যে, কেন্দ্রে নিম্নপরিষদকেই পাকিস্তানের—একমাত্র পার্লিয়ামেন্টরূপে গ্রহণ করা হউক।

www.ahlehadeethbd.org

বর্ষের শেষে,

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে যুল্‌হিজ্‌জাহ সংখ্যায় তর্জুমানুল হাদিছ তার প্রথম বর্ষ শেষ করিল। শিশু তর্জুমান তার বয়সের প্রথম বার্ষিক মন্‌যিল অতিক্রম করার প্রাক্কালে স্বীয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক ও শ্রোতাদের খিদ্‌মতে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছে।

এক বৎসর পূর্ব্বে তর্জুমান বহু আশা ও আকাঙ্খা বুকে লইয়া যে লক্ষের পথে তার যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল, সে পথ অতিক্রম করার মত সম্বল আর পাথেয় আজিকার মত সে দিনও তার ছিলনা। একমাত্র নিখিল বিশ্বের অধিপতি কৃপানিধান—আল্লাহ, যাঁর সতর্কদৃষ্টির অগোচর মানব হৃদয়ের কোন নিভৃত বাসনাই নাই এবং যিনি প্রত্যেকটী মানবের ব্যাকুল হৃদয়ের আকুল আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিতে সদা সমুৎসুক, তাঁরই অফুরন্ত দয়া এবং দানশীলতা কে সম্বল করিয়া আমরা রিক্ত, দীন ও অসহায় তরঙ্গবিক্ষুব্ধ মহাসাগর পাড়িদিতে আরম্ভ করি।

এক বৎসরে যে পথ আমরা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি, সম্মুখের পথের তুলনায় তা এত অকিঞ্চিৎকর যে উহা উল্লেখ করিতেও আমরা লজ্জা অনুভব করিতেছি আর এই ক্ষুদ্রপথের বাধা ঠেলিতে—গিয়া আমাদের অযোগ্যতা ও দৈন্য যেরূপ পদে—পদে ধরা পড়িয়াগিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া আমাদের মস্তক অবনত হইয়া পড়িতেছে। তবে সান্ত্বনা এইযে, আমাদের কোন দুর্ব্বলতাই আমাদের কাছে অবিদিত নাই এবং আমাদের অক্ষমতা সম্বন্ধে—অপর কেহ সাক্ষ্য দিবার পূর্ব্বে তাহা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়া লওয়ার মত সৎসাহস আমাদের আছে।

মুছলিম জাতি আজ এমন এক চৌমাথায়—আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সম্মুখের তিনটী পথের মধ্যে সে কোন পথে যে আগাইয়া চলিবে, সে সম্বন্ধে নিজেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেনা,—তাহার ঠিক সম্মুখে 'ছিরাতে মুছ্‌তাকীমে'র যে সরল ও সঠিক পথ তাহাকে পুনঃ পুনঃ হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে, সে পথ হইতে তাহার দৃষ্টি—ফিরিয়া গিয়াছে, সে দক্ষিণ ও বামের পথ অবলম্বন করার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, কারণ—সম্মুখের রাজপথ যে কিরূপ প্রশস্ত, সুবিধাজনক ও লক্ষস্থলের নিকটবর্ত্তী, তাহা সে অবগত নয় আর দক্ষিণ ও বামে পথপ্রদর্শকের দল এক দিকে আপনাপন পথের সুবিধা ও নিরাপত্তার কথা যেমন—তারস্বরে তাহাকে বুঝাইতেছে, তেমনি সম্মুখের পথের বিভীষিকা ও লক্ষহীনতার অপপ্রচারণায় তাহারা আকাশ ও পৃথিবী মুখরিত করিয়া রাখিয়াছে। আজ এমন কেহই নাই যে, মুছলমানদিগকে তাহাদের প্রভুর সতর্কবাণী স্মরণ করাইয়া দেয় যে, বস্তুতঃ ইহাই আমার وان هذا صراطى مستقيما পথ—সরল ও সঠিক! فاتبعوه ولا تتبعوا السبل অতএব হে মানবগণ, فتفرق بكم عن سبيله — তোমরা আমার নির্দ্দেশিত এই (কোর্‌আনি পথের) অনুসরণ কর এবং সাবধান, তোমরা (দক্ষিণ ও—বামের) পথসমূহের পথিক হইওনা! যদি হও তাহা হইলে তোমরা তোমাদের প্রভুর মনোনীত পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।

কোরআনি পথ সম্বন্ধে যে অপপ্রচারণা শতাব্দীরপর শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং কোর্‌আনের নির্দ্দেশিত যে 'ছিরাতে মুছ্‌তাকীম' সম্বন্ধে স্বয়ং মুছলমানরাই বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত—হইয়াছেন, তাহার মারাত্মক পরিণাম স্বরূপ আজ মুছলমানগণ ইছ্‌লামি জীবনপদ্ধতীতে আস্থাহারা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্ত্তিত—হইয়া যাইতেছে, তাঁহারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে ইউরোপ, আমেরিকা ও হিন্দুয়ানির উচ্ছিষ্ট ভাবধারা এবং

www.ahlehadeethbd.org

জীবনাদর্শে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছেন! যে জাতি পৃথিবীর ইমামৎ ও নেতৃত্বের মর্য্যাদালাভ করিয়াছিল আজ তাহারা দুনিয়ার নাস্তিক, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী এবং জড়োপাসকদের দাসানুদাসে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইছ্‌লাম ও মুছলমানের এই মর্ম্মন্তুদ পরিণতির জন্য কাহার হৃদয় দ্রবীভূত হইবেনা? কাহার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিবেনা?

لمثل هذا فليذوب القلب من كمد
ان كان فى القلب اسلام وايمان ! *

কোর্‌আনি আদর্শের যে ব্যাখ্যা রছুলুল্লাহ (দঃ) তেইশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার আচরণ, উক্তি ও মৌনসম্মতি দ্বারা জগদ্বাসীকে শুনাইয়াছেন, তাহারই নাম হাদীছ! **তর্জুমানুল হাদীছ** বাঙলা-ভাষী প্রত্যেক মানুষকে হাদীছের সেই আহ্বান শুনাইতে চায়। সে প্রমাণ করিতে চায় যে, ইছ্‌লামের একটী নিজস্ব স্বাধীন জীবনাদর্শ আছে। পৃথিবীতে বিভিন্ন মত ও পথের যে দ্বন্দ্ব মানুষকে অবসন্ন করিয়া ফেলিয়াছে তাহার অব্যর্থ সমাধান একমাত্র ইছ্‌লামের কাছেই রহিয়াছে। পরস্পর বিরোধী স্বার্থের সংঘর্ষে যে সংগ্রামশীল মনোবৃত্তি মানুষ কে হিংস্রপশুরও অধম করিয়া তুলিয়াছে, পৃথিবীর সরসতা ও স্নিগ্ধতাকে পোড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলিয়াছে একমাত্র ইছ্‌লাম তার উপযুক্ত প্রতিষেধ। কিন্তু ইছ্‌লামের এই ব্যাখ্যা প্রচার করার জন্য যে অগাধ পাণ্ডিত্য, যে সুদূর প্রসারী অভিজ্ঞতা এবং যে শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন, সে সকল দিক দিয়া—তর্জুমানুল হাদিছের খাদেমগণ তাহাদের রিক্ততার সাক্ষ্য নিজেরাই সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিতেছে।

ইছ্‌লামের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ কল্পেই পাকিস্তানের স্বপ্ন বাস্তবতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, ইছ্‌লামের সঞ্জীবন সাধন কল্পে কোরআন ও ছুন্নতের সঠিক বুনিয়াদের উপর সমগ্র পূর্ব্ব পাকিস্তানে একমাত্র **তর্জুমানুল হাদিছ** ছাড়া অন্যকোন সাময়িকপত্র আজ পর্য্যন্ত প্রকাশলাভ করিতে পারিলনা। বিশাল পূর্ব্বপাকিস্তানে প্রায় ৪ কোটী মুছলিম সন্তানের বাস, উচ্চ শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত, ধনাঢ্য ও মধ্যবিত্ত মুছলমানের কোনই অভাব নাই। অথচ যে বিরাট কার্য্য সমাধা করার জন্য বিভিন্ন বৃহৎ একাডেমী ও অনুসন্ধানাগারের প্রয়োজন, সামান্য কয়েক জন অনভিজ্ঞ, রোগজীর্ণ দৈন্যপীড়িত ব্যক্তির শূন্যস্কন্ধে তাহার ভার সমর্পিত হইয়াছে। সকলদিক বিবেচনা করিলে মনে হয় শিরাযের বুলবুল আমাদের—জন্যই বা এই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন,—

آسماں بار امانت نتوانست کشید
قرعهٔ فال بنام من دیوانه زدند ! *

তর্জুমান সম্পাদকের চিররুগ্ন অবস্থা, অম্লপিত্ত-শূলের ঘন-ঘন প্রাণান্তকর আক্রমণ, তাহার স্বাস্থ্যের ক্রামশিক বিপর্য্যয় সোনায় সোহাগা হইয়াছে,—পক্ষান্তরে শত চেষ্টাসত্বেও সম্পাদন বিভাগে উপযুক্ত সহকর্ম্মীর অভাব, উপযুক্ত লেখকদের উদাসীনতা এবং সহযোগী সাহিত্যিকগণের কোর্‌আনি—আদর্শের প্রতি বিরূপ মনোভাব— এ সমুদয় একত্রিত হইয়া এক বিচিত্র অসম্ভব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাইয়াছে। সর্ব্বোপরি আহ্‌লেহাদিছ আন্দোলন সম্পর্কে ঘরে ও বাহিরে যে ভ্রমাত্মক ধারণা বিস্তার লাভ করিয়া আছে, তারজন্যও তর্জুমানের সেবকদিগকে কম বেগ পাইতে হইতেছেনা। আহ্‌লেহাদিছ হইবার দাবীদাররা আন্দোলনের প্রকৃত আদর্শ ও রূপ হারাইয়া-ফেলিয়া স্বয়ং একটী স্বতন্ত্র ফের্কা ও দলে পরিণত হইয়াছেন, অথচ আমরা সকলপ্রকার ফের্কা পরস্তীর অভিশাপ হইতে স্বয়ং মুক্ত হইতে এবং অখণ্ড মুছ্‌লিম জাতিকে মুক্ত করিতে চাই! সমগ্র মুছলমানকে কোরআন ও ছুন্নতের পতাকামূলে সংহত দেখিবার তীব্র বাসনা পোষণকরি। আর যাঁহারা কোরআন ও হাদীছকে নিজেদের জীবনাদর্শ মান্য করিতে অসম্মত নাহওয়া সত্বেও আহ্‌লেহাদীছ নাম শ্রবণ করিতে নারায, তাঁহারাও আমাদিগকে বিশেষ সন্দেহের চক্ষেই দেখিয়া থাকেন, অথচ দীর্ঘ একবৎসর কাল ধরিয়া **তর্জুমানুল হাদীছ** যে পয়গাম দেশবাসীকে শুনাইতে চাহিতেছে তাহার সাহায্যেই তর্জুমানের আদর্শ ও বক্তব্য খুব সহজেই যাচাই করিয়া দেখাযাইতে পারে। দার্শনিক ইক্‌বাল—বোধহয় আমাদের মত অবস্থায় পড়িয়াই দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,——

رند کہتا ہے ولی مجھ کو ولی رند مجھے
سن کے ان دونوں کی تقریر کو حیراں ہوں میں !

* এ মর্ম্মন্তুদ ব্যাপারে অসহ্য ব্যথায় হৃদয় বিগলিত হওয়া উচিৎ, যদি হৃদয়ে ইছ্‌লাম ও ঈমান বলিয়া কোন বস্তু থাকে!

* আকাশ যে দায়িত্ব বহন করিতে পারিলনা, সে দায়িত্বভার বহনকরার জন্য লটারীতে এই পাগলের নাম উঠিল! ——হাফিয।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

زاہد تنگ نظر نے مجھے [illegible]

اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلماں ہوں میں !

کوئی کہتا ہے کہ اقبال ہے صوفی مشرب'

کوئی کہتا ہے کہ شیدائے حسیناں ہوں میں !

মাতাল লম্পট আমায় বলে—ওলি, ওলি বলেন আমি —লম্পট-মাতাল! আমি শুনে উভয়ের কথা—হতবাক! ক্ষুদ্রমনা দরবেশ জানেন আমিতো কাফের! আর কাফের বুঝে আমি মুছলমান! কেহ বলেন ইক্‌বাল হচ্ছে ছুফী ওর নাই মযহব! কেহ বলেন আমি বটি সৈন্দর্য্যপূজক!

মরার উপর খাঁড়া— ডাক বিভাগের অনুগ্রহে গ্রাহকগণের নামে রেজেষ্টারী বহি মিলাইয়া তর্জুমান ডাকে দেওয়া সত্ত্বেও বহু গ্রাহক কাগজ পাননা। এ বৎসর অন্ততঃ তিনশত কপি তর্জুমানুল হাদীছ আমাদিগকে অভিযোগকারীগণের কাছে দুইবার করিয়া পাঠাইতে হইয়াছে। কোন কোন গ্রাহক ভিঃ পিঃ ছাড় করার পর অদ্যাবধি একখানা তর্জুমানও পাননাই। আমরা কাগজে লিখিয়া ও স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের কাছে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করিয়াও এ বিভ্রাটের কোন প্রতিকার করিতে সমর্থ হইনাই। এ সম্পর্কে আমরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। ডাক বিভাগের সংশোধন না হইলে তর্জুমানুল হাদীছ কেন, পূর্ব্বপাকিস্তানে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র পরিচালনা করা বাস্তবিক দুঃসাধ্য।

সম্পাদন বিভাগে জম্‌ঈয়তের সেক্রেটারী—ছাহেব অল্পবিস্তর সাহায্য করিতেন। বিগত তিন মাস কাল হইতে তিনি সপরিবার টাইফয়েড ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কিছুই করিতে পারিতেছেননা। ফলে কিছুদিন হইতে নিয়মিত ভাবে তর্জুমান প্রকাশ করা সম্ভবপর হয়নাই। বর্ত্তমান যুলহিজ্জাহর সংখ্যাও মুহার্‌রমের ৩য় সপ্তাহে—বাহির হইতেছে!

আমাদের ক্রটী বিচ্যুতিগুলি আমরা খোলাখুলি ভাবেই স্বীকার করিতেছি এবং ইহাও স্বীকার করিতেছি যে সমুদয় দোষ ক্রটী সত্ত্বেও তর্জুমানুল হাদিছের ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়। বর্ত্তমান—আবহাওয়ার ভিতর সাধারণ রুচির প্রতিকূল এরূপ সাময়িকপত্রের টিকিয়া থাকা কঠিন, তর্জুমানের জন্য এ বৎসরে প্রায় দুই হাজার টাকার ক্ষতিও স্বীকার করিতে হইয়াছে— তথাপি আল্লাহর ফযলে তর্জুমানুল হাদিছ শনৈঃ শনৈঃ প্রতিষ্ঠার পথেই অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তাহার নিজস্ব এমন একটী পাঠক-সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে যাহারা তর্জুমানের প্রচারিত আদর্শকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে লক্ষ্য—করিতেছেন। সাধারণ গ্রাহক সংখ্যাও ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। বহু সহৃদয় ব্যক্তি অযাচিত ভাবে ইহার গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। উচ্চ শিক্ষিতদের দৃষ্টিও তর্জুমানের দিকে আকৃষ্ট—হইতেছে।

সকলপ্রকার অসুবিধা, বাধাবিপত্তি ও আর্থিক-ক্ষতির ভিতর দিয়া যতটুকু লাভ হইয়াছে কোর-আন ও হাদিছের তব্‌লীগ এবং ইছ্‌লামি আদর্শের প্রচার কল্পে আমরা দীন ও অযোগ্য সেবকগণ বিগত এক বৎসর কালের মধ্যে যতটুকু সুযোগপ্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমাদের ক্ষুদ্র সাধনা এই সময়ের ভিতর যতটুকু সফল হইয়াছে, আমরা তাহাকে—আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম ন্যামৎরূপে বরণ করিয়া লইতেছি এবং ইহার জন্য সর্ব্বসিদ্ধিদাতা রহ্‌মানুর্‌রহিমের উদ্দেশ্যে শোক্‌রের ছিজ্‌দা করিতেছি।

او ز قعر بحر گوهر آورد

از زباں نہا سوں بر سرآورد !

আগামী সংখ্যা হইতে তর্জুমানুল হাদিছ—দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পন করিবে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস তর্জুমানের পৃষ্ঠপোষক, সুহৃদ, পাঠকও অনুগ্রাহক-বর্গের স্নেহদৃষ্টি হইতে তাঁহাদের এ শিশু খাদেম তাহার দ্বিতীয় বার্ষিক জীবনেও বঞ্চিত থাকিবেনা।

فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری

الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد –

সমাপ্ত

www.ahlehadeethbd.org